সরকার-গ্রন্থমালা, সংখ্যা—১৭

কর্ম্ম-রহস্য

শ্রীবিধুভূষণ সরকার

প্রণীত

বেলেঘাটা—কলিকাতা।

১৩৩৪ বঙ্গাব্দ : ১৮৪৯ শকাব্দ : ১৯৮৪ সংবৎ : ১৯২৭ খৃষ্টাব্দ।

মূল্য ১৷০ মাত্র

আসক্তি-রহিত ও ফলাকাঙ্ক্ষা-বর্জ্জিত কর্ম্মই যে মানবের মুক্তির একমাত্র সোপান, তাহা এই আদর্শ কর্ম্মভূমি ভারতবর্ষের প্রত্যেক নর-নারীই জানে ও বিশ্বাস করে। ভাল হউক, মন্দ হউক, জন্মগ্রহণ করিয়া মানুষকে যে-কোন শ্রেণীর কর্ম্ম করিতেই হইবে, আর কর্ম্ম করিতে করিতে একদিন যে তাহার কর্ম্মক্ষয় হইয়া যাইবে, ইহা আমাদের দেশের একটি প্রধান ও পরীক্ষিত সত্য। স্মরণাতীত কাল হইতে বহুবার এ সত্যের পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। কিন্তু মানবের দুর্ভাগ্য-ক্রমে এমন অবস্থাও তাহার কর্ম্মময় জীবনে আসিয়া পড়ে, যখন কর্ম্মে তাহার অনাসক্তি আসে; ক্লীবত্ব ও জড়তা আসিয়া তাহাকে আশ্রয় করে। অন্যপরে কা কথা, কর্ম্মবীর পার্থেরও একদিন এই অবস্থা হইয়া-ছিল,—সেদিন পার্থের এই ক্লীবত্বকে নাশ করিবার জন্য পার্থ-সখা শ্রীভগবান বলিয়াছিলেন—

ক্লৈব্যং মাস্মগমঃ পার্থ নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ॥

কর্ম্মযোগীর এই বজ্রনির্ঘোষ বাণী পার্থের হৃদয়ে অপূর্ব্ব শক্তি-সঞ্চারে সমর্থ হয়। তাঁহার এই মহতী বাণী বিভিন্ন যুগে ও বিভিন্ন কালে বহু কর্ম্ম-বীরকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে—কর্ম্মে অনুপ্রাণিত করিয়াছে। এই অনুপ্রেরণা ও উদ্বোধনের সুরে "কর্ম্ম-রহস্য" নাটক ঝঙ্কৃত। গ্রন্থকার অঙ্কের পর অঙ্কে, গর্ভাঙ্কের পর গর্ভাঙ্কে "কর্ম্ম-রহস্যের" নানা বিচিত্র লীলা দেখাইয়া একটি অপূর্ব্ব চিত্র ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। "কর্ম্ম-রহস্য" নাটকের একটি প্রধান চরিত্র—কিষণচাঁদ, আমাদের অধুনা-পরলোকগত দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের স্মৃতি জাগাইয়া তোলে। স্বদেশী-সাহিত্যের ভালে বিধু বাবুর এই নাটক তিলকের ন্যায় বিরাজ করিবে।

জ্যেষ্ঠ সুরেন্দ্রনাথ সঙ্গীত-সাধনা ও সঙ্গীত-আলাপে আত্মনিয়োগ

করিয়াছেন, মধ্যম বিধুভূষণ ও কনিষ্ঠ গণপতি সাহিত্য ও দেশের কাজে ব্রতী। লক্ষ্মীর বরপুত্র তাঁহারা, দেবীর সপত্নীর সেবায় ও তাঁহার কৃপালাভে নিজ নিজ জীবন ধন্য করিতেছেন—ইহা একটা বিশেষ আশার কথা। আশা ও আশীর্ব্বাদ করি, এইভাবে তাঁহারা সঙ্গীত ও সাহিত্যের অনুশীলন করিয়া, মাতৃভূমির ও মাতৃভাষার মুখ উজ্জ্বল করুন।

কলিকাতা
১২ই আশ্বিন, ১৩৩৪

শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পুরুষগণ

১। শ্রীকৃষ্ণ
২। ধর্ম্ম
৩। কলি
৪। শিলাদিত্য—উজ্জয়িনীর রাজা
৫। বিমলাচার্য্য—ঐ প্রধান মন্ত্রী
৬। সায়ণাচার্য্য—ঐ দ্বিতীয় ,,
৭। বিদূষক
৮। রামকিঙ্কর সিং } আর্য্যনেতাগণ
৯। অযোধ্যা পাঁড়ে }
১০। কৃষ্ণমূর্ত্তি } অনার্য্যনেতাগণ
১১। সদাশিব }
১২। কিষণচাঁদ বর্ম্মা—উকিল, পরে জাতীয় সভার সভাপতি
১৩। উদাসীন
১৪। অনন্তদেব
১৫। হরিহর বর্ম্মা—জাতীয় সভার সম্পাদক ও রণধীর বর্ম্মার প্রথম পুত্র
১৬। প্রতাপ সিং } জাতীয় সভার সভ্য
১৭। মতিচাঁদ ঠাকুর }
১৮। অভ্রান্ত মিশ্র—স্ত্রীসংস্কার-নেতা
১৯। প্রশান্ত——ঐ সভ্য

২০। বিদ্যাদিগ্গজ উপাধ্যায়—পণ্ডিত ও ঐ সভ্য, পরে জাতীয় সভার সভ্য

২১। রণধীর বর্ম্মা সিংহ—জমিদার

২২। বনবীর বর্ম্মা সিংহ—ঐ দ্বিতীয় পুত্র, উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী

২৩। কমলবীর বর্ম্মা সিংহ—ঐ তৃতীয় পুত্র, ঐ

২৪। সুরয সাউ—গ্রাম্য মোড়ল

২৫। ছট্টুলাল—রণধীরের দ্বারবান

২৬। ফতে সিং আগরওয়ালা—সুদখোর মহাজন

২৭। গঙ্গাদত্ত সহায়—ঐ শ্যালক

২৮। রামচাঁদ বাবু—জমিদার

২৯। ছক্কন প্রসাদ
৩০। দেবী পাঁড়ে
৩১। শ্যাম ক্ষেত্রী
৩২। রামকিষণ
} চাষা

৩৩। পেয়াদা ৩৪। কারাধ্যক্ষ ৩৫। জমাদার ৩৬। সেপাই

স্ত্রীগণ

১। শ্রীরাধা

২। ধরিত্রী

৩। পাপ

৪। মিসেস্ মিশ্র—অভ্রান্ত মিশ্রের স্ত্রী

৫। চন্দ্রভাগা বাঈ—বিদ্যাদিগ্‌গজের স্ত্রী

৬। মিস্ অলকা।

৭। মিসেস্ প্যাটেল।

৮। রমাবাঈ—ফতেসিংএর স্ত্রী

৯। লক্ষ্মীবাঈ—রামকিষণের স্ত্রী

১০। মীরাবাঈ—রামচাঁদের স্ত্রী

সঙ্গিনীগণ এবং দুইজন বাঈজী, প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি, মোহ।

কর্ম্ম-রহস্য

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

গোলোকধাম

(শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাধা, গোলোকসঙ্গিনীগণ)

গোলোকসঙ্গিনীগণ—

গীত

অপার আনন্দময় আনন্দ-নিকেতন,
হের সবে পূর্ণানন্দে বিরাজিছে সনাতন ;
রাজরাজেশ্বরী রূপে বামে ব্রহ্মপ্রসবিনী
শোভে প্রেমময়ী রাধা প্রেমে মোহি ত্রিভুবন।
আদ্যাশক্তি-প্রেমে মাতি অনাদি পুরুষোত্তম,
বিতরে করুণাসিন্ধু দেখ্ রে জগৎজন ;
চাস্ যদি পরিত্রাণ ছুটে আয় ত্বরা করি,
এহেন মাহেন্দ্রযোগ ঘটে না রে অনুক্ষণ।

[ধর্ম্ম ও ধরিত্রীদেবীর প্রবেশ ও প্রণিপাত]

গীত

ধর্ম্ম—অচিন্ত্য অব্যয় তুমি সর্ব্বভূতে তুমি স্বামী
তোমারি মহিমা গাথা জগৎ সংসার।
তুমি স্থূল তুমি সূক্ষ্ম তুমি কাল তুমি দক্ষ
অনাদি পুরুষ তুমি অব্যক্ত অপার॥
প্রীতি শ্রদ্ধা ভক্তি স্তুতি জ্ঞান প্রেম স্থিরা মতি
স্থিতি লয় মুক্তি তুমি আনন্দ আধার।
আকাশ অনন্ত তুমি চরাচর তুমি ভূমি
বায়ু বহ্নি শক্তি তুমি, তুমি সারাৎসার॥

শ্রীকৃষ্ণ— কি কারণে কহ ধর্ম্ম, কহ গো ধরিত্রি,
এসেছ উভয়ে মিলি গোলোকধামেতে ;
উৎকণ্ঠার চিহ্ন হেরি উভয়ের মুখে,
ঘটেছে কি অমঙ্গল জগতে আবার ?
আনন্দিত আজি আমি হেরি তোমা দোঁহে
বহুকাল পরে পুনঃ, কহ অকপটে
দোঁহার বক্তব্য যাহা, অবহিতচিতে
শ্রবণ করিব আমি শ্রীরাধার সনে।

ধর্ম্ম—হে দেব জগৎপিতা ব্রহ্মাণ্ডকারণ
অবিদিত কিবা তব ওহে পরমেশ,
জান ত সকলি তুমি স্থাবর জঙ্গম ভূমি
অজ্ঞাত ব্রহ্মাণ্ডে তব কিবা হে পরেশ,
সৃজন পালন লয় যে জন হইতে হয়
ব্রহ্মা বিষ্ণু স্রষ্টা যিনি প্রলয়ী মহেশ,

চন্দ্র সূর্য্য চক্ষু যাঁর অনন্ত বাসুকি আর
যাঁহার করুণারাশি করিছে প্রচার,
তাঁরে দিব পরিচয় আমি মূর্খ নীচাশয়
এ হতে আনন্দ কিবা আর।
শুন তবে দয়াময়, জানি যাহা সমুদয়
আমার দুঃখের কথা নিবেদি গো তোমারে,
কলি দুষ্ট কাল পেয়ে মিথ্যা পাপে সঙ্গে লয়ে
নাচিছে তাণ্ডব-নৃত্য ত্রিজগৎ মাঝারে।
শ্রদ্ধা ভক্তি দয়া প্রীতি পলাইছে নিতি নিতি
আর বা রহে না তারা ছাড়ে বুঝি সংসারে,
ন্যায়ান্যায় জ্ঞান ধর্ম্ম বিচার আচার কর্ম্ম
বিলোপ পায় গো বুঝি কলি দুষ্ট হুঙ্কারে।
বিশুদ্ধ প্রণয় ছাড়ি কামে লয়ে কাড়াকাড়ি
করিছে জগৎবাসী মদমত্ত হইয়া,
সত্যাসত্য নাহি জ্ঞান নিজ স্বার্থে ভরা প্রাণ
অহঙ্কারে মত্ত সদা বিবেকে গো ভুলিয়া।
আমার অস্তিত্ব এবে বুঝি বা বিলোপ ভবে
পায় গো পাপের তেজে ধরাধাম ত্যজিয়া,
কহিতে সে দুঃখগাথা মরমে বাজে গো ব্যথা
ধর্ম্মহীন হ'ল ধরা ধর্ম্মভূমি হইয়া।
কেন গো সৃজিলে মোরে বল মোরে কৃপা ক'রে
কলিরে বাড়াবে যদি এত বলী করিয়া,
আর না সহিতে পারি জ্বলে অঙ্গ, লহ হরি!
অমরত্ব কাড়ি মোর, মরি সিন্ধু পশিয়া।

কর শীঘ্র সদুপায় বাঁচাও তনয়ে হায়
নতুবা গাইব আমি ত্রিজগৎ ব্যাপিয়া,
নহে কৃষ্ণ দয়াময় ভক্তাধীন ভক্তাশ্রয়
দীনবন্ধু নহে হরি নিষ্ঠুর গো বলিয়া।

ধরিত্রী—অসহ্য যাতনা আর না পারি সহিতে,
নিবেদিতে পাদপদ্মে তনয়া-কাহিনী
এসেছি আনন্দধামে জনক-সমীপে ;
কর পরিত্রাণ দেব, রক্ষ নন্দিনীরে ;
তোমার তনয়া আজি তোমা বিগুমানে,
অসার জীবন তার দিয়া বিসর্জ্জন
ঘোষিবে জগৎ মাঝে অপযশ তব—
স্নেহ-ভালবাসাহীন নিষ্ঠুর নির্ম্মম,
সন্তানের দুঃখে তাঁর কাঁদে না পরাণ।
তা না হ'লে এত দুঃখ এত যে লাঞ্ছনা
সহি আমি অকপটে থাকিতে গো তুমি,
ইচ্ছায় যাহার হয় প্রলয় সৃজন ?

(শ্রীরাধার প্রতি)

তোরেও জিজ্ঞাসি আমি জীব-প্রসবিনি
আগ্যাশক্তি মহামায়া অনাদি প্রকৃতি
স্নেহের জলন্ত ছবি স্নেহস্বরূপিণি,
তোরও কি পরাণে মাগো লাগে না বেদনা ?
পরম আনন্দধামে আনন্দ-নিবাসে
নিশ্চিন্ত আছিস্ ব'সে নির্ব্বিকার মনে ;
হাহাকারে পুত্রকন্যা কাঁদে দিবানিশি,

তথাপি চেতনাশূন্য আছিস উভয়ে ?
কে জানে তোদের লীলা মায়া-খেলা আর,
সন্তানে কাঁদায়ে তোরা সুখ পাস্ কিবা !
জিজ্ঞাসি জনকে পুনঃ, হে সর্ব্বদর্শিন্,
জান না কি আমাদের কিবা যে বারতা,
কেন বা এসেছি মোরা তোমার সমীপে,
বোঝ না কি ইচ্ছাময়, কি ইচ্ছা মোদের ?

শ্রীকৃষ্ণ—কেন ধরা আজ তুই এত গো অধীরা,
কেন বা গো কটুউক্তি কহিছিস্ এত ?
বল্ না মা, শুনে যাই কি তোর বাসনা,
অথবা জানাতে কিবা এসেছিস হেথা।

ধরিত্রী—একান্ত নন্দিনীমুখে শুনিবে গো যদি,
শোন তবে জগন্নাথ, কাহিনী আমার।
ছিনু সুখে মর্ত্তধামে একাল যাবৎ
সন্তান সন্ততি সহ, কিন্তু দীননাথ !
দারুণ দুর্দ্দান্ত দুষ্ট কলি অভ্যুদয়ে,
পাপের প্রবল বন্যা ভীষণ কল্লোলে
উত্তাল তরঙ্গ তুলি মম বক্ষ'পরে
স্নেহের সন্তানে মোর ফেলিছে বিপাকে।
কি কব সে দুঃখকথা, যারা কোন কালে
মিথ্যা উক্তি কারে বলে জানিত না কভু,
সত্যই আশ্রয়স্থল আছিল যাদের,—
নিবৃত্তিমার্গের যারা সর্ব্বদা পথিক,

অহঙ্কার স্বার্থ কিবা জানিত না যারা,
একমাত্র ধর্ম্ম ছিল সোপান যাদের,
তারা কিনা আজি দেব কালের প্রভাবে
স্বার্থান্ধ গর্ব্বিত সদা অর্থের অধীন ;
গম্যাগম্য নাহি জ্ঞান, প্রবৃত্তির দাস,
ইষ্টদেব সম কাম-পূজায় নিরত ;
কুক্কুর-প্রবৃত্তি সবে, দাসবৃত্তিধারী,
সামান্য লাভের লোভে জননীলাঞ্ছনা
নেহারে উন্মুক্ত নেত্রে অকপট হৃদে,
মানব-সুনাম হায় ডুবায়ে অতলে।

শ্রীকৃষ্ণ।—ইথে কেন দুঃখ ধরা, কেন মা চঞ্চল,
কালের করাল চক্রে পড়ি এই দশা,
কত ঝঞ্ঝাবাত তোর ও বিস্তার বুকে
চলে গেছে সাগরের তরঙ্গের মত ;
কত পুত্রকন্যা তোর হারায়েছে প্রাণ
অকালে অশনিপাতে তরুরাজি সম ;
তুই তো গো অকাতরে সহেছিস্ সব,
কেন বিচঞ্চল এবে নেহারি মা তোরে ?
তুমিও শোনহ ধর্ম্ম, সামান্য কারণে
আপনার সত্তা কেন ফেলিছ হারায়ে ?
কতবার এই দশা ঘটেছে জগতে,
ভুলেছ কি ধর্ম্মরাজ সে সব কাহিনী ?
তুমি না হে কালরূপী ? কাল-পরিচয়
বিদিত নহে কি তব, গতি কিবা তার ?

হও শান্ত, ত্যজ ক্ষোভ, হ'লে সুসময়
উভয়ের দুঃখ জ্বালা জুড়াবে আবার ;
কালেরে রোধিতে বল হেন শক্তিধর
আছে কেবা ত্রিজগতে ব্রহ্মাণ্ড অবধি ?

শ্রীরাধা—শুনে হাসি পায় তব বাক্য হে প্রাণেশ !
শক্তিধর নাহি কেহ ব্রহ্মাণ্ড ভিতর
রোধিতে কালের গতি ! হ'লে সুসময়
জুড়াবে ধরিত্রী-ধর্ম্ম মরম-বেদনা !
শক্তি কি নাহিক তব ওহে শক্তিধর,
ফিরাতে কালের গতি ? কেন মায়াময়,
বঞ্চনা করিছ স্বীয় তনয়া তনয়ে ?
কার সৃষ্ট এ জগৎ, কাল মহাকাল,
কার ইচ্ছাক্রমে হয় দিবস শর্ব্বরী,
কার লীলাখেলা এই নিখিল ভুবন ?
কপটী, কপটবাক্যে ছলিছ সন্তানে।
সুখ দুঃখ সম তব, কি বুঝিবে তুমি,
কাতরে সন্তান কাঁদে, তবু নির্ব্বিকার,
দয়া-মায়া-স্নেহহীন নির্ম্মম নিষ্ঠুর।
কিবা লজ্জা দিব তোমা, তুমি লজ্জাহীন,
নিন্দা স্তুতি তব পাশে একই সমান।
ছলনা চাতুরী ছাড়ি শোন হৃষীকেশ !
ফিরাও কালের গতি, সন্তোষ সন্তানে,
তাদের মনের ব্যথা নিবার সত্বর।

শ্রীকৃষ্ণ—এ কি কথা কহ আজি ব্রহ্মাণ্ড-জননি—

আদ্যাশক্তি মহামায়া ত্রিলোক-পূজিতে !
ফিরাতে কালের গতি নাহি শক্তিধর,
বোঝ নাকি এই কথা শক্তি-বিধায়িনি ?
শক্তিমান্ আমি সত্য ফিরাতে কালেরে,
কিন্তু দেবি, বল দেখি কে পারে এড়াতে
কর্ম্মের বন্ধন এই জগৎমাঝারে ?
আমি যে গো কর্ম্মময়, কর্ম্ম খেলা মোর,
কেমনে সে কর্ম্মে বল করিব ছেদন ?
তুমিও তো ইচ্ছাময়ী চিৎশক্তিরূপা,
ইচ্ছায় সৃজন লয় হয় গো তোমার,
তুমি কেন শক্তিময়ি রোধ না সত্বর
কালের প্রবল গতি স্বলীলা প্রকাশি ?
বৃথায় আমারে গঞ্জি সন্তান সমক্ষে
কেন লজ্জা দাও মোরে লজ্জা-নিবারিণি ?
কর্ম্মসূত্রে গাঁথা এই জগৎ সংসার,
কর্ম্মফল ভুঞ্জে জীব বিধাতৃনিয়মে ;
কর্ম্মফলে বদ্ধ আমি, আমি কর্ম্মময়,
কর্ম্মফল হ'লে ক্ষয় এ তিন ভুবন
অনন্ত আঁধারে পুনঃ যাইবে মিশিয়া।
কর্ম্মফল নিবারিতে শোন প্রাণেশ্বরি,
নাহি শক্তিমান্ কেহ জগৎ মাঝারে।
যাও ধর্ম্ম, যাও ধরা, নিজ নিজ স্থানে,
অচিরে বেদনা জ্বালা হইবে বিদূর ;
সচেষ্ট রহিনু আমি শ্রীমতীর সহ
নিবারিতে তোমাদের কাতর ক্রন্দন।

দ্বিতীয় দৃশ্য

বনভূমি

(কলি ও পাপ)

কলি—তন্ন তন্ন করি খুঁজিলাম সর্ব্বদেশ,
তথাপি সন্ধান কিছু ধরিত্রী ধর্ম্মের
না পাইনু কোন ঠাঁই, কি জানি কোথায়
ঘুরিছে সর্ব্বদা, নাহি জ্ঞান দিবারাতি,
চাহে পুনঃ স্থাপিবারে প্রতিষ্ঠা আপন।
শুনেছি গোলোকপতি দিয়াছে আশ্বাস—
অচিরে ঘুচিবে যত মনের বেদনা ;
বড়ই চঞ্চল মন এ হেতু আমার।

পাপ—অচিরে ধর্ম্মের পুনঃ হবে অভ্যুদয়,
সুখ-শান্তিময়ী হবে বসুধা সুন্দরী,
আশ্বাস দিয়াছে দোঁহে শ্রীমধুসূদন,
কেমনে জানিলে কলি, বল ত্বরা মোরে।

কলি—ভ্রমিতে ভ্রমিতে কল্য শ্রীমধুনগরে
হেরিলাম প্রিয়সখা কামে রতি সহ,
আমারে নেহারি দোঁহে আসিল ছুটিয়া,
কহিল সকল বার্ত্তা গোলোকধামের—
কেমনে ধরিত্রী ধর্ম্ম জগৎপিতায়
নিবেদিল দুঃখ-গাথা করুণ ক্রন্দনে,

কেমনে শ্রীজগন্নাথ দয়ার্দ্র হইয়া
আশ্বস্ত করিয়া উভে করিল বিদায়।

পাপ—বড়ই সঙ্কট দেখি হইল উদয়,
মোদের প্রভুত্ব রক্ষা হ'ল বড় দায়!
হঠাৎ গোলোকপতি কেন আশ্বাসিলা,
কোন্ অপরাধে মোরা হনু অপরাধী?
যা হয় হউক, শোন যুক্তি মোর কলি,
দ্বিগুণ বিক্রমে চল করি আক্রমণ;
দেখি রোধে কেবা সেই দুর্ম্মদ বিক্রম
এ তিন সংসারে কিংবা সারা সৃষ্টি মাঝে।

কলি—হউন জগৎপিতা সৃষ্টিলয়কারী,
দিউন আশ্বাস তিনি যে বা ইচ্ছা হয়,
অচল অটল তবু জানিবে সুন্দরী
কলির প্রবল গতি এ তিন ভুবনে।
করিতে স্বকার্য্য-সিদ্ধি নাহি ডরে কলি
জগৎপালক কিংবা জগৎস্রষ্টায়।
স্বকার্য্য সাধন তরে প্রভুত্ব রক্ষিতে
অসম্ভব পরিণত করিব সম্ভবে,
আবশ্যক হয় পশি স্বরগ মাঝারে
উপাড়িব ধ্রুবলোক গোলোক সহিত।
জগতে ধর্ম্মের স্থান করিব বিলোপ,
দেখি রোধে গতি কেবা ব্রহ্মাণ্ড ভিতরে।
বিশেষতঃ পাপ, তুমি সহায় যাহার,
তাহার সম্মুখে তিষ্ঠে নাহি হেন জন।

আবার নেহার, কাল সহায় মোদের,
নাহি চিন্তা নাহি ভয় বিন্দুমাত্র আর ;
চল এবে খুঁজি পুনঃ ধরিত্রী ধর্ম্মেরে,
দেখি কোন্ স্থানে তারা করে বিচরণ ।

(ধরিত্রী ও ধর্ম্মের প্রবেশ)

এস এস ধর্ম্মদেব, ধরিত্রি সুন্দরি,
খুঁজিতেছি তোমা দোঁহে সারা বিশ্ব মাঝে।
বড় ভাগ্য, আজি তাই পাইনু দর্শন,
এস এস দেব দেবি জগদ্‌বান্ধব !

ধর্ম্ম—কেন এত পরিহাস, কেন অন্বেষণ
করিছ মোদের কলি পাপ-সহচর ?
ভাবিছ প্রভুত্ব তব করিতে বিলোপ
ঘুরিতেছি মোরা দোঁহে সর্ব্বজন ঠাঁই ?

কলি—ভাবনার কথা ধর্ম্ম আছে ইথে কিবা,
ঘোর যথা ইচ্ছা দোঁহে ত্রিজগৎ জুড়ি,
তাহে ডর কিবা বল, ক্ষতি বা মোদের ?
দেখিতেছি শুধু দোঁহে ভ্রম কি কারণ ।
বায়ুর বিরাম আছে, তিষ্ঠে ক্ষণকাল ;
কিন্তু তোমা উভয়ের মুহূর্ত্তের তরে
নাহিক বিরাম কিংবা বিশ্রামের সুখ।
দিবারাতি নাহি শান্তি, নফর সমান ;
প্রভুত্ব বিলোপ-ভয় কি দেখাও মোরে ?
মোদের প্রভুত্ব নাশে হেন শক্তিধর
আছে কেবা ত্রিসংসারে দেব বা দানব ?

মনেতে করেছ বুঝি আশঙ্কি উভয়ে
খুঁজিতেছি তোমা দোঁহে তন্ন তন্ন করি ?
জেন স্থির ধর্ম্মরাজ, তুমিও বসুধা,
নগণ্য তোমরা উভে মম সন্নিধানে।
জনক যদ্যপি তব জননী সহিত
আসিয়া সহায় হন মোদের শাসনে,
ফুৎকারে উড়িয়া যাবে বালুকণা সম,
কলির করাল চক্রে হবে ধূলিসার।

ধরিত্রী—এত গর্ব্ব, এত তেজ, শোন কলিরাজ,
নহে ভাল কোনমতে শরীর ধরিগা ;
জান না কি দর্পহারী শ্রীমধুসূদন
দর্প-চূর্ণ করে সদা দাম্ভিক জনার—
না সহেন দর্প কারো এ বিশ্ব মাঝারে।

পাপ— হঠাৎ বসুধা কেন এত গো সদয়া,
দানিছ কলিরে এত হিত উপদেশ।
বাসনা কি কলি সঙ্গে করিতে বিহার,
তাই তার তরে তুমি এত গো বিহ্বলা ?

ধরিত্রী—দূর হ সম্মুখ হ'তে নীচ পাপীয়সী,
নিজেও যেমন তাই ভাবিস্ অপরে।
তোরি তরে আজি মোর এহেন দুর্দ্দশা,
ঘুরিতেছি দ্বারে দ্বারে ভিখারিণী সম।

পাপ—এখন' অনেক বাকি সতি সীমন্তিনি !
সবে মাত্র ঘুরিতেছ দুয়ারে দুয়ারে,
ফিরিতে হইবে এবে পথে ঘাটে মাঠে,

কাঁদিতে কাঁদিতে আঁখি তারাহীন হবে,
গঞ্জনা কুযশে তোর ভরিবে জগৎ,
অনশনে অনিদ্রায় কাটাইবি কাল,
বস্ত্রাভাবে বিবসনা হইবি অচিরে,
বিশ্ববাসী তোরে হেরি দিবে করতালি।

ধরিত্রী—এতই আস্পর্দ্ধা তোর রে পাপ দুর্ব্বৃত্তে !
আমারে এমন কথা বলিতে প্রেতিনি
রসনা হ'ল না ছিন্ন গ্রীবাদেশ হ'তে,
রৌরব নরকে তোর হ'ল না পতন ?
আমি রে জগৎমাতা বিশ্বপ্রসবিনী
আদ্যাশক্তি অংশে মোর জনম জগতে,
আমারে কটূক্তি কহি এখনো দাঁড়ায়ে ?
বুঝিনু কালই শ্রেষ্ঠ এ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে,
নতুবা মা মহাশক্তি শক্তিময়ী হ'য়ে
তনয়া-লাঞ্ছনা কভু হেরে কি নয়নে ?
কালগতি ফিরে কিনা দেখিব এবার ;
যদি নাহি ফিরে তবে শোন্ পাপ কলি,
অচিরে পশিব আমি সপ্তসিন্ধুতলে,
এ পোড়া বদন আর দেখিবে না কেহ।

কলি—কেন গো সন্তপ্ত এত, কেন বা অধীরা,
আদ্যাশক্তি বিশ্বমাতা জননী যাহার,
জনক ব্রহ্মাণ্ডপতি অনাদি-কারণ,
তারি এত ব্যাকুলতা ? বড় হাসি পায়।
শক্তিময় শক্তিময়ী শুনি বিশ্বে তাঁরা,

কেন তবে তব দুঃখ করে না বারণ
স্বশক্তি প্রকাশি কিংবা নাশি শক্তি মোর ?
শোন ধরা, ত্যজ পিতৃ-মাতৃ-অভিমান,
শক্তিমান্ শক্তিময়ী এ খ্যাতি তাঁদের
কল্পনা জগতে ভিন্ন অন্য কোথা নাই।
যদি শক্তিময় তাঁরা তবে কেন ভবে
জগতের জীবচয় কষ্ট পায় এত ?
মারামারি কাটাকাটি করি ক্ষয় হয়,
সকলি তো তাঁহাদের সন্তান সন্ততি ?
মিথ্যা কথা শক্তিমান্ শক্তিময়ী খ্যাতি ;
আমিই ব্রহ্মাণ্ড মাঝে একা শক্তিমান্,
শক্তিমূলময়ী পাপ সারা বিশ্বমাঝে।
ভজ আমা দোঁহে উভে কল্পনা ত্যজিয়া,
পাইবে আনন্দ নিত্য যাবে দুঃখ জ্বালা,
ঘুরিতে হবে না আর অবিরাম গতি
প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডকরে কিংবা বর্ষা শীতে।

ধর্ম্ম—বড় অহঙ্কার কলি, হইয়াছে তব
সহায় পাইয়া কালে, কিন্তু নীচমতি,
অচিরে পতন তব হইবে নিশ্চয়।
যাঁদের ইচ্ছায় তুমি এত বলবান্,
ভুঞ্জিছ প্রভুত্ব ভবে পাপের সহিত,
তাঁদের নিন্দিছ কিনা কটূক্তি কহিয়ে !
অকৃতজ্ঞ ক্রূরমতি দুর্বৃত্ত অধম !
যাঁদের তোমরা দোঁহে ক্রীড়ার পুতুল,

তাঁদের ত্যজিয়া কিনা কহ ভজিবারে
তোমা দোঁহে কাম-সহচর-সহচরী।
শোন এবে কেন মোরা ভ্রমি ত্রিভুবন—
নহি তোমা দোঁহা সম নির্ম্মম নিষ্ঠুর ;
তোমা দোঁহা অত্যাচারে জগৎনিবাসী
জর্জ্জরিত-কলেবর বিবেক-বিহীন,
ভজিছে অনিত্যে সদা নিত্য মনে ভাবি,
চলিছে নরকপথ সুবিস্তার করি।
এই সে কারণে দুঃখে হইয়া অধীর
ঘুরিতেছি মোরা দোঁহে জীব দ্বারে দ্বারে,
যদি কোনরূপে পারি রক্ষিতে তাদের,
পাপীয়সী পাপ আর তব গ্রাস হ'তে।
শীত গ্রীষ্ম বর্ষা হিম সেবক মোদের,
তারা কি দানিবে কষ্ট কৃতঘ্ন পামর !
ঘুরিতেছি মোরা শুধু নাশিতে অচিরে
দুর্ব্বৃত্ত কলির তেজ, পাপের হুঙ্কার।

কলি—দেখা যাবে ধর্ম্ম ! তব কত আস্ফালন,
কেমনে বিনাশ কলি পাপের প্রতাপ।
কিন্তু হাসি পেল আজি বচন শুনিয়া,
পরদুঃখে দুঃখী হ'লে কত দিন হ'তে ?
অবিদিত নহে মম এ কাল অবধি
পরের হিতৈষী কত ধর্ম্ম ধরা সতী।
যতই নিকৃষ্ট মোরা হই সৃষ্টিমাঝে,
তথাপি দিই না জীবে যন্ত্রণা তেমন,

যেমতি তোমরা উভে প্রদান জগতে।
মোদের সেবিয়া জীব মৃত্যুকালাবধি
দুঃখ জ্বালা কারে বলে পারে না বুঝিতে,
আনন্দে বিহরে নিত্য ভাসে সুখস্রোতে।
কিন্তু তব হিতৈষিতা দেখি লজ্জা হয়—
জরা ব্যাধি আদি যত অনুচরগণে
সর্ব্বদা রেখেছ ছাড়ি জগৎ মাঝারে,
শুষিছে জীবের রক্ত দংশিয়া তা সবে।
কেহ অস্থিসার, কেহ বিকৃত-মস্তক,
কারো বা উদর সার চক্ষুকর্ণহীন,
কাঁদে কত সতী নারী পতিহারা হ'য়ে,
কত শত স্নেহময়ী জননী ধরায়
গুণবান্ পুত্রে হায় অকালে হারায়ে,
সংসারের একমাত্র সম্বল তাদের
নিদারুণ অত্যাচারে তব ধর্ম্মপতি,
এমন হিতৈষী তুমি জগৎ জীবের ;
তোমারো সঙ্গিনী ন্যূন নহে তোমা হ'তে ;
আজি দেখ কোন্ জনে ভজিছে আদরে ;
সুখ উৎস গৃহে তার করিছে স্ফূরণ ;
দুই দিন পরে দেখ ত্যজি সে জনারে
অপর জনার গৃহে করিছে বসতি ;
প্রথমের সুখভরা শান্তির সংসার
দুঃখের আবর্ত্ত মাঝে ডুবায়ে অবাধে।
শুধু বাক্যব্যয়ে আর নাহি প্রয়োজন,

কর্ম্মেতে দেখাও শক্তি যার যত আছে ;
বৃথা আস্ফালনে কিছু ফলিবে না ফল,
প্রতিজ্ঞা আমার এই শোন ধর্ম্মরাজ !
জগতে পাপের স্রোত বহাব উজান,
তব নাম বিশ্ব হ'তে করিয়া বিলোপ
রৌরব নরকভূমি করিব ধরণী ।

ধর্ম্ম —যাহা খুসী কর দোঁহে নাহি করি মানা ;
কিন্তু স্থির যেন কলি, ধর্ম্মভূমি কভু
নাহি হবে পরিণত রৌরব নরকে ;
কিংবা ধর্ম্ম সনাতন নাহি পাবে লোপ,
যাবৎ উদিবে চন্দ্র সূর্য্য নভস্তলে,
যতই ক্ষমতা তব কর হে জাহির ।
তোমারি চক্রান্তে পড়ি কুকর্ম্ম করিয়া
ভুঞ্জিছে জগতবাসী এই দুঃখ জ্বালা ;
অচিরে হেরিবে নভে উদিছে হাসিয়া
সুখের তপন পুনঃ ধরণী উজলি ।
চলিনু গন্তব্যপথে আমরা উভয়ে,
তোমরাও স্বীয় কার্য্যে হও অগ্রসর ।

(সকলের প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

উজ্জয়িনী—রাজপ্রাসাদ

(মহারাজ শিলাদিত্য, ১ম মন্ত্রী বিমলাচার্য্য, ২য় মন্ত্রী সায়নাচার্য্য, বিদূষক, কলি ও পাপ)

শিলাদিত্য—মন্ত্রী, আমাদের বত্রিশ-সিংহাসনের মত সিংহাসন বোধ হয় আর কোন রাজত্বে নাই।

বিমল—বোধ হয় কি মহারাজ! এরূপ সিংহাসন পৃথিবীর কোন স্থানেই নাই, আমি এ বিষয়ে একেবারে নিঃসন্দেহ। ইহা আমাদের মহাগৌরবের সামগ্রী।

সায়ন—নিশ্চয়ই; এই সিংহাসন লাভের প্রয়াস ক'রে স্বর্ণপ্রসূ বিজয় নগর এক্ষণে উজ্জয়িনীর রাজত্বভুক্ত এবং ঐ নগর আমাদের রাজত্বভুক্ত হওয়ায় আমরা জগতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব'লে পরিচিত হয়েছি।

বিমল—তাতে আর সন্দেহ কি আছে। অমন সুজলা সুফলা স্বর্ণপ্রসূ ভূমি জগতে আর কোথায় আছে? ঐ নগর যে রাজত্বভুক্ত হবে, সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হবে। ঐ নগরের প্রজারাও অতি সুবোধ, রাজভক্ত—রাজাদেশ তাদের কাছে বেদবাক্য। অমন শান্তশিষ্ট গোবেচারা প্রজা আমাদের রাজত্বের আর অন্য কোন স্থানে নাই।

সায়ন—হ্যাঁ, প্রধান মন্ত্রী মশায় যা বল্লেন, তা যে একেবারে অসঙ্গত, তা বলা যায় না। লোকগুলো খুব চতুর ও বুদ্ধিমান্ সত্য, কিন্তু বড়ই সুবোধ—মোটেই গণ্ডগোল ভালবাসে না।

বিদূ— আজ্ঞে, সুবোধ না হ'লে, আর গণ্ডগোল ভালবাসলে কি আর আপনারা ঐরূপ কলমবাজী চালাতে পারতেন, না—যখন যা ইচ্ছা, সেই হুকুম জারি করতে পারতেন ? অন্য স্থানে হুকুম জারি করতে গিয়ে তো হাড়ে হাড়ে বুঝে এসেছেন, এখন একটু সংযত হ'য়ে কাজ করুন—একেবারে অনাচার না ক'রে একটু নেকনজর রেখে কাজ করুন—শুক্‌নো ডাঙ্গায়ও পা পিছলোয় – এ কথাটা সর্ব্বদা স্মরণ রাখবেন।

সায়ন—মশায় ! অতটুকু বুদ্ধি ঘটে না থাক্‌লে কি আর এত বড় একটা রাজত্ব চালাতে পারতুম।

বিদূ— আপনাদের বুদ্ধি নেই কোন্ বেয়াদব বলে। তবে কি না— আপনাদেরই বুদ্ধির দৌড়ে অমন নিরীহ প্রজারাও ক্ষেপে উঠেছে, হৈ-চৈ লাগিয়ে দিয়েছে এবং সঙ্ঘবদ্ধ হবার জন্য উঠে প'ড়ে লেগেছে।

শিলা— সত্যি নাকি মন্ত্রী মশায় ! প্রজারা কি যথার্থই উত্তেজিত হয়েছে

বিমল—আজ্ঞে হ্যাঁ মহারাজ ! তবে বিশেষ কিছু নয়।

শিলা— বিশেষ না হ'ক, যতটুকু হয়েছে, তাই বলুন।

বিমল—আজ্ঞে তারা এখন সম্পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন চায়।

শিলা—এতো বড় মুস্কিলের কথা দেখছি ; স্বায়ত্তশাসন দিলে আমাদের সমূহ ক্ষতি।

বিমল—আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন মহারাজ ! আমরা শীঘ্রই বিহিত ব্যবস্থা করে ফেলছি।

বিদূ— যে ব্যবস্থাই করুন মন্ত্রী মশায়, তাদের দিকে একটু লক্ষ্য রেখে করবেন। নূতন শোষণের ব্যবস্থা ক'রে একেবারে আঠার আনায় যেন গণ্ডা পূরাবেন না।

বিমল—তাও কি হয় বিদূষক মহাশয়! দেখবেন, এমনি ব্যবস্থা কর্‌ব যে, সাপও মর্‌বে—লাঠিও ভাঙ্গবে না। প্রজাদের মধ্যে একেবারে দলাদলি বেধে যাবে।

বিদূ-বাঃ বাঃ, এ না হ'লে কি মন্ত্রিত্বের বাহাদুরী! মহারাজ, কেবল মন্ত্রীদের পরামর্শমত কাজ কর্‌বেন না। প্রজার প্রার্থনা অভিযোগের প্রতিও একটু তাকাবেন—মনে রাখবেন, প্রজারঞ্জনই রাজধর্ম্ম।

শিলা—যথার্থই মন্ত্রী মশায়! সখা হিতোপদেশই দিয়েছে—প্রজাদের মুখের দিকে চেয়েই—

(শশব্যস্তে জনৈক দৌবারিকের প্রবেশ)

দৌবারিক—মহারাজ! একটি পুরুষ ও একটি স্ত্রী বলপূর্ব্বক রাজসভায় প্রবেশ করতে চায়। আমরা কিছুতেই তাদের আট্‌কাতে পারছি না।

(ছদ্মবেশী কলি ও পাপের প্রবেশ)

বিমল—কে তোমরা? বলপূর্ব্বক প্রবেশের কারণ কি? এই অবৈধ কার্য্যের সাজা কি, তা তোমরা জান?

কলি—আজ্ঞে আমরা সবই জানি। তবে আমরা যে কাজের জন্য এখানে এসেছি, তা এত গুরুতর যে, আমাদের নিজের ভাল মন্দের বিষয় বিবেচনা করার অবসর পাইনি।

শিলা—কি এমন গুরুতর কাজ?

কলি—মহারাজ, এই সভামধ্যে তো বলতে পারছি না। মন্ত্রী মশায়দের আদেশ করুন, তাঁদের সঙ্গে মন্ত্রণা-গৃহে গিয়ে সমস্ত কথা খুলে বলি।

বিদূ—তোমরা দু'টি কে হে? এ দেশের জন্য হঠাৎ প্রাণটা এত কেঁদে উঠ্‌লো কেন? তোমাদের চেহারা দেখে তো এ দেশের লোক ব'লে মনে হয় না।

কলি—আমরা বিদেশী, কিন্তু মহারাজের শুভাকাঙ্ক্ষী।

বিমল—বিদূষক মশায়কে পরে পরিচয় দেবেন—এখন আমাদের সঙ্গে আসুন।

কলি—আজ্ঞে রাজাদেশ হ'লেই আমরা প্রস্তুত।

শিলা—তোমরা যেতে পার।

কলি—যে আজ্ঞে মহারাজ!

বিদূ—আমি এখানে উপস্থিত থাকৃতে অত শীগ্‌গির যাওয়া হচ্ছে না। তোমরা যে একটা 'কেউ কেটা' নও, তা মহারাজের হুকুম বন্ধ করানতেই বুঝতে পেরেছি; সুতরাং তোমাদের পরিচয়টা না দিলে যাওয়া হচ্ছে না। এটি জেন, আমি বড় যে-সে নাছোড়-বান্দা নই।

কলি—সেই জন্যই তো আমাদের এতটা কষ্ট। তা মন্ত্রী মশায়দের সামনে পরিচয়টা নাই বা দিলুম। ওঁরা এগোন—আমরা পেছু যাচ্ছি।

সায়ন—আপনারা ঠিক চিনে যেতে পারবেন?

কলি—আজ্ঞে, আমাদের অজানা কিছুই নাই।

বিমল—মহারাজ, আমরা এখন আসতে পারি?

শিলা—হাঁ, আসতে পারেন।

(মন্ত্রীদের প্রস্থান)

বিদূ—এইবার বোলে ফেল।

কলি—(পাপের প্রতি) ওগো, এদিকে এস! বিদূষক মশায়কে পরিচয়টা দেওয়া যাক্‌।

বিদূ—বাঃ, তোমাদের ভাবভঙ্গিরও তো বেশ কায়দা দেখছি। (পায়ের দিকে তাকিয়ে) বাঃ বাঃ, তোমাদের পায়ে ও আবার কি? তোমরা বুঝি নাচগানও ক'রে থাক?

কলি—হাঁ, আমরা সবই করি। আমরা না জানি, এমন কাজই নেই।

বিদূ—তবে একটু নেচে গেয়েই পরিচয়টা দিয়ে ফেল না।

পাপ—মজুরি দেবে কে?

বিদূ—মহারাজ।

পাপ—কেন তুমি দেবে না?

বিদূ—আমাকে লোকে দেয়, আমি আবার মজুরি দেব! যাও, আস্তে আস্তে স'রে পড়। পরিচয়েও কাজ নেই, নাচগানেও দরকার নেই।

পাপ—তাও কি হয়, তোমাকে না শুনিয়ে যাই কি ক'রে; তোমাকে মজুরি দিতে হবে না।

বিদূ—তবে লাগিয়ে দাও।

পাপ—শোন।

পাপ ও কলির গীত।

উভয়ে— আমরা মাণিক জোড়।

কলি— আমার নাম আহ্লাদ,

পাপ— আমি আটখানা,

উভয়ে— আমরা দু'য়ে মিলি জগৎখানা রাখিগো বিভোর।

আমাদের গতি সর্ব্ব ঠাঁই,

বাধা কোথাও নাই,

উভয়ে— রাজার প্রাসাদ ধনীর আবাস জল জঙ্গল ঝোড়।
আমরা অতি শক্তিমান্ কেউ ধরে না টান,
সাধু সজ্জন হয় জোচ্চর এমনি মোদের জোর।
আমরা ভয় করি না কারে এই জগৎ মাঝারে,
ডরি শুধু একজনারে কেবল নমি তাঁরি গোড়।

(বেগে প্রস্থান)

শিলা—ও আহ্লাদ, ও আটখানা—ওগো, তোমরা যেও না গো যেও না। আমি তোমাদের দাসানুদাস, আমার দিকে একবার ফিরে চাও।

(বেগে প্রস্থান)

বিদূ—একি প্রহেলিকা! মহারাজ একেবারে দাসানুদাস হ'য়ে পড়লেন! যা হোক্, এখন বেশ বুঝতে পারছি, এ দেশের প্রতি মা অলক্ষ্মীর শুভদৃষ্টি পড়েছে। ভগবৎইচ্ছা পূর্ণ হোক। আমি নগণ্য, ভেবে আর কি কর্‌ব?

(প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য

আর্য্যনেতার অফিস

[রামকিঙ্কর সিং, অযোধ্যা পাঁড়ে (আর্য্য নেতাগণ), কৃষ্ণমূর্ত্তি, সদাশিব (অনার্য্য নেতাগণ)]

রাম—পাঁড়েজী, জাতীয় সঙ্ঘের সমস্ত মতই যে অভ্রান্ত, তা আমি মনে করি না। আমার মতে আইন-সভায় প্রবেশ ক'রে শাসন-পরিষদ্‌কে প্রতিকার্য্যে বাধা দিয়ে ব্যতিব্যস্ত ক'রে তোলা উচিত।

অযোধ্যা—তা বটে, কিন্তু শুধু আর্য্য-নেতাগণ বাধা দিলে তো আর শাসনপরিষদ্ ঠক্‌বে না, অনার্য্য-নেতাদের সাহায্য চাই।

রাম—তা আমি পূর্ব্বে ভেবেই তাঁদের ডেকে পাঠিয়েছি।

অযোধ্যা—তাঁদের সঙ্গে যুক্তি ক'রে কাজ করাই ভাল। উভয় দল একযোগে কাজ কর্‌লে, কাজ ফলবান্ হবার সম্ভাবনা।

(কৃষ্ণমূর্ত্তি ও সদাশিবের প্রবেশ)

রাম—আসুন আসুন, নমস্কার। আপনাদের জন্যই আমরা অপেক্ষা করছি।

কৃষ্ণপ্রভৃতি—নমস্কার।

কৃষ্ণ—আমাদের একটু বিলম্ব হয়েছে, সে জন্য আমরা দুঃখিত।

রাম—না না, বিশেষ দেরী কি হয়েছে, এ জন্য আপনাদের দুঃখিত হ'তে হবে না।

কৃষ্ণ—এক্ষণে কি জন্য আমাদের ডেকেছেন, জান্‌তে পারি কি?

রাম—সে দিন আপনার সঙ্গে যে বিষয়ে আলাপ করছিলুম, সেই বিষয়ে পরামর্শ করবার জন্য ডেকেছি। আমাদের ইচ্ছা যে, আইন-সভায় শাসন-পরিষদ্‌কে আমরা উভয় দল সমবেত বাধা দিয়ে ব্যতিব্যস্ত ক'রব।

কৃষ্ণ—আমাদের এতে বিশেষ অমত নাই। তবে আমাদের উভয় দলের মধ্যে গোড়ায় একটি চুক্তি হওয়া দরকার। কেন না, আমাদের মধ্যে অধিকাংশই অশিক্ষিত এবং সর্ব্ববিষয়েই আপনাদের চেয়ে অনুন্নত।

রাম—কি চুক্তি করতে চান, বলুন।

কৃষ্ণ—চুক্তি সর্ত্ত থাকবে যে, সরকারী চাকরীর তিন ভাগের দু'ভাগ আমাদের দল পাবে। তিনটি মন্ত্রীর দুইটি মন্ত্রী আমাদের দল থেকে হবে। আমাদের পূজা অর্চ্চনা সম্বন্ধে আমরা যে মত প্রকাশ ক'রব, তা আপনাদের শাস্ত্র ও প্রথাবিরুদ্ধ হ'লেও বিনা আপত্তিতে মেনে চলবেন।

অযোধ্যা—এ যে বড় একচোখো সর্ত্ত; সমস্ত আর্য্যেরা কি মান্‌তে রাজী হবেন?

সদা—মান্‌তে রাজী না হন—আমরাই বা কি জন্য আপনাদের সঙ্গে মিশতে যাব?

অযোধ্যা—অপর সকলকে রাজী করা গেলেও যেতে পারে, কিন্তু জাতীয় সঙ্ঘকে কিছুতেই রাজী করা যাবে না।

সদা—জাতীয় সঙ্ঘ কোন কালেই আমাদের ভাল চায় না, আমাদের সাহায্য নিতেও প্রস্তুত নয়। তারা নিজের পায়ের উপর ভর দিয়েই কাজ করবে, এই তাদের প্রতিজ্ঞা।

রাম—এটি আপনি ঠিক কথা বল্লেন না। আপনারা স্বেচ্ছায় সাহায্য করতে গেলে কখনই তারা তা পরিত্যাগ করবে না।

কৃষ্ণ—কথা কাটাকাটিতে কাজ নেই। এখন আপনারা আমাদের সর্ত্ত-গুলি মেনে নিতে রাজী কি না, তাই বলুন।

রাম—সর্ত্তগুলি বড়ই কড়া। একটু নরম করুন, তা হ'লে সবাই মেনে নেবে।

কৃষ্ণ—আপনারা যদি বিবেচনা করে দেখেন, তবে দেখবেন যে, সর্ত্ত মোটেই কড়া নয়। এত দিন পর্য্যন্ত সকল রকম সরকারী কাজই আপনাদের একচেটে—ব্যবসা বাণিজ্য, লেখাপড়া, সব বিষয়েই আপনারা উন্নত। সুতরাং আমাদের ইচ্ছা যে, আপনারা আমাদের আপনাদের তুল্য ক'রে নেন।

রাম—আমাদের তুল্য ক'রে নিতে রাজী আছি, কিন্তু অত কড়া সর্ত্তে রাজী হই কি ক'রে?

কৃষ্ণ—এ সর্ত্ত বেশী দিনের জন্য নয়; যত দিন না আমরা সরকারী চাকরী ইত্যাদিতে আপনাদের সমানসংখ্যক হই, তত দিন এই সর্ত্ত বলবৎ থাক্‌বে। তারপর সংখ্যা হিসাবে চলবে। এতে বোধ হয়, আপনারা অরাজী হবেন না।

রাম—পাঁড়েজি! এ সর্ত্তে বোধ হয় রাজী হওয়া যেতে পারে।

অযোধ্যা—আপনি যখন বল্‌ছেন, তখন রাজী।

রাম—কৃষ্ণমূর্ত্তিজি, আপনাদের সর্ত্তেই আমরা রাজী।

সদা—তা হ'লে চুক্তিপত্র একখানা লেখাপড়া হোক।

কৃষ্ণ—তা তো নিশ্চয়ই।

(রাম সিং কর্ত্তৃক চুক্তিপত্র লেখন এবং উভয় দল কর্ত্তৃক সহি সম্পাদন এবং কৃষ্ণমূর্ত্তি কর্ত্তৃক চুক্তিপত্র গ্রহণ)

কৃষ্ণ—তা হ'লে আমরা এখন আসি—নমস্কার।

সদা—নমস্কার। (দুজনের প্রস্থান)

অযোধ্যা—চুক্তিপত্র তো সহি-সম্পাদন হ'ল—চুক্তি অনুযায়ী কাজ হবে তো ?

রাম—চেষ্টা করা যাবে, নিজেদের কাজ উদ্ধার করা চাই তো ?

অযোধ্যা—তাতো বটেই। এখন যাওয়া যাক্।

(অযোধ্যার প্রস্থান)

(বৃদ্ধ ও বৃদ্ধাবেশে ধর্ম্ম ও ধরিত্রীর প্রবেশ)

রাম—কে তোমরা ? বিনা অনুমতিতে কেন এখানে প্রবেশ করেছ ?

ধরিত্রী—চট্‌ছ কেন বাবা ? আমি আমার ছেলের কাছে এসেছি—এতে আর অনুমতি নিতে যাব কার ?

রাম—(ধর্ম্মের প্রতি) তুমি কি জন্যে ঢুক্‌লে ? তুমি তো ভারি বেয়াদব।

ধর্ম্ম—হ্যাঁ, আজকাল বেয়াদব হ'য়ে পড়েছি—তা না হ'লে মেয়েমানুষের কথায় তোমার নিকট আসব কেন ?

রাম—এখন কি মতলবে এসেছ—বল।

ধর্ম্ম—মতলব কিছুই নাই। তুমি সত্যের পথে চল, ছল চাতুরী ছেড়ে দাও, স্বার্থত্যাগ ক'রে কাজে অগ্রসর হও,—প্রলোভনে মুগ্ধ হয়ো না।

রাম—(ধরিত্রীর প্রতি) এখন তুমি কি বল্‌তে চাও বল।

ধরিত্রী—বাবা, আমার বড় যাতনা, আমি তোদের দুঃখিনী মা, দারুণ আঘাতে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে—এই দেখ, শত ছিদ্র বস্ত্রে লজ্জা নিবারণ করছি। বাবা, আমার লজ্জা নিবারণ কর।

রাম—এত ভূমিকা না ক'রে বললেই হ'ত, আমায় একখানা কাপড় ভিক্ষা দাও।

ধরিত্রী—একখানা কাপড় নিয়ে আমার কি হবে বাবা! আমার কত ছেলেমেয়ে না খেতে পেয়ে মরে যাচ্ছে—অন্যায় অত্যাচারে জর্জ্জরিত হচ্ছে—বস্ত্রাভাবে নির্লজ্জ হয়ে পড়ছে—আমায় এক-খানা কাপড় দিলে তো হবে না বাবা!

রাম—তবে কি করতে হবে? তোমার আণ্ডাবাচ্চা সকলের খোরাক পোষাক যোগাতে হবে?

ধরিত্রী—রাগ করছিস্ কেন বাবা! আমি সকলের খোরাক পোষাক যোগাবার কথা বলতে আসিনি। আমি বল্ছি, তুই তো বাবা এতকাল ধরে কিসে পরের ভাল হয়, সেই চেষ্টা করে এসেছিস—এখন হঠাৎ ছল চাতুরীর আশ্রয় গ্রহণ করছিস কেন? বৃহৎ স্বার্থ বলি দিয়ে ক্ষুদ্র স্বার্থের দিকে অগ্রসর হচ্ছিস কেন?

রাম—ওরে বেটি, তা তুই কি বুঝ্বি, আর তোকেই বা অত পরিচয় দিতে যাব কেন?

ধর্ম্ম—পরিচয় দিবার বিশেষ আবশ্যক নাই। প্রলোভনে পড়ে মন্ত্রিত্ব লাভের আশায় অপরের সঙ্গে অন্যায় সর্ত্তে চুক্তিপত্র করেছ, এর চেয়ে আর অধিক পরিচয় কি দেবে। (ধরিত্রীর প্রতি) যে হতভাগ্য ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্য স্বজাতির সর্ব্বনাশ করতে পারে, সে দেশমাতৃকার কত বড় ভক্ত, তা কি এখনও বুঝতে পার নি দেবি?

রাম—আমার বাড়ীতে দাঁড়িয়ে আমার অপমান। দূর হ এখান থেকে—এখানে তোদের স্থান নেই।

ধর্ম্ম—সে কথা আর মুখে প্রকাশের দরকার কি? সে তো আমি

পূর্ব্বেই জানি; কেবল স্ত্রীলোকের কথা এড়াতে না পেরে তোমার মত কপটীর সম্মুখে এসেছি।

রাম— শীগগির বেরো এখান থেকে—নইলে দরওয়ান দিয়ে গলাধাক্কা দিয়ে বার ক'রে দেব।

ধর্ম্ম— অত কষ্ট করতে হবে না, আমরা নিজেরাই যাচ্ছি।

রাম— এখনও দেরী কর্‌ছিস্—এবার বেইজ্জত হবি।

ধরিত্রী—বেইজ্জতের কি এখনও বাকি আছে যে, নূতন করে বেইজ্জত করবে?

(ধরিত্রী ও ধর্ম্মের প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য

কিষণচাঁদের লাইব্রেরী

(কিষণচাঁদ বর্ম্মা, পাপ, কলি, উদাসীন, হরিহর বর্ম্মা, মতিচাঁদ ঠাকুর)

কিষণ—তাই তো, অনেকগুলো টাকা—১ লক্ষ ব্রিফ্ পড়তে, দৈনিক ফিও দু'হাজার—মকর্দ্দমাটি চ'ল্‌বেও বহুদিন ধরে। এ ছাড়া মাঝে মাঝে কন্‌সাল্‌টেসন্ আছে, তাতেও নিহাত মন্দ পাওনা হবে না। এত টাকার লোভ ছাড়ি কি ক'রে। তবে কিনা একজন স্ত্রীলোকের সর্ব্বনাশ হবে, যথাসর্ব্বস্ব নষ্ট হবে। এটি একটু ভাববার কথা।—আমার তাতে দোষ কি? আমার ব্যবসা আমি ক'র্‌ব, মকর্দ্দমা জিত হ'লে তো আর আমি সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হব না।

(কলি ও পাপের প্রবেশ)

কে আপনারা? এখানে কি মনে ক'রে?

কলি— আমরা মহারাজ হারীতবর্দ্ধনের বন্ধু। আপনি রমা বাঈয়ের বিরুদ্ধে মহারাজের সপক্ষে যে ব্রিফ্ নিয়েছেন, সেই মকর্দ্দমার বিষয় মহাশয়কে ভাল ক'রে বুঝিয়ে দিতে এসেছি।

কিষণ—ওঃ, আমি এতক্ষণ ওই সম্বন্ধেই ভাবছিলুম।

কলি— মহারাজের তো খুব ভাগ্যজোর দেখ্‌ছি—আপনার এক মুহূর্ত্ত সময় নাই, তবুও মহারাজের মকর্দ্দমার বিষয় ভাবছেন? রাজা মহারাজার কপাল কি না!

কিষণ—তা নয় মশায়, আমি ভাবছিলুম, মকর্দ্দমাটা ফিরিয়ে দোব কি না।

কলি— সে কি মশায়! আপনি যে একেবারে আমাকে বিশ হাত জলের নীচে ফেল্লেন।

কিষণ—না, না, আমি এখনও ঠিক সাব্যস্ত ক'রে উঠতে পারিনি।

কলি— যা হ'ক, তবুও প্রাণটা একটু ঠাণ্ডা হ'ল।

কিষণ—তা-- দেখুন, একজন স্ত্রীলোকের সর্ব্বনাশ করা কি উচিত?

কলি— আরে মশায়! সে বিচারে আপনার আমার দরকার কি? আপনি ব্যবহারাজীব টাকা পাবেন, ওকালতি ক'রবেন।

কিষণ—টাকার জন্য একটা অন্যায় কাজ করা কি নীতিসঙ্গত?

কলি— আপনাকে টাকা দিচ্ছে, আপনি মক্কেলের পক্ষ সমর্থন ক'রছেন— এতে অন্যায় কাজ কচ্ছেন কি?

কিষণ—মশায়! মানুষের বিবেক ব'লে তো একটা বস্তু আছে?

কলি— কেন, বিবেক কি আপনাকে বারণ ক'রছে নাকি?

কিষণ—ঠিক তা নয়,—তবে একবার এগুচ্ছি, আর একবার পিছুচ্ছি।

কলি— মশায়! শুধু বিবেক বিবেক ক'র্‌তে গেলে কি সংসার চলে? যাক, আপনার ব্রিফ্ পড়ার ফি ডবল ক'রে দেওয়া যাবে এবং দৈনিক ফিও মোটামুটি বাড়িয়ে দেওয়া যাবে।

কিষণ—আমি কি টাকা বাড়াবার জন্য এ কথা ব'লছি? টাকাই কি জগতে এত বড়?

কলি—ব'লছেন কি মশায়! জগতে টাকা বড় নয়তো বড় কি? মান, সম্ভ্রম, জাত কুল, সুখ শান্তি, সবই টাকায়। আপনি যত বড় পণ্ডিত বা বুদ্ধিমান্ই হ'ন, যদি টাকা না থাকে, কেউই আপনাকে পুছবে না।

কিষণ—তা যা বলেছেন, সংসারটা সেই রকমই দাঁড়িয়েছে বটে। আজকাল কামিনী-কাঞ্চনেরই আদর অধিক।

কলি— সংসারে সুন্দরী রমণী আর টাকা ছাড়া সুখ কোথায়? এ দুটি উপভোগ না ক'রলে সংসারে জন্মগ্রহণ করাই বৃথা। (পাপকে দেখাইয়া) দেখুন, এই স্ত্রীলোকটি আপনার গুণাবলী শুনে মুগ্ধ হ'য়ে, মহারাজের অনুমতি গ্রহণ ক'রে আপনার কাছে থাকতে এসেছে, আপনি যদি দয়া ক'রে একে রাখেন তো কৃতার্থ হয়।

কিষণ—(পাপকে দেখিয়া) এমন অনিন্দ্য সুন্দরীকে মহারাজ নিজের কাছে না রেখে আমার নিকট পাঠিয়েছেন? আপনাদের দেশে বোধ হয়, এর চেয়েও অধিক সুন্দরী আছে?

কলি— আজ্ঞে না। এর জোড়া জগতে নাই; এ সুন্দরী অতুলনীয়া।

কিষণ—তাইতো, ক্রমে ক্রমে আপনি আমাকে বড়ই গোলমালে ফেলছেন দেখছি—আমাকে ক্রমশঃই ভাবিয়ে তুল্লেন।

(নেপথ্যে প্রবৃত্তি কর্ত্তৃক গীত)

প্রবৃত্তি— গীত

ওগো ভাবিয়া কি হবে,
কামিনী-কাঞ্চন বিনা অন্য ধন
আর কি আছেগো ভবে;
ভজ নিতি নিতি করিয়া পিরীতি
পরিণামে পার পাবে;
(ওগো) এ দুটি ভজন এ দুটি সাধন
করগো জপের মালা,
সুফল ফলিবে আয়াস মিটিবে
মিলিবে চিকনকালা;

বিলম্ব না কর ভজগো সত্বর
নতুবা বাড়িবে জ্বালা,
এই দুটি ধন দুর্লভ রতন
দোষ কেহ নাহি লবে।

কিষণ—একি? কে গায় এই মধুর সঙ্গীত? গীতচ্ছলে আমাকে যেন কামিনী-কাঞ্চন-ভজনের উপদেশ দিচ্ছে।

কলি—মশায়! আপনি টাকার নিন্দা ক'রছিলেন না—আমার অনুমান হয় যে, সেই ভ্রম অপনোদনের জন্য আপনার ইষ্টদেবতা সঙ্গীতচ্ছলে এই উপদেশ দিলেন।

পাপ—নিশ্চয়ই, এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। এক্ষণে আপনি স্বচ্ছন্দে কামিনী-কাঞ্চন, উভয়ই ভোগ ক'রতে পারেন।

কিষণ—তা হ'লে কি আমি যথার্থই কামিনী-কাঞ্চনে প্রলুব্ধ হব'? আমার মাতৃ আজ্ঞা—"বাবা! কামিনী-কাঞ্চনে কখন' ভুল না" এ উপদেশ একেবারে বিস্মৃতি-সাগরে ডুবিয়ে দোব?—এখন করি কি? হায়! এই দারুণ সঙ্কটে আমাকে উপদেশ দেয়, এমন কি কেউ কোথায় নাই?

(নেপথ্যে নিবৃত্তি কর্ত্তৃক গীত)

নিবৃত্তি— গীত।

ওরে সঙ্কটবারণ ভজ নারায়ণ অকূলে দিবেন তরী,
বিষাদ-সাগর তরিবি অক্লেশে হালী হবে নিজে হরি,
কুহকিনী-ভাষে হ'ও না মুগ্ধ, ও নহে সামান্যা নারী,
ও যে পাপ সহচরী কলির কিঙ্করী প্রলোভনরূপধারী;

কাঁদিছে বসুধা কাঁদে ধর্ম্মপতি তোদের দুর্দ্দশা হেরি,
মোহের স্বপনে আছিস্ ভুলিয়ে স্বার্থ-সুখে সদা ভরি ;
খুঁজে দেখ্ তোরা কেন আত্মহারা অনিত্যে বাসনা করি,
মায়ের ক্রন্দন ঘুচা রে এখন মাতৃপদ সদা স্মরি।

কিষণ—এ গান কি সত্য ?

কলি—আরে মশায় ! তাও কি কখন হয়।

কিষণ—যা হ'ক মশায় ! আমি বড়ই চিন্তায় প'ড়লুম, আজ আপনারা যান, আমায় একটু ভাববার অবসর দিন।

কলি—আচ্ছা, আজ যাচ্ছি ; কিন্তু শীঘ্রই আসব'।

(কলি ও পাপের প্রস্থান)

কিষণ—এ যে মহা ভাবনায় প'ড়লুম, এখন করি কি ?—সংসারে বাস ক'রে সুন্দরী রমণী আর রাশি রাশি টাকার লোভ কেমন ক'রে সংবরণ করি !—আবার ওদিকে মাতৃআজ্ঞা "কামিনী-কাঞ্চনে মুগ্ধ হ'ও না—পরের দুঃখু কষ্টের দিকে চেয়ে দেখ"। এখন কোন্ দিকে যাই, দারুণ সমস্যা।

(উদাসীনের প্রবেশ)

উদাসীন— গীত।

কোল পেতে মা ব'সে আছে ছুটে রে ভাই আয়না,
মায়ের কোলে জায়গা পেলে ভাবনা কিছু রবে না ;
মা কাঁদে রে তোদের তরে তোরা কেন কাঁদিস্ না,
টাকা কড়ি সুন্দরী স্ত্রী ক'দিন রবে বল্ না।

মায়ের ছেলে ম'রছে কত অনশনে অবিরত
তাদের দুঃখে তোর চোখে কি দুঃখের ধারা বয় না,
তুই খাচ্ছিস্ দুধে ভাতে কেউ ম'রছে রে খিদের চোটে
ধন দৌলত তোর ঢের তো আছে কচ্ছিস্ কি তায় দেখ্ না।
এক মায়ের তো সবাই ছেলে সতীন-পুত্র কেউ না,
তবে কেন ভিন্ন থাকিস্ একবার মিলে যা না।

কিষণ—উদাসীন! তুমি তো প্রায়ই এই পথ দিয়ে যাও; কই, একদিনও তো আমার এখানে এস না। আজ হঠাৎ এলে কেন? তুমি কি কিছু চাও?

উদাসীন—আমি কি ইচ্ছা ক'রে এসেছি? আমায় একজন পুরুষ ও একজন স্ত্রীলোক জোর ক'রে পাঠিয়ে দিলে—তাই এসেছি। টাকা কড়ি আমি কি করব? তুই কিছু দিবি? তা দে—আমি আমার ভাই বোনদের দেব' এখন—তাদের দরকার আছে।

কিষণ—তুমি বড় সুন্দর গাও—তোমার গানটাও ভারি সুন্দর।

উদা—ও গান আমার হবে কেন? যে দুজনের কথা বল্লুম না—তারাই আমাকে শিখিয়ে দিয়েছে।

কিষণ—আমায় আর একটা গান শোনাবে?

উদা—তোর যখন এ রকম গান শুন্‌তে ভাল লাগ্‌বে, তখন একটা কেন, যতগুলো বল্‌বি, ততগুলো শোনাব।

(হরিহর ও মতিচাঁদের প্রবেশ)

কিষণ—কে আপনারা?

হরি—আমাদের বিশেষ কোন পরিচয় নেই—তবে বহু দূর থেকে আপনার সাহায্যলাভের আশায় এসেছি।

কিষণ—আমার সাহায্য? আমি কি সাহায্য করার উপযুক্ত?

হরি—আপনার যে রকম সুনাম শুনেছি, তাতে আপনার মত উপযুক্ত লোক দ্বিতীয় কেউ নেই। যদিও আপনি ব্যবহারাজীব তবুও রাশি রাশি টাকা পেলেও শুনেছি অন্যায় বা মিথ্যা মকর্দ্দমার পক্ষ গ্রহণ করেন না। নিঃস্ব লোক আপনার শরণাপন্ন হ'লে, বিনা ফিতে তার পক্ষ সমর্থন করেন। কাঙ্গাল গরীব কেউই আপনার কাছ থেকে রিক্তহস্তে ফিরে না। সুতরাং আপনিই যে উপযুক্ত, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

কিষণ—আপনারা অনেকটা অতিরঞ্জিত শোনেন। যাক্ এখন বলুন, আমি আপনাদের কি সাহায্য করব, আর আপনাদের আবশ্যকই বা কি?

হরি—আপনি আমাদের পরিচালনের ভার গ্রহণ করুন।

কিষণ—আমি আপনাদের কথার ভাব ঠিক বুঝতে পারলুম না—একটু স্পষ্ট ক'রে বুঝিয়ে বলুন।

হরি—দেশমাতৃকার দুরবস্থার কথা তো আর আপনার অগোচর নাই। আমরা মায়ের দুর্দ্দশার কিঞ্চিৎ লাঘব করবার উদ্দেশে একটি "জাতীয় সঙ্ঘ" স্থাপিত করেছি—তারই পরিচালনের ভার আপনাকে গ্রহণ করতে অনুরোধ করছি।

কিষণ—কেন, আপনাদের রামকিঙ্কর সিং, অযোধ্যা পাঁড়ে, শ্যামনন্দন চোবে প্রভৃতি বড় বড় নেতা আছেন। তাঁদের ছেড়ে এত দূর এসে আমাকে অনুরোধ করছেন কেন? তাঁরা তো আমার চেয়ে বহুপ্রকারে উপযুক্ত।

হরি—তা হ'তে পারে। তবে তাঁরা এখন আর্য্য-অনার্য্য-চুক্তি নিয়ে ব্যতিব্যস্ত। এ দিকে মনোযোগ দেবার অবসর নেই।

কিষণ—তাঁরা বহুকাল ধ'রে দেশমাতৃকার পূজা ক'রে আস্‌ছেন—এ কাজের তাঁরাই উপযুক্ত নেতা। আপনাদের উদ্দেশ্য তাঁদের ভাল ক'রে বুঝিয়ে বলুন—তা হ'লেই তাঁরা ভার গ্রহণ কর্‌বেন।

হরি - সে বিষয়ে কিছু ত্রুটি করি নি। এ কাজে যোগ দেবার তাঁদের অবসর নেই।

কিষণ—কি বল্‌ছেন? এও কি সম্ভব?

হরি—সম্ভব না হ'লে এত পরিশ্রম ক'রে এত দূরে আপনার কাছে আসব কেন?

কিষণ—তাই তো, আজ আমার চারিদিক্ থেকেই ধাঁধাঁ লাগছে; বড়ই মুস্কিলে পড়লুম দেখ্‌ছি।

হরি—তা হ'লে কি মহাশয়, আমাদের সাহায্য করবেন না? এতকাল ধরে আপনার যে প্রশংসা শুনে এলুম, তা কি সম্পূর্ণ মিথ্যা? দেশের বুকে রক্তস্রোত ছুটছে—অমানুষিক অত্যাচারে জর্জ্জরিত-কলেবর, শ্যামল শস্যপরিপূর্ণা বসুন্ধরা এক্ষণে মরুভূমিতে পর্য্যবসিতা, বুভুক্ষা করাল বদন বিস্তার ক'রে দণ্ডায়মানা, জরা ব্যাধি লোলরসনা বিকাশ করে অগ্রসর হচ্ছে—অপর দিকে বিলাসের ঢেউ তীর-বেগে ছুটে চলেছে; ধনী নির্ধন সবাই তাতে হাবুডুবু খাচ্ছে—ধর্ম্ম কোথায় পালিয়ে গেছে—সারা সংসারে তার আর সাড়া শব্দ নেই। মশায়, দেশের এই অবস্থা, এই দুর্দ্দশা, আপনি কি জননী জন্মভূমির সাহায্যে অগ্রসর হবেন না? আমরা কি আপনার সাহায্য হ'তে বঞ্চিত হব?

কিষণ—কখনই বঞ্চিত হবেন না। মহাশয় আমায় মাপ করুন—এতক্ষণ আমি অন্ধ ছিলুম। এই উদাসীন আর এক দেবসঙ্গীত, আমাকে সঙ্গীতচ্ছলে মাতৃভূমিসেবার উপদেশ দিয়েছে, তা এতক্ষণ আমি বুঝতে পারিনি—এক্ষণে আপনাদের সঙ্গে আলাপে তার ভাবার্থ সম্যক্ উপলব্ধি হয়েছে। আমি আপনাদের সাহায্য করব। আরও বলছি, যদি আপনারাও এই কাজ থেকে পশ্চাৎপদ হন, তথাপি আজীবন আমি এই কাজে ব্রতী থাকৃব। আমি আজ থেকে ব্যবহারাজীবের ব্যবসা ত্যাগ করলুম এবং আজই মহারাজ হারীতবর্দ্ধনের এক লক্ষ টাকা ও ব্রিফ ফিরিয়ে দেব।

হরি—আজ আমরা কি পর্য্যন্ত যে আনন্দিত হলুম, তা আর মুখে কি জানাব? ভগবান্ আপনার মঙ্গল করুন।

কিষণ—এখন আপনারা অনুগ্রহ ক'রে আমার এখানেই হাত মুখ ধুয়ে আহারাদি ক'রে একটু বিশ্রাম করুন।

মতিচাঁদ—আপনার বাক্যেই আমাদের শ্রম দূর হয়েছে, অন্য কিছুতে আবশ্যক নাই।

কিষণ—আমাদের বাড়ী থেকে অতিথি আগন্তুক কখন ফিরে যায় না, আজ এখানে আপনাদের আতিথ্য গ্রহণ ক'রতেই হবে। এখন আমার সঙ্গে আসুন।

মতি—যখন একান্তই ছাড়বেন না, তখন চলুন।

উদাসীন—(কিষণের প্রতি) তুই আমাকে কিছু দিবি বলেছিলি যে।

কিষণ—নিশ্চয়ই দোব। তুমিওতো আমাকে গান শোনাতে চেয়েছিলে।

উদাসীন—তা শোনাচ্চি। কিন্তু যা দিবি, দিয়ে ফেল, আমি গান শুনিয়েই চলে যাব, আমার ভাই বোনেরা সব কষ্ট পাচ্চে।

কিষণ—(বাক্স হইতে থলে লইয়া) এই লও (৫০০৲ প্রদান) এইবার গাও।

উদাসীন - হ্যাঁ, গাচ্ছি।

গীত।

জননী এই কি তুমি রত্নগর্ভা সেই জননী,
যার শ্যামল বুকে সৃষ্টি থেকে ফ'লত ফসল সোনার খনি ;
কোথা সে মোহন শোভা প্রকৃতির মনোলোভা,
কোথা বন-উপবন কুঞ্জ কানন,
কোথা সে বেদের ধ্বনি মাথার মণি মুনি ঋষি যোগিনী ;
কোথা ধর্ম্ম প্রেমানন্দ কোথা বা সে ভক্তবৃন্দ
নিঃস্বার্থ পুরুষ কোথা নারী-শিরোমণি ;
কোথা তোমার পুত্রবৃন্দ সত্যব্রত সত্যসন্ধ
তপোবন ঋষি আশ্রম পুণ্যতোয়া তটিনী ;
দেখাইয়ে দাও আমারে মাগো তোমার সেই আকারে
অন্নপূর্ণা স্বর্ণকান্তি স্তন্যদায়িনী,
সেবি মোরা জীবন ভ'রে সেই রাঙা চরণ দুখানি।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

অভ্রান্ত মিশ্রের গৃহ—অলিন্দ

[অভ্রান্ত মিশ্র, প্রশান্ত পণ্ডিত ও বিদ্যাদিগ্‌গজ উপাধ্যায়]

অভ্রান্ত—দেখ পণ্ডিত ! ওই সেকেলে প্রথা আর এখন কোন রকমেই চ'লতে পারে না ; এই বিংশ শতাব্দীটা উন্নতির যুগ, এখন আর হাত পা গুটিয়ে ব'সে থাকা উচিত নয়।

প্রশান্ত—সেত নিশ্চয়ই। এখন সংস্কারের স্রোত বয়ে চলেচে, হাত পা গুটিয়ে থাকলে চ'লবে কেন।

অভ্রান্ত—এখন যে কোন উপায়ে উন্নতি ক'রতেই হবে। আমিতো প্রথমে সমাজটাই ধরব মনে করিচি এবং সেই অনুসারে কিছু কিছু আরম্ভ না করিচি তা নয়। ওই সেকেলে প্রথা অর্থাৎ শ্মশ্রুগুম্ফধারী বুড় বুড় মুনিঋষির বাক্য এই উন্নত যুগে আর কোন ক্রমেই চ'লতে পারে না বা চলা উচিত নয়।

প্রশান্ত—আমি আপনার মতের সম্পূর্ণ সমর্থন করি। সমাজ-সংস্কারই প্রথম আবশ্যক। দেখুন দেখি কি অন্যায় ! আমরা যেখানে ইচ্ছা যেতে পারব' বেড়াতে পারব' যা খুসী তাই ক'রতে পারব' আর মেয়েছেলেরা ঘরের কোনে ঘোমটা দিয়ে ব'সে পচে গলে ম'রবে —এ অত্যাচার স্ত্রী-জাতির প্রতি নিতান্ত অবৈধ। তারা পুরুষের চেয়ে কোন্ বিষয়ে অপটু ? বুদ্ধিতে বল' বিদ্যেয় বল' কার্য্য পরিচালনায় বল' যে কোন বিষয়েই বল' তারা কম কিসে ? সুতরাং তাদের পুরুষের সমান অধিকার পাওয়া উচিত।

অভ্রান্ত—আমিওতো তাই বলি।

বিদ্যা—নাহে পণ্ডিত! শুধু তা নয় বরং তারা তোমাদের চেয়ে এককাটি সরেস।

প্রশান্ত—বিদ্যেদিগ্‌গজের সব তাতেই ফষ্টি নাষ্টি; এটা কাজের কথা হ'চ্ছে এখন একটু থেমে যাও।

বিদ্যা—আমি কথা বল্লেই ফষ্টি নাষ্টি! বেশ, তোমরাই ব'লে যাও আমি এই মুখে কাপড় আর কানে তুল গুঁজে দিচ্চি (তদ্রূপকরণ

অভ্রান্ত—আরে চট' কেন? (কাণ মুখ হইতে তুলা ও কাপড় বহিষ্করণ) তুমি যা ব'লতে যাচ্চিলে বল।

বিদ্যা—আবারতো ঐরকম কথা শোনাবে?

প্রশান্ত—না আর কিছু ব'লব না তুমি বল।

বিদ্যা—ব'লছিলুম মেয়েরা তোমাদের চেয়ে কম হ'তে যাবে কেন, বরং এককাটি বেশী। এই দেখনা:—তোমরা না হয় সব কাজই ক'রতে পার কিন্তু তাই ব'লে কি তাদের মত সন্তান প্রসব ক'রতে পার? এই একটাতেই তো তাদের কাছে হেরে যাচ্ছ; এ ছাড়া আরও অনেক আছে—সুতরাং সমান কেন, তাদের অধিকার তোমাদের চেয়ে ঢের বেশী হওয়া উচিত।

প্রশান্ত—কথাটা যা বলেচ তা যে অঠিক তা নয় কিন্তু তবুও তার মধ্যে একটু রসিকতা না দিয়ে ছাড়নি। আমি কি আর সাধ করে বলি!

বিদ্যা—আমি কথা বল্লেই যদি তার মধ্যে রসিকতা থাকে তা আর কি ক'রব বল।

অভ্রান্ত—এখন কাজের কথা হ'ক। তা দেখ পণ্ডিত! সমাজ-সংস্কার আমার নিজের বাড়ী থেকেই আরম্ভ ক'রে দিয়েচি।

বিদ্যা—নিশ্চয়ই, তাতো বটেই। চ্যারিটী বিগিন্‌স্ য়্যাট্ হোম। নিজের বাড়ী সংস্কার না হ'লে অন্যে শুনবে কেন? এইতো বুদ্ধিমানের কাজ।

প্রশান্ত—কতটা ক'রে উঠেছেন?

অভ্রান্ত—বেশী নয়; মেয়েদের সেই যে কলা বউয়ের মত ঘোমটা দেওয়া সেটা ছাড়িয়েছি, এখন অনায়াসে মাঠে হাওয়া খেতে যায়, সভা সমিতিতে যোগ দেয়, এক টেবিলে ব'সে পুরুষদের সঙ্গে খায়, আর বন্ধুবান্ধবদের দেখে লজ্জা করে না।

বিদ্যা—তুমি বেশী নয় ব'লচ কি, যথেষ্ট উন্নতি করিয়েছ—আর এত অল্পদিনের মধ্যে যে এতটা পেরে উঠেচ, এতে তোমার খুব বাহাদুরী আছে; তুমি যে সমাজ-সংস্কার ক'রতে সক্ষম সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই।

অভ্রান্ত—আরে ভাই! এই টুকু করতে কি আর আমায় যে সে বেগ পেতে হয়েছে! মিসেস্ মিশ্র কি আর কিছুতেই বাগে আসে? শেষকালে আমাকে চাবুক ধর্‌তে হয়েছিল। চাবুকের চোটে ঘোমটা খুলিয়েছি, আর পাঁচ জনের সামনে বার ক'রতে সক্ষম হয়েছি।

বিদ্যা—তোমার নামে দেখচি শীঘ্রই জয়ডঙ্কা বেজে উঠবে; তুমি একটা কেষ্ট-বিষ্টু না হ'য়ে আর যাওনা; যাই হও ভাই, এই অভাগার প্রতি একটু নেক নজর রেখ'।

অভ্রান্ত—তোমার ঐ ব্যঙ্গ ছেড়ে দিয়ে সত্যি করে বল দেখি, এ কাজটা কি আমি অন্যায় করেছি কিংবা ভুল করেছি?

বিদ্যা—নিশ্চয়ই না; তোমার দ্বারা অন্যায় বা ভুল কখনই হতে পারে না; তুমি নামেও অভ্রান্ত কাজেও অভ্রান্ত। মেয়েদের পরদা

খুলে ঘরের বার ক'রে সমান অধিকার না দিলে কোন রকমেই দেশের মঙ্গল হ'তে পারে না! অতবড় একটা কবি এ সম্বন্ধে যা বলে গেছে তাতো জান :—

'না জাগিলে সব ভারত ললনা
এ ভারত আর জাগেনা জাগেনা।"

(কিষণচাঁদ বর্ম্মা ও হরিহর বর্ম্মার প্রবেশ)

অভ্রান্ত—হরিহর বাবু যে! আসুন, আসুন, আজ আমার বড় সৌভাগ্য।

হরি—সেটা আপনার নয় আমাদের।

অভ্রান্ত—আপনার সঙ্গীটির পরিচয় জানতে পারি কি?

হরি—নিশ্চয়ই পারেন; আপনি কি রামপুরের বিখ্যাত ব্যবহারাজীব কিষণচাঁদ বর্ম্মার নাম শুনেচেন?

অভ্রান্ত—কিষ্‌ণচাঁদ বর্ম্মার নাম আর এদেশে কে না শুনেচে।

হরি—ইনিই সেই কিষণচাঁদ বর্ম্মা।

প্রশান্ত—ইনিই তিনি! এঁর পোষাক পরিচ্ছদের যে রকম পরিপাটীর কথা শুনিচি কই তারতো কিছুই দেখচি না।

হরি—না; উনি দেশের জন্য সে সব ত্যাগ ক'রেছেন, এমন কি অতবড় ব্যবহারাজীবের ব্যবসাও ত্যাগ ক'রেছেন।

অভ্রান্ত—এ্যাঃ ব'লচেন কি মশায়! দৈনিক ২।৩ হাজার টাকা রোজগার পরিত্যাগ!

হরি—আজ্ঞে হাঁ, তাতে ওঁর কোন দুঃখু কষ্ট নেই।

অভ্রান্ত—আশ্চর্য্যের বিষয় বটে।

(মিসেস্ মিশ্রের প্রবেশ)

মিসেস্ মিশ্র—হ্যালো মিশ্র ! গুড্ মর্ণিং প্রশান্ত বাবু।

প্রশান্ত—গুড্ মর্ণিং মিসেস্ মিশ্র।

বিদ্যা—আমিই বুঝি তাহ'লে ব্যাড্ মর্ণিং হ'য়ে গেলুম ?

মিসেস্ মিশ্র—কেও দিগ্গজ ? আরে ভাই ! আমি তোমাকে দেখতে পাইনি। প্লীজ এক্সকিউজ্ মি ; আশা করি তুমি ভাল আছ ?

বিদ্যা—হাঁ, তা না হ'লে সশরীরে কেমন ক'রে এখানে হাজির হলুম ? তুমি এই দুজন ভদ্রলোককে তো চেন না ? এদের তোমাকে ইন্‌ট্রোডিউস্ ক'রে দিই।

মিসেস্ মিশ্র—সার্‌টেন্‌লি।

বিদ্যা—(হরিহরকে দেখাইয়া) ইনি বাবু হরিহর বর্ম্মা, (কিষণকে দেখাইয়া) ইনি রামপুরের বিখ্যাত ব্যবহারাজীব বাবু কিষণচাঁদ বর্ম্মা।

মিসেস্ মিশ্র—বিশেষ আপ্যায়িত হলুম। নাউ মিশ্র ! শোন ; আমি এইমাত্র সপিং ক'রে ফিরে আসচি—ভ্যানিটি কোম্পানীর দোকান থেকে কয়েক ডজন শেমিজ বডিস্ স্থ রুমাল সেণ্ট্ ব্লুম পাউডার প্রভৃতি কিনে এনিচি, তাদের বিল হয়েছে দু'হাজার টাকা, তাদের লোক এখনই বিল নিয়ে আসবে, আসবামাত্রই চেক দিয়ে দেবে।

অভ্রান্ত—এ্যাঃ এই দুই হাজার টাকার কতকগুলো ছাই ভস্ম কিনে এনেচ ?

মিসেস্ মিশ্র—ছাই ভস্মই কিনি আর যাই কিনি তাতে তোমার দরকার নেই, যা বল্লুম তাই ক'রবে। আর একটা কথা শোন, আমি আসচে শনিবারে একটা পার্টি দোব ঠিক করিচি, তুমি আজই ইন্‌ভিটেসন্ কার্ড প্রিণ্ট ক'রতে দাও, আর এপোলো হোটেলে অর্‌ডার্ পাঠাও যেন তারা ঐ দিন দুশো লোকের উপযুক্ত ফার্ষ্ট ক্ল্যাস খানা পাঠায়।

বিভা—খানা পরিবেশন ক'রবে কারা?

মিসেস্ মিশ্র—অফ্ কোর্‌স দি হোটেল মাষ্ট্ সেণ্ড্ এ্যাট্ লিষ্ট্ টোয়েনটি বয়েজ্ টু সার্ভ।

বিভা—মিশ্র! এটা নোট ক'রে নাও।

মিসেস্ মিশ্র—আমি বড় টায়ার্ড হ'য়ে পড়িচি, আপনারা যদি কিছু মনে না করেন তা হ'লে ভিতরে যেয়ে একটু বিশ্রাম করি।

হরি—আপনি অনায়াসেই যেতে পারেন।

মিসেস্ মিশ্র—মিশ্র! বিলটী আসা মাত্রই পেমেণ্ট ক'রবে, তা না হ'লে আমি ভারি লজ্জিত হব' বুঝলে তো? [প্রস্থান।

অভ্রান্ত মিশ্র—তাইতো একেবারে দুই দুই হাজার টাকার কতকগুলো ছাই ভস্ম কিনে নিয়ে এল! আবার আগামী শনিবারে দুশো লোকের পার্টি অর্থাৎ আরও হাজার টাকার ধাক্কা! আমার একেবারে সর্ব্বনাশ ক'রলে দেখচি! মাগী শীগগির শীগ্‌গির ম'রলে আমার হাড় জুড়'তো।

বিভা—খবরদার! আমার সামনে এত বড় কথা! এতে মিসেস্ মিশ্রের দোষ কি? যেমন বীজ পুতেচ তেমনি গাছ হয়েছে, এখন আর আপশোষ ক'রলে কি হবে? আর শাস্ত্রকারেরা

বলে গেছেন "বিষ-বৃক্ষোঽপি সম্বর্দ্ধ্য স্বয়ং ছেত্তুমসাম্প্রতম্", সুতরাং এখন ম'রতে বল কেন ?

অভ্রান্ত—সাধ ক'রে কি বলি—দিন দিন যে ব্যবসার অবস্থা শোচনীয় হয়ে আসচে, এত খরচ চালাব কেমন করে ?

(জনৈক বেহারার প্রবেশ)

বেহারা—কর্ত্তাবাবু! আজ রাঁধুনী ঠাকুরের অসুখ করেচে তাই কর্ত্তামা আপনাকে ব'লতে বল্লেন বাড়ীর সকলের খাবার হোটেল থেকে আনবার জন্যে।

হরি—রাঁধুনীর একদিন অসুখ ক'রেচে আর অমনি হোটেল থেকে খাবার বন্দোবস্ত! কেন গিন্নী ঠাকরুণ কি একদিনও দুটী ভাতে ভাত রেঁধে দিতে পারেন না ?

বিদ্যা—আরে মশায়! আপনি কি বিংশ শতাব্দীর লোক নন্ যে এই কথা জিজ্ঞাসা ক'রচেন ? এখন কি আর সে কাল আছে ? মশায়ের বাড়ীতে কি মেম সাহেবে মেয়েছেলেদের সেক্সপিয়ার মিল্‌টন্ শিখায় না, আদব কায়দা অভ্যাস করায় না ?

হরি—আজ্ঞে না, এখনও অতটা উন্নতি ক'র্ত্তে পারিনি।

বিদ্যা—তবে আর আপনি বুঝবেন কি করে ? মশায়! এইতো মিসেস্ মিশ্রকে দেখলেন, ইনিই গিন্নী ঠাকরুণ। এঁর দ্বারা কি রান্না করা সম্ভব ? ইনি যতক্ষণ এই কাজে সময় নষ্ট ক'রবেন ততক্ষণ পাঁচখানা লেটেষ্ট এডিসন্ নভেল প'ড়লে, দুখানা সাময়িক সংবাদ পত্র প'ড়লে, সমাজের অনেক উন্নতি ক'রতে পারবেন, সুতরাং এ বাজে কাজে সময় তিনি নষ্ট ক'রবেন কেন ?

হরি—এ উন্নত শিক্ষা কি মিশ্র মশায় নিজেই দিয়েছেন ?

বিদ্যা—আজ্ঞে দিইয়েছেন ; উনি একজন সমাজ-সংস্কারক নেতা কি না তাই নিজের বাড়ী থেকে সংস্কার আরম্ভ ক'রেছেন।

অভ্রান্ত—মশায় ! বলুনতো সেকেলে অসভ্য ঋষিগুলো যে মত চালিয়ে গ্যাছে আজকালকার এই উন্নতযুগে তা কি কখন চালান উচিত ? মেয়েদের কি স্বাধীনতা দেওয়া উচিত নয় ? তারা পুরুষের চেয়ে হীন কিসে ? তারা কি পুরুষের সমান অধিকার পেতে পারে না ?

বিদ্যা—নিশ্চয়ই পারে ; এ কথাতো তোমাকে আমি পূর্ব্বেই বলিচি, আবার ভদ্রলোকদের জিজ্ঞাসা ক'রচ কেন ? ওই সেকেলে মান্ধাতার আমলের অসভ্য বর্ব্বর আহাম্মক ঋষিগুলোর মত এখন কোন ক্রমেই চ'লতে পারে না ; এখন উন্নততম পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মত বিনা বাক্যে বেদবাক্য ব'লে মেনে চলা সম্পূর্ণ উচিত।

অভ্রান্ত—মশায় ! আপনাদের এ সম্বন্ধে কি মত বলুন না ?

কিষণ—মশায় ! আপনারাতো মতামত ঠিক ক'রে নিয়েচেন, আমাদের আর মিছে ওর মধ্যে টান্‌তে চান কেন ? আমরা ওসব কথার মধ্যে এখন থাকতে চাইনা ; আমরা আপনার কাছে কিছু সাহায্যের জন্য এসেছি।

অভ্রান্ত—আমার কাছে সাহায্য ! কি সাহায্য বলে ফেলুন।

কিষণ—আমরা জাতীয় সঙ্ঘে আপনার নিকট কিছু সাহায্য চাই ; আপনি বোধ হয় সংবাদ পত্রে অবগত হয়েছেন যে অচল গ্রামে ভীষণ দুর্ভিক্ষ হয়েচে—হাজার হাজার লোক না খেয়ে মারা যাচ্ছে ; আর বিষ্ণুগ্রামে জল প্লাবনে একখানি ঘর বাড়ীও নাই,

সেখানকার লোকে গাছের তলায় অতি কষ্টে দিনপাত ক'রচে; জাতীয় ভাণ্ডার এই কয়েক মাস ধরে ঐ দুর্দ্দশাগ্রস্ত লোকেদের সাহায্য ক'রে প্রায় শূন্য হ'য়ে প'ড়েছে—তাই যদি দয়া ক'রে আপনি সেই ভাণ্ডারে কিছু সাহায্য করেন সেইজন্য এসেছি।

অভ্রান্ত—যাদের প্রতি ভগবান বিরূপ তাদের সাহায্য ক'রে আপনারা কি ক'রতে পারেন, বরং এ সাহায্য করা অন্যায়।

কিষণ—তা হতে পারে। কিন্তু মশায়! চোখের উপরে এতলোক না খেয়ে ম'রবে, আর আমরা চব্যচোষ্য আকণ্ঠপুরে খাব, সুরম্য অট্টালিকায় বিদ্যুতের আলো পাখার নীচে বাস ক'রব, এ পেরে উঠি না, তাই যতটুকু ক্ষমতায় কুলোয় চেষ্টা করি।

অভ্রান্ত—আপনাদের এত মাথা ব্যথা কেন? সরকার বাহাদুর কি সাহায্য ক'রচেন না?

কিষণ—ক'রচেন বৈকি, তবে তা যথেষ্ট নয় তাই আমরা জাতীয় সভা সৃষ্টি ক'রে হৈ চৈ ক'রচি।

অভ্রান্ত—জাতীয় সভা ক'রেচেন, তা বেশ ভালই ক'রেচেন; তা দেখুন, মেয়েদের উন্নতির বিষয়টাও আপনাদের তালিকাভুক্ত ক'রে নেবেন।

প্রশান্ত—হ্যা মশায়! মেয়েদের উন্নতি হওয়া বিশেষ আবশ্যক।

বিদ্যা—মেয়েদের উন্নতির বিষয় আপনাদের তালিকাভুক্ত না হ'লে কিছুতেই আপনাদের উন্নতি হ'তে পারে না—মেয়েদের খুব ক'রে উন্নতি ক'রে দিন—দিন রাত ধরে তারা পাশ্চাত্য ভাবের অনুকরণ করুক—বাড়ী থেকে অস্পৃশ্য নোড়ানুড়ীগুলো ফেলে দিক্, পূজা পার্ব্বণ বন্ধ করুক, ব্রত উপবাস ত্যাগ করুক, দিনরাত

নাটক নভেল নিয়ে থাকুক—ভাবের অভিব্যক্তির অভ্যাস করুক —সভা সমিতিতে যাতায়াত করুক—বড় বড় বক্তৃতা দিক—সংবাদ পত্রে প্রবন্ধ লিখুক—যত রকম যা আছে সব করুক—সন্তান প্রসব করা বন্ধ করুক—আর আপনারা তাদের পরিত্যক্ত কাজগুলো অর্থাৎ বাটনাবাটা কুটনোকোটা রান্না করা প্রভৃতি আরম্ভ ক'রে দিন, আর পারেন তো সন্তানগুলোও প্রসব ক'রতে সুরু ক'রে দিন; দেখবেন, শীগগিরই আপনাদের চরম উন্নতি হ'য়ে প'ড়বে।

হরি—উপদেশ শুনলুম, এখন কথা কাটাকাটির আমাদের অবসর নাই। এখন বলুন কিছু সাহায্যের আশা ক'রতে পারি কি?

অভ্রান্ত—আপনাদের এই সভার দ্বারা দেশের যে কোন উপকার হবে সে সম্ভাবনা দেখচি না, সুতরাং আমার মত লোক এতে সাহায্য ক'রতে পারে না।

কিষণ—সভায় না করুন কিন্তু এই আশ্রয়শূন্য অনশনক্লিষ্ট লোকদের কিছু সাহায্য করুন।

অভ্রান্ত—আমিতো পূর্ব্বেই বলিচি যাদের উপর ভগবান নারাজ তাদের সাহায্য আমার দ্বারা হবে না।

কিষণ—তা হ'লে মশায়! আমরা চল্লুম।

(হরিহর ও কিষণের প্রস্থান)

অভ্রান্ত—কে কোথায় দুর্ভিক্ষে ম'রচে, আশ্রয়হীন হ'য়েছে, আমি তাদের টাকা দিয়ে বেড়াই! তারা যেন আমার পুষ্যিপুত্তুর। তার চেয়ে ঐ টাকাগুলো খরচ ক'রে তয়ফাওয়ালীদের দুখানা গান শুনলে, একটু গোলাপী নেশা ক'রলে প্রাণটা ঠাণ্ডা হবে, কি বল ভাই।

প্রশান্ত—সেত বটেই ; তবে আর বিলম্বে কাজ কি ? চল'না বেরোন যাক।

অভ্রান্ত—হ্যা, এই হোটেল থেকে খাবার আনানর বন্দোবস্তটা ক'রেই যাচ্ছি।

বিদ্যা—তা হ'লে আমি আজ বিদেয় গ্রহণ ক'রলুম ; আমার নাড়ী কয়টি কিছু দ্রুত চ'লচে, স্ফুর্ত্তিতে যোগ দেওয়া চ'লল না।

অভ্রান্ত—তা বেশ আর একদিন হবে, আজকের মত এস।

(বিদ্যাদিগ্‌গজের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

রণধীর বর্ম্মার বহির্বাটী

(বনবীর বর্ম্মা ও কমলবীর বর্ম্মার প্রবেশ)

বন—আজ প্রায় এক বৎসর বাদে আমাদের দেখা হ'ল।

কমল—তা প্রায় এক বৎসর হবে বৈ কি।

বন—এই এক বৎসরে আমাদের দুজনেরই মন্দ উন্নতি হয় নি।

কমল—মন্দ কি, বরং আশাতিরিক্তই হয়েছে।

বন—তুমি কত দিনের ছুটী নিয়েছ?

কমল—তিন মাসের।

বন—আমিও তিন মাসের ছুটী নিয়েছি। এখন দুজনে কিছুদিন বেশ এক সঙ্গে থাকা যাবে।

কমল—সে তো নিশ্চয়ই। হরিহর দাদার কোন খবর জান? তিনি কি বাড়ীতে আছেন?

বন—বাড়ীতে থাকলে আমরা বাড়ী এসেছি শুনে নিশ্চয়ই একবার দেখা করতে আসতেন।

কমল—হরিহর দাদা যে কেমন লোক তা বুঝলুম না। আড়াই হাজার টাকা মাইনের সরকারী চাকরীটা সেধে দিতে এল তা নিলে না?

বন—যা বলেছ ভাই। তবে দাদার খুব ক্ষমতা আছে। দাদা জাতীয় সভায় যোগ দিয়ে এরই মধ্যেই খুব নাম ক'রে নিয়েছে।

কমল—দাদা কাজও যথেষ্ট করেছে। বড় বড় পাণ্ডারা তো বেগতিক দেখে স'রে দাঁড়াল—দাদাই তো চেষ্টা করে বজায় রেখেছে।

বন—হাঁ, দাদা কাজ খুবই করেছে বৈ কি—এখনও না করছে তা নয়।

এবারকার অনন্তগ্রামের দুর্ভিক্ষপীড়িত লোকেরা তো দাদার চেষ্টায় দু'মুটো খেতে পেলে—ঘর বাড়ীও তৈরী করতে পারলে।

কমল—দাদা যথার্থই খুব উঁচুদরের লোক।

বন—তাতে আর সন্দেহ কি?

(স্মূরয সাউয়ের প্রবেশ)

বন—কে হে তুমি—কোন কাজ থাকে, বাইরে গিয়ে বস—সময় মত ডাকব এখন।

স্মূরয—মেজবাবু, ছোটবাবু, তোমরা আমাকে চিন্‌তি পারছ না। আমি যে স্মূরয সাউ।

কমল—স্মূরয সাউই হও, আর যেইই হও, বাইরে বস—কিছু দরকার থাকে পরে শুনব।

(স্মূরয সাউ ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে উভয়ের দিকে চাহিয়া রহিল)

বন—কি, তুমি এখনও বসে আছ? আচ্ছা বেয়াদব তো? এখনও বল্‌ছি বাইরে যাও।

স্মূরয—আমি কিছু বুঝ্‌তি পারছি না।

বন—তোমাকে ভাল ক'রে বুঝিয়ে দিচ্ছি। ছট্টুলাল জল্‌দি ইধার আও।

(ছট্টুলালের প্রবেশ)

ছট্টু—হুজুর।

বন—ইয়ে বদমাসকো জল্‌দি বাহার নিকাল'।

ছট্টু—কোন্ বদমাস বাবুজি! আপ্ কেয়া এহি আদ্‌মিকো ভাগানে বল্‌তেহেঁ? ইয়ে আদ্‌মি তো বদমাস নেহি হ্যায় বাবুজি—ইয়ে আদ্‌মি তো গাঁওকা মোড়ল হ্যায় বাবুজি।

কমল—মোড়ল হ্যায় তো তুমারা কেয়া? তুমকো যো হুকুম দিয়া গিয়া ওইসি মাফিক কাম কর।

ছট্টু—নেহি বাবুজি—হাম্‌সে এইস্যা বুরা কাম নেহি হোগা। সম্মানী আদ্‌মিকো হাম কভি বেইজ্জত নেহি কিয়া। আবি ভি নেহি করনে সেকেঙ্গে।

বন— কেয়া বেকুব—এত্তা বড়া বাৎ? আভি হিঁয়াসে নিকাল যাও বদমাস—নেহি তো গর্দ্দানপর ধাক্কা লাগাকর বাহার কর দেঙ্গে।

ছট্টু— কাঁহে বাবুজি গর্দ্দানপর ধাক্কা দেঙ্গে—হাম্ আপহীসে চলে যাতেহেঁ—আপ্‌কো কুচ্ নহি কর্‌নে হোগা।

(প্রস্থান)

(কর্ত্তা রণধীর বর্ম্মার প্রবেশ—সুরয সাউয়ের দণ্ডবৎ প্রণাম)

রণ— কিরে, এত গোলমাল কিসের?

কমল—ছট্টুলালকে মেজ দাদা হুকুম দিলে—সে বল্লে তা করতে পারবে না—তাই তাকে বেরিয়ে যেতে বলেছে।

রণ— কি এমন হুকুম দিলে যে সে বল্লে পারবে না।

কমল—এই চাষাকে বার ক'রে দিতে বলেছিল।

রণ— কে চাষা? সুরয সাউ?

কমল—আজ্ঞে হ্যাঁ।

রণ— এর অপরাধ?

কমল—আমরা দুজনে গল্প করছিলুম—আর এ না ব'লে ক'য়ে সটান আমাদের সামনে হাজির। আমরা পরে এর কথা শুনব ব'লে বাইরে অপেক্ষা করতে বলি কিন্তু কিছুতেই যায় না—তাই মেজদা একে বাইরে নিয়ে যেতে হুকুম দেয়।

রণ— জাতীয় সভার লোকে যে বলে আজকালকার বিশ্ববিদ্যালয়ের

শিক্ষায় ছেলেরা মানুষ না হ'য়ে ভূত হয়—তা তোদের দ্বারাই সে প্রমাণ পেলুম। আর সরকারী চাকরী পেলে যে মেজাজ ঠিক থাকে না—তাও তোদের দিয়েই বুঝলুম। তোদের এত লেখা পড়া শেখা কেবল পণ্ডশ্রমই হয়েছে। দেশীয় শিক্ষা ত্যাগ করার যা কুফল তা সবই ফলেছে।

বন— কেন, এমন অন্যায় কাজ কি করেছি যে আপনি যা তা বক্‌ছেন ?

রণ— অন্যায় কাজ কি করেছিস, তা জিজ্ঞাসা করতে লজ্জা করছে না।

কমল—আমরা তো কিছুই বুঝতে পারছি না।

রণ —এখন জজ ম্যাজিষ্ট্রেট্ হয়েছিস কিনা—তা বুঝবি কেমন ক'রে ? এখন সত্যি ক'রে বল্ দেখি তোরা হয়েছিস কি ? সুরয সাউকে কি সত্যি সত্যিই চিন্‌তে পারিস নি—না চিনেও চিন্‌তে পারিস নি। যে তোদের নিজের ছেলের মত ভালবাসে, কোলে পিঠে ক'রে মানুষ করেছে, যখন আমার অবস্থা খারাপ ছিল তখন আমাদের খাইয়ে পরিয়ে টাকা কড়ির সাহায্য দিয়ে বাঁচিয়েছে, এখন তার প্রতি অবজ্ঞা ! যে ছট্টুলাল নিজের প্রাণ বিপন্ন ক'রে তোদের প্রাণ বাঁচিয়েছে, তার প্রতি এমন দুর্ব্যবহার—তোরা পশুরও অধম।

বন— আমরা সুরয সাউকে চিন্‌তে পারব না কেন ? চিন্‌তে খুবই পেরেছি, কিন্তু তাই ব'লে কি অবস্থার প্রভেদ নেই ? এখন কি ওর সঙ্গে পূর্ব্বের মত ব্যবহার করা চলে ? লোকে দেখলে বলবে কি ? আমরা কি আর এখন ছেলেবেলার মত এই চাষা ভূষোদের সঙ্গে সে রকম ব্যবহার করতে পারি ? এখন কত বড় বড় লোক আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এসে এক আধ ঘণ্টা

অপেক্ষা না ক'রে দেখা করতে পায় না, আর এই চাষার সঙ্গে এমন ক'রে দেখা করলে কি আর মান সম্ভ্রম থাকে ?

রণ— গাধারা, তোদের এই বিদ্যে হয়েছে। যে তোদের ছেলে বেলা থেকে মানুষ করেছে, ভাল জিনিষটা পেলে তোদের এনে খাইয়েছে, নিজের প্রাণের মায়া ত্যাগ ক'রে তোদের প্রাণ রক্ষা করেছে, এই যে এত বিষয় সম্পত্তি দেখ্‌ছিস—তাও এরই চেষ্টায় হয়েছে—আরে হতভাগারা, একে বল্‌ছিস চাষা—এর সঙ্গে আলাপ করলে মান সম্ভ্রম যায় ?

কমল—আপনি সেকেলে লোক—আজকালকার আদব কায়দা আপনার জানা নেই তাই বুঝতে পারছেন না।

রণ— আমি বুঝতে পারছি না—উঃ, এতদিনে বুঝতে পারলুম যে চাষা ভদ্রে কেন দিন দিন অমিল ঘট্‌ছে। সমাজে তোদের মত শিক্ষাভিমানী আহাম্মক জুটে সোনার দেশটা একেবারে ছারে খারে দিচ্ছে। হতচ্ছাড়া দুর্ভাগারা, তোরা বংশের কলঙ্ক, দেশের মহাশত্রু, সমাজের পৃষ্ঠব্রণ, তোদের মুখ দেখলেও মহাপাপ। তোরা ওকে বাড়ী থেকে তাড়াবার কে ? তোরাই বাড়ী থেকে বেরিয়ে যা—এক মুহূর্ত্তও আর এখানে থাকিস না— তা'হলে আমিই তোদের বের ক'রে দেব।

রণ— বার ক'রে দিতে হবেনা—আমরা নিজেরাই যাচ্ছি।

(বনবীর ও কমলবীরের প্রস্থান)

রণ— সুরযসাউ, রাগ কোর'না—ওরা তোমার ছোট ভাই—ওদের উপর রাগ করতে নেই।

সুরয—কর্ত্তাজি ! আমি ভাইদের উপর তো রাগ করিনি—আমি অবাক

হ'য়ে ওদের ভাবগতিক দেখছিলেম আর ভাবছিলেম এরাই কি সেই বনবীর ও কমলবীর ?

রণ— ছট্টুলাল তা হ'লে একেবারে চলে গেছে ?

স্থরয—হাঁ কর্ত্তাজি, ছট্টুলাল দু'চোখ দিয়ে জল ফেল্‌তি ফেল্‌তি চলে গেল।

রণ— হায় হায়! হতভাগাদের জন্য এমন বিশ্বাসী হিতৈষী চাকরও হারালুম!

স্থরয—কর্ত্তাজি, তাহ'লে আমি আজকের মত চল্লাম। (প্রণাম)

(প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

নারীসঙ্ঘের সভাগৃহ

(মিসেস্ মিশ্র, মিসেস্ প্যাটেল, মিস্ অলকা ও বিদ্যাদিগ্‌গজ)

মিসেস্ মিশ্র—হ্যালো মিস্ অলকা! আমি আজ লিটারারি ক্লাবে স্ত্রী-স্বাধীনতা সম্বন্ধে বক্তৃতা দোব ঠিক করিচি, তুমি আমায় সাপোর্ট ক'রবে তো?

মিস্ অলকা—নিশ্চয়ই, এ কথা কি আবার আমায় জিজ্ঞাসা ক'রতে হ'বে?

মিসেস্ মিশ্র—আজকের বক্তৃতায় পুরুষদের 'থ' ক'রে গাধা বানিয়ে ছাড়ব।

মিসেস্ প্যাটেল—পুরুষগুলো আর তার বেশী কি? এ বিশেষ কিছু নূতন সৃষ্টি হবে না।

মিস্ অলকা—তা না হ'ক কিন্তু সভার মাঝে বুক ঠুকে এ পর্য্যন্ত তো কেউ ওকথা ব'লতে সাহস করে নি।

দিগ্‌গজ—কেউ না করুক তোমারা আর সেটুকু বাদ রেখো না। হতভাগা পুরুষগুলো কেন যে এখনও পর্য্যন্ত তোমাদের পিঠে চড়িয়ে চার হাত পায়ে দৌড়ায় না, তা বুঝতে পারলুম না।

মিসেস্ মিশ্র—তা তোমাকে দিয়েই পরীক্ষা হবে নাকি?

দিগ্‌গজ—বিশেষ আপত্তি নেই, তবে কি জান, আমি তেমন নধর-শরীরবিশিষ্ট পুরুষ নই, আমার পিঠে চ'ড়লে তোমাদের কোমল অঙ্গে ব্যথা লাগবার কিছু সম্ভাবনা আছে, সেই জন্যেই যা একটু ইতস্ততঃ।

মিসেস্ মিশ্র—যাক, এখন একটা কথা শোন, তোমাকে আমাদের পক্ষ সমর্থন ক'রতে হবে।

দিগ্গজ—এ্যাঃ! তোমাদের আবার পাখা আছে নাকি, তাতো আমি জানতুম না।

মিসেস্ মিশ্র—তা না হ'লে কি আর তোমাদের নাকানি চোবানি খাওয়াতে পারি।

দিগ্গজ—এ যা বলেচ খাঁটি কথা।

মিসেস্ মিশ্র—মিসেস্ প্যাটেল! আমি অদ্যকার সভায় পর্দ্দা-প্রথার বিরুদ্ধে এবং সমস্ত স্ত্রী জাতিই যাতে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা পায় সে বিষয়ে ব'লব স্থির করিচি।

মিস্ অলকা—স্ত্রী জাতির উপর পুরুষরা কি অন্যায় ব্যবহারই ক'রে আস্ছে। আমরা ঘরের বাইরে যেতে পারব না, দু পাঁচজন লোকের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করতে পারব না, বিশুদ্ধ হাওয়ায় বেড়িয়ে বেড়াতে পারব না—কেবল ঘরের কোণে ঘোমটা দিয়ে বাটনা বাটব, কুটনো কুটবো, আর দারুণ গরমে আগুণের তাতে ঝলসে পুড়ে রান্না ক'রব—আমরা যেন ভগবানের সৃষ্টি নই।

মিসেস্ প্যাটেল—পর্দ্দা-প্রথা তুলে দিয়ে স্ত্রী-জাতিকে সমস্ত বিষয়ে পুরুষের সমান স্বাধীনতা না দিলে কোন মতেই দেশের কল্যাণ হবে না বা হ'তে পারে না।

দিগ্গজ—আমি আর কথা না ব'লে থাকতে পারছি না। মিসেস্ মিশ্র! আচ্ছা বল দেখি কজন স্ত্রীলোক পর্দ্দার আড়ালে থাকে? উচ্চ বর্ণের জন কয়েক যাদের সংখ্যা আঙ্গুলের মাথায় গণনা করা যায় তা ছাড়া আর কয়জন পর্দ্দার ধার ধারে, আর তাও

বাঙ্‌লা দেশ ছাড়া অন্য কোথাও বড় একটা দেখা যায় না। সুতরাং অধিকাংশইতো বেপর্দ্দা, তবে দেশের কল্যাণ হচ্ছে না কেন? তোমাদের জন কয়েকের পর্দ্দা ফাঁক হয়ে গেলে একেবারে দেশের চরম উন্নতি হয়ে যাবে? শোন বেশী বাড়াবাড়ি না ক'রে যাতে নিজ সংসারের উন্নতি হয়, ছেলে-মেয়েগুলো সমাজে মানুষ ব'লে গণ্য হয় এবং দেশভক্ত হয় সেই শিক্ষা দাও, তাতে নিজেদেরও মঙ্গল হবে এবং দেশ-মাতৃকারও প্রভূত মঙ্গল সাধন হবে।

মিসেস্ প্যাটেল—পুরুষ জাত যথার্থই স্বার্থপর; এতকাল ধরে অত্যা-চার ক'রে আসছেন, আর সে সম্বন্ধে কিছু বল্লেই তাকে কি প্রকারে চাপা দেবেন কেবল সেই ফন্দি।

দিগ্‌গজ—তা হবে! আজকাল মনের মত কথা না বল্লে যখন কেউই সুখী হ'ন না, তখন আপনারা তার বাইরে যাবেন কি ক'রে। যাক, এখন থেকে আপনারা পাশ্চাত্য মহিলাদের অনুকরণে রঙ্গমঞ্চে খুব অভিনয় করুন, নৃত্য-কুশলতা দেখান, গীতবাদ্যে রঙ্গালয় মুখরিত ক'রে তুলুন, আমি একবারও মানা ক'রব না; পর্দ্দা তুলে দেওয়া কেন, একেবারে বস্ত্র ত্যাগ ক'রে লেগে যান কোন আপত্তি নেই, বরং আমি প্রচার ক'রব যে আপনারা স্বভাবের সাধনা ক'রচেন।

মিসেস্ মিশ্র—এই কি তোমার পক্ষ সমর্থনের কথা? এটা কি আমাদের প্রতি বিদ্রূপ নয়?

দিগ্‌গজ—নিশ্চয়ই না—শোন আর একটা কথা ব'লতে ভুলে গেছি; পুরুষদের কাজগুলো তোমরা সব কেড়ে নাও; বাটনা বাটা, কুটনো কোটা রান্না করা প্রভৃতি ত্যাগ কর, আর সন্তান প্রসব

কার্য্যটাও পুরুষদের উপর চাপিয়ে দেও, এগুলি ক'রতে পারলেই দেখবে শীগ্‌গিরই তোমাদের চরম উন্নতি হবে।

মিস্ অলকা—মিসেস্ মিশ্র! Mr. দিগ্‌গজ আমাদের সমর্থন করা প'ড়ে মরুক, আমাদের ব্যঙ্গ ক'রতেই সুরু করে দিয়েছেন এবং কতকগুলি Impertinent কথাও ব'লেচেন; আমার মতে এরূপ লোক আমাদের সভার সভ্য থাকা উচিত নয়।

মিসেস্ প্যাটেল—আমিও মিস্ অলকার কথার সম্পূর্ণ সমর্থন করি।

মিসেস্ মিশ্র—যখন আপনাদের দুজনেরই এই মত, তখন আমি Mr. দিগ্‌গজের নাম সভ্য শ্রেণী থেকে বাদ দেওয়ার recommendation ক'রতে বাধ্য।

দিগ্‌গজ—আমিই কোন্ অবাধ্য—তবে যাওয়ার সময় এইটুকু ব'লে যেতে বাধ্য—যেহেতু তোমার সঙ্গে অনেকদিনের আলাপ পরিচয়—একটু বুঝে সুঝে অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা ক'রে কাজ ক'র, তা না হ'লে শেষে পস্তাবে হবে।

[প্রস্থান।

(জনৈক বেহারার প্রবেশ)

বেহারা—(মিসেস্ মিশ্রকে) মেম সাব্! সাব্ সেলাম দিয়া।

মিসেস্ মিশ্র—সাব্‌কো ব'ল আবি ম'লাকত নেহি হোগা।

বেহারা—যো হুকুম। [প্রস্থান।

মিস্ অলকা—পুরুষগুলো সময় অসময় বোঝে না, কোন আক্কেল নেই।

মিসেস্ প্যাটেল—যা ব'লেচ, বিয়ে ক'রে মহা ঝকমারিই করিচি।

মিস অলকা—আমিতো ঐ জন্যে ওসব বালাইয়ের মধ্যে যাই নি, নিজে রোজগার করি নিজে খাই, কারু তোয়াক্কা রাখিনে।

মিসেস্ প্যাটেল—পুরুষগুলোর প্রকৃতই বুদ্ধিশুদ্ধি কম।

মিসেস্ মিশ্র – তা না হ'লে কি আর আমি গাধা ব'লতে চাই।

মিসেস্ প্যাটেল—যাক, এখন আমরা আসি, সভায় আবার দেখা হবে। Good bye.

মিস্ অলকা—Good bye.

মিসেস্ মিশ্র—Good bye till we meet again.

[মিসেস্ প্যাটেল ও মিস্ অলকার প্রস্থান]

(অভ্রান্ত মিশ্রের প্রবেশ)

অভ্রান্ত—বেহারা গিয়ে ব'ল্লে এখন দেখা হবে না, ব্যাপারখানা কি ?

মিসেস্ মিশ্র—তুমিতো আচ্ছা বেয়াদব, বারণ করা সত্ত্বেও এসেছ, আবার তার উপর কৈফিয়ৎ চাচ্ছ ?

অভ্রান্ত—তুমি হয়েছ কি বল দেখি ? আমি জিজ্ঞাসা ক'রলুম, আর এই রকম উত্তর দিলে ?

মিসেস্ মিশ্র—দুজন বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কইচি, আর সে সময় তোমার দেখা না ক'রলে চলে না ?

অভ্রান্ত—আমি দেখা ক'রব তাতেও এ রকম ব্যবহার! খুব উঁচুদরের শিক্ষা পেয়েছ দেখছি। যাক্ শোন আজ বিকেলে আমার বিশেষ কাজ আছে, আজ আর মটরগাড়ী পাবে না।

মিসেস্ মিশ্র—বেশ কথাতো—আজ বিকেলে আমার মিটিং আছে সেখানে যেতেই হবে, মটর আমার চাইই।

অভ্রান্ত—বেশ, তুমি ছোট গাড়ীখানা নিয়ে যেও।

মিসেস্ মিশ্র—ছোট গাড়ী নিয়ে মেয়েরা হাওয়া খেতে যাবে।

অভ্রান্ত—তা হ'লে আমার আর কাজ কর্ম্মে দরকার নেই, তোমরাই স্ফূর্ত্তি ক'রে বেড়াও।

মিসেস্ মিশ্র—বিশেষ দরকার থাকে Taxi ক'রে যেও।

অভ্রান্ত—হ্যা দুই দুখানা মটর থাকতে এখন Taxi ভাড়া ক'রে যাই; ভাল শিক্ষাই পেয়েছ দেখচি।

মিসেস্ মিশ্র—বার বার শিক্ষা শিক্ষা ক'রচ কেন, যেমন শিখিয়েছ তেমনি শিখেচি, আগেতো আর এসব ক'রতে যেতুম না, যদি কিছু দোষ হ'য়ে থাকে তা তোমারই।

অভ্রান্ত—হ্যা—তাত বটেই। যাক এখন দুটো কথা শোনবার অবসর হবে তো!

মিসেস্ মিশ্র—চল শুনছি!

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

বিদ্যাদিগ্‌গজের কুটির

[বিদ্যাদিগ্‌গজ]

বিদ্যা—বাঃ বাঃ! দিন দিন সবাই নাম ক'রে ফেল্লে আর আমি এত বড় দিগ্‌গজ হ'য়েও পারলুম না! উঁহু তা হ'তেই পারে না। অভ্রান্তমিশ্রতো স্ত্রীসংস্কার আরম্ভ ক'রে নাম জাহির করেচে।— আমাকে একটা কিছু ক'রতেই হচ্ছে। দেখি ব্রাহ্মণীর সঙ্গে পরামর্শ ক'রে। ওগো ও ব্রাহ্মণি, ও দিগ্‌গজগৃহিণি, সম্মার্জ্জনী-সঞ্চালিনি, একবার অধমকে দর্শন দাও।

(বিদ্যাদিগ্‌গজ-পত্নী চন্দ্রভাগা বাঈয়ের প্রবেশ)

বিঃ পঃ—অমন ক'রে ব্রাহ্মণি ব্রাহ্মণি ক'রে খাবি খাচ্ছ কেন?

বিদ্যা—খাবি খেলুম কোথায়? এটাতো আর নদী নয়।

বিঃ পঃ—তবে এখানে দাঁড়িয়ে ব্রাহ্মণি ব্রাহ্মণি ক'রে চেঁচিয়ে লোক জড় ক'রচ কেন?

বিদ্যা—কেবল ওই ব্রাহ্মণী শব্দটাই শুনতে পেলে আর যে এতগুলো বিশেষণে বিশেষিত ক'রলুম তা বুঝি কানে পৌছুল না?

বিঃ পঃ—যাক, অমন ক'রে ডাকছিলে কেন? ভেবেছিলে বুঝি যে আমি যমের বাড়ী গেছি?

বিদ্যা—আহা! এমন শুভদিন কি আমার হবে!

বিঃ পঃ—আরে মুখপোড়া মিনসে! তোমার মনে মনে এত? মনে করেছ বুঝি আমি ম'রলেই মিশ্রগিন্নীর মত একটা মেমসাহেব

বিয়ে ক'রতে পার। তা তোমার যদি এত ইচ্ছেই হ'য়ে থাকে ক'রে ফেলনা—আমি একটুও আপত্তি ক'রব না।

বিদ্যা—তুমি আপত্তি না ক'রলে আসে যায় কি ; লোকে দেবে কেন ? তোমার মত সেকেলে মাগ যার ঘরে, তার ঘরে একেলে সুন্দরীদের পোষাবে কেন ?

বিঃ পঃ—কেন আমরা কি তাদের কামড়াব নাকি ? তুমি একবার চেষ্টা ক'রেই দেখনা—আমি না হয় তোমার একেলে সুন্দরীর রাঁধুনীগিরি ক'রব।

বিদ্যা—তুমি রাঁধুনীগিরি ক'রবে ? তোমার ঐ অসভ্য রান্না সে খাবে কেন ? তুমিতো রাঁধবে নিমঝোল সুক্ত কচুরঘণ্ট আর বেশী না হয় মাছের ঝোল—এসব খেয়ে তার চ'লবে কেন ? তার চাই কোপ্তা কাবাব পোলুয়া কালিয়া চপ কাটলেট—তোমার ঐ শাক পাতা খেয়ে কি সে ম'র্‌বে ?

বিঃ পঃ—তবে নেহাতই যদি আমার দ্বারা না চলে, আর আমি বেঁচে থাকলে তোমার সুখের ব্যাঘাত হয়, তাহ'লে আমাকে একটা দড়ি কলসী এনে দাও আমি ঐ নদীতে ডুবে মরি।

বিদ্যা—আমিও সঙ্গে সঙ্গে সহমরণে যাই।

বিঃ পঃ—বালাই ! তুমি ম'রতে যাবে কেন ? তুমি একেলে সুন্দরী বিয়ে ক'রে সুখে ঘরকন্না কর।

বিদ্যা—আরে আমি কি আর ইচ্ছে ক'রে যাব ?

বিঃ পঃ—সহমরণ ইচ্ছে ছাড়া আবার অনিচ্ছেয় হয় নাকি ? আর পুরুষ কে আবার সহমরণে গিয়ে থাকে ?

বিদ্যা—অনিচ্ছেয় হয়না তাতো জানি, কিন্তু প্যায়দায় যাওয়াবে।

বিঃ পঃ—সে আবার কি ?

বিদ্যা—ওই যে তুমি দড়ি কলসী এনে দিতে বল্লে না? দড়ি কলসী এনে দিলে তুমিতো জলের নীচে বুড়্‌বুড়ি কাটবে, আর সাহায্যকারী ব'লে আমাকে একেবারে আকাশে ঝুলিয়ে দেবে।

বিঃ পঃ—তবে কি করি বল—আমি ভদ্রঘরের বৌ—আমি তো আর বাজারে গিয়ে কিনে আন্‌তে পারিনা।

বিদ্যা—আমি কি আর তোমাকে তাই বলছি—না সত্যি সত্যিই মরতে বলছি। তুমি অক্ষয়বট হ'য়ে থাক—আমি চির-সধবা হ'য়ে থাকি।

বিঃ পঃ—পুরুষমানুষ আবার সধবা বিধবা হয় নাকি?

বিদ্যা—কেন হবেনা? যখন মেয়েমানুষ হ'তে পারে, তখন পুরুষমানুষ হবেনা কেন?

বিঃ পঃ—স্ত্রী থাকলে কি আর পুরুষকে সধবা পুরুষ বলে, না স্ত্রী মরলে বিধবা পুরুষ বলে?

বিদ্যা—ওঃ, এই কথা! তা আমি একটু সংক্ষেপ ক'রে নিলুম।

বিঃ পঃ—যাক, এখন বল দেখি অমন ক'রে ডাকছিলে কেন?

বিদ্যা—তোমার সঙ্গে একটা বিশেষ পরামর্শ আছে। অভ্রান্তমিশ্র তো স্ত্রীসংস্কার নাম দিয়ে নিজের বাড়ীর মেয়েদের পরদার বার ক'রে পাশ্চাত্য লেখাপড়া শিখিয়ে খুব নাম ক'রে ফেলেছে। এখন আমি কি ক'রে নাম করি?

বিঃ পঃ—মিশ্রগিন্নী চাবুক খেয়ে ঘরের বার হ'য়েছে, কিন্তু তুমি যদি আমায় মেরেও ফেল, তবু আমি চৌকাটের বাইরে যেতে পারব না।

বিদ্যা—তুমি যদি অমন কোট্‌ কর, তাহ'লে আমার নাম বের হয় কি ক'রে?

বিঃ পঃ—তা কি করব, আমার বাপ মা আমায় লেখাপড়া শিখিয়েছেন সত্যি, কিন্তু তাঁরা ডেস্‌ডিমনা ক্লিওপেট্রা হ'তেও শেখাননি—বা মতিবিবি প্যারিজান হ'তেও শেখাননি। সীতা সাবিত্রীর দেশে, সীতা সাবিত্রী হ'তেই শিখিয়েছেন। আমি ওই মদ্দা মেয়েমানুষের মত পুরুষের হাত ধরে মাঠে ঘাটে বেড়াতেও পারব না—বা সভাসমিতিতে বক্তৃতা দিতেও পারব না।

বিদ্যা—তুমি কি চিরকালই সেকেলে থেকে যাবে ?

বিঃ পঃ—একেলে হ'য়েই বা লাভ কি ? শর্ম্মাগিন্নি সেদিন ঘাটে ওপাড়ার একেলেদের গল্প বলছিল। ওরা তো আর এখন পুরুষের ধার ধারেনা—নিজেরাই রোজগার করে—নিজেরাই বাজারহাট করে—সব কাজ নিজেরাই করে। ওদের বড় মেয়েটা বক্‌সার কোম্পানির দোকানে চাকরী করে—তারা মেয়েটাকে অসম্ভব খাটায়—অকথ্য ভাষায় গালাগালি দেয়—নানারকম ঠাট্টা বিদ্রূপ করে—দোকানের সকলের কাছেই তাকে মাথা হেঁট ক'রে থাক্‌তে হয়—সকলেই যেন তার মনিব। তাই মেয়েটা দুঃখ ক'রে বলেছে যে, বিয়ে করলে না হয় একজনেরই অধীন হ'য়ে থাকতুম—একজনেরই ঝাঁটালাথি খেতুম, কিন্তু স্বাধীন হ'তে গিয়ে কত লোকের যে অধীন হ'য়ে পড়েছি—আর কত লোকের যে ঝাঁটালাথি খাচ্ছি তার আর ইয়ত্তা নেই। একেলে হ'লে তো এই লাভ !

বিদ্যা—একজনের হ'য়েছে বলে কি সকলেরই এ রকম হয় ?

বিঃ পঃ—যদি চেহারাটা ফুট্‌ফুটে হয়, নিঃসঙ্কোচে দেহটা বিক্রী করতে পারে, সে রকম মেয়েদের না হ'তেও পারে—তাছাড়া আর সকলেরই ঐ দশাই ঘটে।

(মিস্ অলকার প্রবেশ)

বিদ্যা—আরে কে গো—মিস্ অলকা বাঈ যে—আজ আমার সুপ্রভাত।

অলকা—দিগ্‌গজ মশায়, আজ বড় দায়ে পড়ে আপনার কাছে এসেছি।

বিদ্যা—আরে আমি যে বরাবর মিষ্টার ছিলুম—আজ হঠাৎ মশায় হ'য়ে গেলুম কি ক'রে? তোমরাই তো আমাকে "মিষ্টার" করেছিলে—এখন আবার সেই সেকেলে "মশায়" ক'রে ফেলছ কেন?

অলকা—বুঝতে না পেরে চটকের মাথায় যা করেছি তা আর মনে করবেন না। আমি ভারি বিপদগ্রস্ত—আমার যা হয় একটা উপায় ক'রে দিন।

বিদ্যা—তুমি কাকে কি বলছ? আমি যে অসভ্যশ্রেণীভুক্ত; অভ্রান্তবাবু যে তাঁর তালিকা থেকে আমার নাম কেটে দিয়েছেন। আমি তোমার মত সুসভ্য শিক্ষিত স্বাধীন মহিলার কি করতে পারি? কিছু করতে গেলেই যে অসভ্যতা হ'য়ে পড়বে।

অলকা—সে যা হয় হোক—আপনি আমার একটা ব্যবস্থা করুন!

বিদ্যা—কি জ্বালায় পড়লুম গা। নিজের এক সেকেলে পরিবার আছে—তারই কিছু করতে পারছি না; আর বিংশ শতাব্দীর উচ্চ-শিক্ষিতা তুমি, তোমার কি করতে পারি? যদি যথার্থই কোন ব্যবস্থার দরকার হ'য়ে থাকে—অভ্রান্তবাবুর কাছে যাও—কাজ একদম হাসিল হ'য়ে যাবে।

অলকা—অভ্রান্ত মিশ্রের নাম আর আমার কাছে করবেন না। ওই হতভাগাই আমার যত কষ্টের মূল।

বিদ্যা—ওকি কথা! তুমিই আমার সঙ্গে কত তর্ক ক'রে এসেছ যে অভ্রান্তবাবু ভ্রান্তিশূন্য—তাঁর যুক্তি পরামর্শ অতি মূল্যবান।

অলকা—দিগ্‌গজ মশায়, আর টিট্‌কিরি দেবেন না। আমার যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে। দেখুন, তখন সবে পাশ ক'রে বেরিয়েছি—অন্য কিছুই বুঝিনি। বিদেশী বই পড়ে মন বিদেশী ভাবাপন্ন—তাই তখন যেই, অভ্রান্তবাবু মনের মত কথাগুলো বল্লেন একেবারে গ'লে গেলুম। আপনার কথা তখন যুক্তিহীন বোধ হ'ল—তাঁর কথাতেই ভিজে গেলুম।

বিদ্যা—যাক—গৌর-চন্দ্রিকা অনেক হয়েছে—এখন আসল কথাটা কি বল দেখি।

অলকা—গোড়ার কথা তো আপনি সবই জানেন। অভ্রান্তবাবুর কথায় ভুলে আমি পুরুষের মত স্বাধীনভাবে কাল কাটাব স্থির ক'রে প্রথমে নিকোলা কোম্পানীর দোকানে চাকরী নিলুম। সেখানে অপদস্থ হ'য়ে চাকরী ছেড়ে দিয়ে বেকার কোম্পানীর আফিসে চাকরী নিলুম। সেখানেও নানা রকম অপমানিত হ'য়ে কাজ ছেড়ে দিয়ে টমাস্ কোম্পানীর কারখানায় চাকরী নেওয়া গেল। এখানেও ওই একই অবস্থা। তারপর আরও ৫।৬ জায়গায় চাকরী করে উপস্থিত বেটাল কোম্পানীর আফিসে কাজ নিয়েছি। এখন সেখান থেকেই আপনার কাছে এসেছি।

বিদ্যা—এখানে আবার কি হ'ল ?

অলকা—এখানেই চূড়ান্ত হয়েছে। অন্য জায়গায় তো শুধু কথায় অপমান করেছে—এখানে অকথ্য ভাষায় গালাগালি তো দিয়েছেই—এমন কি পদাঘাত গলাধাক্কা দিতেও বাকি রাখে নি—সকলের উপর স্ত্রী-ধর্ম্মের উপরও অত্যাচার করতে উদ্যত হয়েছিল।

বিদ্যা—আমি এতে আশ্চর্য্য কিছু তো দেখ্‌তে পাচ্ছি না—এতো

স্বাভাবিক। পরের চাকরী করতে গেলে ঝাঁটা লাথি তো খেতেই হয়—আর মেয়েমানুষ হ'লে দেহটাও বিক্রী করা কিছু আশ্চর্য্য নয়।

অলকা—এখন আমার উপায় কি বলুন। আমার দাঁড়াবার জায়গা নেই—কাল যে কি খাব সে সংস্থানও নেই।

বিদ্যা—কেন এতদিন ধ'রে তো মোটা মাইনের চাকরী করে এসেছ—কিছু জমিয়ে রাখনি ?

অলকা—কিছুই না। পোষাকের পারিপাট্য, আর সভা-সমিতি ক'রে সব উড়িয়ে দিয়েছি।

বিদ্যা—তাই তো—এখন করা যায় কি ? আমার এই সেকেলে পাতার কুঁড়েতে কি তুমি থাক্‌তে পারবে—না আমার ব্রাহ্মণীর রান্না স্থক্ত নিমঝোল খেতে পারবে ? কিন্তু আমার দ্বারা অন্য উপায় তো কিছু হবার সম্ভাবনা নেই। আমার তো আর তেমন টাকা কড়ি নেই যে তোমাকে পাকাবাড়ী ভাড়া ক'রে সেখানে থাক্‌তে দেব।

অলকা—দিগ্‌গজ মশায়, আমার সে অভিমান চলে গেছে—আমার চোখ ফুটেছে—আমার শিক্ষাভিমান সম্পূর্ণ কেটে গেছে। এই কুশিক্ষাই যে আমার সর্ব্বনাশের মূল, তা বেশ বুঝেছি। আমি আপনার পাতার কুঁড়েয় স্থক্ত নিমঝোল খেয়েই সুখে থাক্‌তে পারব।

বিদ্যা - বেশ, তাহ'লে তাই থাক। ব্রাহ্মণি একে তোমার কাছে রাখ।

বিঃ পঃ—এস মা লক্ষ্মী আমার কাছে এস।

অলকা—দিগ্‌গজ মশায়, এমন মধুর সম্ভাষণ অনেক কাল পরে শুনলুম।

আজ থেকে আপনি আমার পিতৃস্বরূপ— আর আপনার ব্রাহ্মণী আমার মা।

বিঃ পঃ—আমি না বিইয়েই মেয়ে পেলুম।

(সকলের প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য

নদী-তীর

অনন্তদেব

অনন্ত—প্রচণ্ড তাণ্ডব নৃত্যে বদন ব্যাদানি
উগ্র হ'তে উগ্রতর ধরি ভীমকায়
দিন দিন আসে ধেয়ে অসুর দুর্ব্বার
নাশিতে সমূলে তরু ফুটন্ত অঙ্কুরে।
দুর্ব্বিসহ অত্যাচার দারুণ পীড়ন
নিদাঘের জ্বালাময় খররশ্মিজাল
দহিছে দগ্ধিয়া নিত্য নবীন অটবী
সহিতে সক্ষম সেবা হবে কতকাল ?
হে দেব জগৎপিতা পতিতপাবন
পতিতগণের কিগো হবেনা উদ্ধার,
শান্তির উজ্জ্বল ছবি শান্তি নিকেতন
বালুময় মরুভূমি রবে চিরকাল ?
সাধনার এই পরিণাম ? এত চেষ্টা
এত যত্ন হইবে বিফল ? কর্ম্মময়
কর্ম্মক্ষেত্রে কর্ম্মের প্রাধান্য লুপ্ত হবে
প্রকৃতির নিয়ম ভাঙ্গিয়া ? অসম্ভব
নাহি কভু সম্ভবে জগতে।

শক্তিধর নাহি কেহ করিতে লঙ্ঘন
প্রকৃতির ধারাবাহী নিয়ম প্রণালী।

(কলির প্রবেশ)

কে তুমি ভীষণ মূর্ত্তি আরক্ত লোচন
অকস্মাৎ কোন কার্য্যে এসেছ হেথায় !

কলি— পরিচয়ে কোন তব নাহি প্রয়োজন
যেহেতু এসেছি হেথা শোন স্থির চিতে।
কে বলে নাহিক বিশ্বে শক্তিমান্ কেহ
লঙ্ঘিতে প্রকৃতি ক্রম নিয়ম তাহার ?
মিথ্যাবাদী সেইজন - আমি শক্তিধর
ভাঙ্গিতে নিয়ম তার চাতুরী কৌশল।

অনন্ত—হেন বাক্য উচ্চারিত হয় যার মুখে
অবাধে কহিতে পারে পরুষ বচন
ঘোর মিথ্যাবাদী সেই পাপ সহচর
পাষণ্ড দুর্জ্জন নীচ ঘৃণিত কুক্কুর।

কলি—হেন স্পর্দ্ধা রে দুর্বৃত্ত মোরে হীন জ্ঞান,
অচিরে দেখিবি তুই প্রতাপ আমার,
হুঙ্কারে প্রকৃতি সহ নিয়ম তাহার
ডুবাব অতলতলে ; করিব চলন
আমার নিয়মাবলী এ তিন ভুবনে,
অনন্ত আঁধার' পরে রাখিব লুকায়ে
আশারাজি সহ তোরে চিরকাল তরে।

অনন্ত—কি ভয় দেখাও মোরে পাপের কিঙ্কর
নহে ভীত হৃদি মোর তব আস্ফালনে,

রাখিবে লুকায়ে মোরে অনন্ত আঁধারে
হেন শক্তিমান্ তুমি শুনে হাসি পায়।
অনন্ত আঁধারে ভরা হৃদয় যাহার
জননীর স্বর্ণকান্তি দগ্ধপ্রায় হেরি
শত শত ভ্রাতা ভগ্নি অন্ন-বস্ত্রহীন
তাহারে দেখাও তুমি আঁধারের ভয় ?
ক্ষমতা তোমার যত করহ চালনা,
নেহারিবে স্মিতমুখে সহিব সকল
বিন্দুমাত্র বিচলিত হব না তথাপি
কর্ত্তব্যের পথ ছাড়ি কুপথ ধরিয়া।

কলি—দেখা যাবে বকধর্ম্মী সহিষ্ণুতা তোর
কেমনে সহিস তুই লাঞ্ছনা গঞ্জনা,
এখনো আমার পথে চলে আয় ত্বরা,
নহি তুচ্ছ হীনশক্তি ভীতি প্রদর্শক,
আমি কলি কালশক্তি কাল-অধিপতি
কালের শাসক আমি—আমি ভয়ঙ্কর।

(কলির প্রস্থান)

(ধর্ম্মের প্রবেশ)

ধর্ম্ম—হে মহান্ ! নাহি ভয় কলি-আস্ফালনে,
ছলনা চাতুরী ইহা ভুলাতে তোমায়,
বিশুদ্ধ হৃদয় যার স্বার্থহীন মন
পবিত্র প্রণয় পূর্ণ রসনা যাহার
শত শত মহাকলি যদি এক হয়
তথাপি কেশাগ্র তার পারে না স্পর্শিতে।

শোন অবহিত চিতে, প্রণয়-বন্ধনে
বাঁধ তব দেশবাসী, শিখাও দাঁড়াতে
আপন আপন পায়ে নির্ভর করিয়া ;
যে দিন প্রণয়-সূত্রে ভাই ভাই মিলি
দাঁড়াবে আপন পায়ে ক্ষুদ্র স্বার্থ ত্যজি
মায়ের কালিমা মূর্ত্তি যাইবে মুছিয়া
স্বর্ণকান্তি শ্যামা মৃদু হাসিয়া হাসিয়া
আবার বসিবে আসি পুত্র লয়ে কোলে।

[ধর্ম্মের প্রস্থান।

(মোহের প্রবেশ ও গীত)

গীত।

মোহ—

কুসুমে মালা গাঁথি এনেছি প্রেমিক তরে
কে আছ প্রেমিক বঁধু ধরহে সোহাগ ভরে,
স্বরগ নন্দনে বসি গেঁথেছি সুরভি-মালা
বিরহ-পরাগ ভরি মলয় সমীর ভরে,
এ মালা প'রলে পরে নীরসে রস ঝরে
শুষ্ক প্রাণে রসের ধারা বহায় উজান ভরে।

[প্রস্থান।

(পাপের মোহিনীরূপে প্রবেশ)

পাপ—কে তুমি পুরুষবর সুচারু-সুন্দর
বসিয়া চিন্তিতমনে একাকী হেথায় ?
এমন মধুরকাল মধু বায়ু বয়

মধুর পঞ্চমে পাখী কূজিছে মধুর
মধুর চন্দ্রমা ওই মধুভরা প্রাণে
মধুর প্রেয়সী দলে খেলিছে মধুর,
কেন তুমি চিন্তামগ্ন এ মধু সময় ?
তোমারে নেহারি মম অঙ্গ জরজর
নবীন যৌবন মধু করে ঢল ঢল,
মধুর ফুলের হাসি মধু বিধুকর
আমার মধুর অঙ্গে বিরাজে মধুর,
স্থির সৌদামিনী মম অঙ্গের বরণ
কামিনী-ললাম-ভূতা আমিগো জগতে !
এস এস চিন্তা ত্যজি পুরুষ রতন
মধুর সাগরে দিই মধুর সাঁতার ।

গীত ।

চাঁদের কিরণে জোৎস্না মাখিয়া এসেছি মলয় বাতাসে,
এনেছি এ মালা গাঁথিয়া যতনে ভরিয়া কুসুম সুবাসে,
পরাতে তোমারে প্রেমিক বঁধুয়া গেঁথেছি যতন করিয়া
পর পর গলে সোহাগ মালিকা আনিয়াছি বড় আশে ;
সারাদিন আমি নন্দনে বসি গেঁথেছি কুসুম-মালিকা
পরাব বলিয়া তোমারে বঁধু গেঁথেছি বড়ই তিয়াসে,
বড় যতনের মালাটি আমার এনেছি আদর করিয়া
ধর ধর বঁধু প্রেম-উপহার ছুটিবে সুরভি পরশে ।

অনন্ত— কেন গো অধমে শুভে করিছ ছলনা ?
কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-মাৎসর্য্যাদি সবে
একে একে পরীক্ষিয়া আমারে জননি !

অসাড় পদার্থ বলি ত্যজেছে ঘৃণায়,
বাকী শুধু ছিল কলি, তিনি ওগো আজি
জড় জ্ঞানে পরিত্যাগ ক'রেছেন মোরে ;
বৃথা তবে কেন তুমি ভুলাও আমারে
স্বস্থানে প্রস্থান কর প্রবাস ত্যজিয়া।

[পাপের প্রস্থান।

একি কুহেলিকা কিংবা মোহের স্বপন
একে একে আসে সবে পুনঃ যায় চলি !
একজন মাত্র শুধু দিল পরিচয়
কলি তিনি কালপতি মহা ভয়ঙ্কর।
কেহ বা আশ্বাসে মোরে কেহ বা শাসায়
আবার ভুলায় কেহ মোহিনী সাজিয়া,
কেন এই লীলা-খেলা পরীক্ষা আবার !
কি বুঝিব আমি মূঢ় অকৃতি অজ্ঞান।

(নেপথ্যে নিবৃত্তির সঙ্গীত)

গীত।

নিবৃত্তি —

নহে প্রহেলিকা অথবা স্বপন
কিংবা অপ্রকৃত আশার ছলন
কাল পেয়ে কলি তোমারে শাসায়,
পাপীয়সী পাপ মজাইতে চায়
ভাব ভঙ্গি করি ছলনা চাতুরী
মোহিনীর বেশ করিয়া ধারণ ;

আশ্বাসিতে তায় ধরি নরকায়
ধর্ম্মপতি নিজে দিইলা দর্শন ;
কর্ম্মের জগতে কর্ম্মই প্রধান
কর্ম্মে মাতোয়ারা থাক মতিমান্
ঘুচিবে অচিরে মনের বেদন।

(একদিক দিয়া হরিহর ও কিষণচাঁদের প্রবেশ এবং অপরদিক দিয়া উদাসীনের প্রবেশ)

কিষণ—(উদাসীনের প্রতি) তুমি কোথেকে ? যেখানেই যাই সেখানেই যে তোমাকে দেখতে পাই।

উদা - ওরে ! আমি যে ভবঘুরে।

কিষণ — তা সত্যি কথা, এখন এদিকে কোথায় যাচ্চ ?

উদা—অন্য কোথায় নয়, এখানেই আসচি।

কিষণ—এখানে কি জন্যে ?

উদা—(অনন্তদেবকে দেখাইয়া) ওই যে আমার মত একটা পাগল রয়েছে না, ওঁরই সঙ্গে দেখা ক'রতে ?

কিষণ—উনি কে ?

উদা—উনি বিশেষ কেউ নন—আমার মতই একটা পাগল। ওঁর পাগলামী—দেশের লোক কেন আপনা আপনি ঝগড়া বিবাদ ক'রবে—নিজের শক্তির উপর নির্ভর ক'রে কাজ ক'রবে না—এক সঙ্গে মিলবে না ইত্যাদি ইত্যাদি। ওই দেখ না, ঐ নন্দীগ্রামে কলেরা লেগেছিল আর শিবগ্রামে দুর্ভিক্ষ হ'য়ে লোক মারা যাচ্ছিল, উনি ঐ খবর পেয়ে এখানে এসে হাজির। নিজ হাতেই রোগীর সেবা শুশ্রূষা আর অনাহারীর আহার

যোগান আরম্ভ ক'রে দিলেন; আমিও ওঁর পেছনে পেছনে থেকে যতটুকু সম্ভব সাহায্য ক'রতে লাগলুম। আর তুই যে টাকাকটি দিয়েছিলি তাই দিয়ে ঐ গ্রামের লোকেদের কাপড় কিনে দিইচি।

হরি—ঐ গ্রামের লোকেরা এখন কেমন আছে?

উদা—এখন সব সেরে উঠেচে আর খাবারও কষ্ট গ্যাছে।

কিষণ—তোমার ঐ পাগলের পরিচয়টা দাও না।

উদা—ওঁর নাম জিজ্ঞাসা ক'রছিস্? ওঁর নাম অনন্তদেব।

কিষণ—অনন্তদেব! উনি কি বীরগ্রামের সেই ভক্তপ্রাণ স্বদেশবৎসল অনন্তদেব?

উদা—তোর ঐ অতকথা আমি জানিনে। তবে উনি বীরগ্রামের অনন্তদেব তা ঠিক।

কিষণ—(অনন্তের প্রতি) দেব! আমার প্রণাম গ্রহণ করুন।

অনন্ত—তোমার মঙ্গল হ'ক।

কিষণ—হরিহর বাবু, বটুক বাবু! অনন্তদেবের নাম কি আপনারা শোনেন নি? যখনই যেখানে বিপদ যেখানে কষ্ট যেখানে অত্যাচার, উনি তখনই সেখানে উপস্থিত, আর তার প্রতিবিধানে দৃঢ়-সংকল্প। ওর মত মাতৃসেবক জগতে দ্বিতীয় নেই। আসুন আমরা ওরই পরামর্শ অনুসারে আমাদের সঙ্কল্পিত কার্য্যে অগ্রসর হই।

হরি—এমন লোকের উপদেশ ও পরামর্শ অনুসারে কাজ ক'রতে বিন্দুমাত্রও বাধা নেই। এখন সকলে মিলে আমার বাড়ীতে চলুন, সেখানেই আমাদের একটি কেন্দ্র হ'ক এবং যুক্তি-পরামর্শ সেখানে ব'সেই হ'ক।

অনন্ত—আমার কোন আপত্তি নাই।

হরি—তবে চলুন যাওয়া যাক।

কিষণ—হ্যা যাচ্চি। উদাসীনের একখানা গান শুনে যাই। উদাসীন! একখানা গান শোনাবে কি?

উদা—হ্যা তুই যখনই ব'লবি তখনই শোনাব ব'লে যখন স্বীকার করিচি তখন শোন্।

গীত

কেনরে তুই কাঙাল এত?
তোর দেশেইতো ধনী গরীব সোনার থালে ভাত খেত;
সোনা দিয়ে ক'রতিস্ পূজা দেবতা ব্রাহ্মণ তোর রাজা
এখন কাঁচকলা আর কড়ি দিয়ে উপোসী তুই অবিরত;
সোনা দিয়ে কাচ কিনিবি কাল কাটাবি সৎমা সেবি
উপবাসী তুই হবিনে হবে কি মার সতীন পুত?
ভায়ে ভায়ে থাকবি ভিন্ন যাবে কেন তোর দুঃখ দৈন্য
দিনে দিনে তুই ছাই খাবি আর প'রবি ছেড়া নেকড়া যত।

হরি—এমন গভীর ভাবপূর্ণ সঙ্গীত তুমি গাইলে উদাসীন! উদাসীন! তুমি কি প্রকৃতই উদাসীন? তোমার গান শুনে তো তা মনে হয় না; সত্য ক'রে বল তুমি কে?

উদা—যা দেখছিস্ আমি তাই—আমি পাগল। পাগলের সঙ্গে পাগলামী করিস্নে। যে কাজে ব্রতী হইছিস্ সেই কাজ ক'রগে যা।

অনন্ত—উনি পাগল সত্য কিন্তু বিকৃত-মস্তক পাগল নন্। উনি মাতৃ-ভক্ত পাগল—জননী জন্মভূমির দুঃখে পাগল; অমন দেশ-প্রাণ পাগল আর দুটী নেই। যেদিন এমন পাগল আরও

জন্মাবে সে দিন দেশের দশা ফিরে যাবে—শস্য-শ্যামলা মা জননী আবার স্বর্ণভূমিতে পরিণত হবে। যাক আর বিলম্বে কাজ নেই, এখন চ'ল।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

ফতেসিংহের বাড়ী

(ফতেসিং আগরওয়ালা ও গঙ্গাদত্ত সহায়ের প্রবেশ)

ফতে—দেখ গঙ্গাদত্ত! রাম কিষণের জমিখানা যে কোন রকমে হস্তগত ক'রে নিতেই হবে।

গঙ্গা—সে আর বেশী কথা কি? পরওয়ানা তো জারী হয়েই গ্যাছে, এখন নীলামটা হয়ে গেলেই বস্।

ফতে—ও যে রকম জড়িয়ে প'ড়েচে তাতে যে আর টাকা দাখিল ক'রতে পারবে তা বোধ হয় না।

গঙ্গা—তা যদি ক্ষমতা থাকতো তা হ'লে কি আর সেদিন আপনার হাতে পায়ে ধ'রে অত অনুরোধ ক'রত।

ফতে—আচ্ছা, এই জমিদারগুলো কি মুখ্যু দেখ; ওরা যদি এই মহাজনী কারবার করে তা হ'লে কি আর রাজস্ব দিতে আমাদের আশ্রয় নিতে হয়?

গঙ্গা—ওরা মহাজনী ক'রবে কি ক'রে, ওদের ঘরে কি নগদ কিছু আছে? জমিদারী থেকে যা পায় তা খেয়ে দেয়ে চাল বজায় রাখতেই সব যায়, অধিকাংশ দেনদার হয়েই প'ড়ে।

ফতে—তা যা বলেচ। জমিদারীর যেটুকু মজা সেত আমরাই লুটি, জমিদার আর পায় কি? প্রজা তাদের চেয়ে পঞ্চাশ গুণ বেশী পায়,

আর আমাদের কথা তো ছেড়েই দাও। জমিদার তো তিল কুড়িয়ে তাল ক'রবেন! আমাদের জমির নিরিখই দেখনা ঃ কোন জমি দু'আনা বিঘা, কোন জমি দশ পয়সা বিঘা, আর খুব বেশী যে জমির নিরিখ তা তিন আনা বিঘা। আর আমাদের বিলি কোন জমি পাঁচ টাকা, কোন জমি সাত টাকা, আবার কোন জমি দশ টাকা অবধি। এখন তুলনা ক'রে দেখ দেখি জমিদারেরা কি পায়। আর এই যে দু' আনা তিন আনা খাজনা তাও যে সব সময় নিঝঞ্ঝাটে পায় তা নয়। অধিকাংশ জমিদারকেই মকদ্দমা ক'রে এই খাজনা আদায় ক'রতে হয়। এরূপ অবস্থায় রাজস্ব দিতে আমাদের শরণাপন্ন হওয়া ব্যতীত আর উপায় কি?

গঙ্গা—তা তো বটেই। আচ্ছা তবুও লোকে কেন এদের অত্যাচারী প্রজাপীড়ক, প্রজার সুখ-দুঃখ দেখে না ব'লে গালাগালি দেয়?

ফতে—যাদের একটুকরোও জমিজমা নেই, চাকরি ক'রে আনে আর খায়, সেই সকল লোকেই বেশী গালাগালি দেয়, আর দেয় ঘরে শুয়ে সব জান্তা খবরের কাগজের সম্পাদক মশায়রা।

গঙ্গা—এখনতো ধুয়ো উঠেচে যে জমিদার থাকবে কেন? ওদের জমি-জমা কেড়ে নিয়ে তাড়িয়ে দাও—অত্যাচারীর দল দেশ থেকে মুছে ফেলে দাও।

ফতে—ওদের ন্যায্য প্রাপ্য খাজনা দু' তিন বৎসর ধরে ফেলে রাখব' চাইলে দেব না, আর তাই আদায়ের জন্য প্যায়দা দিয়ে কাছারিতে নিয়ে যায়, কাজেই অত্যাচারী। দেশ থেকে নদী-বৈদ্য তো গেছেই এখন জমিদার গেলেই আপদের শান্তি।

গঙ্গা—কেন জমিদার না থাকলে কি হয়?

ফতে—কি হয়? এই তোমার আমার কি রামা শ্যামার টাকা কড়ি

বা ঝি বউ নিয়ে গ্রামে বাস ক'রতে হয় না। জমিদারের শাসন আছে বলেই লম্পট বদমাস চোর সব দোরস্ত আছে; তা না হ'লে কি আর দেশে বাস করা যেত? আর প্রতি কথায় যদি আইন আদালত ক'রতে হয় তা হ'লে কি গরীব লোক বাঁচে?

গঙ্গা—তা বটে; লোকে না দেখে শুনে বিবেচনা না ক'রেই যা তা বলে। আচ্ছা তা হ'লে জমিদারদের কি কোন দোষই নেই?

ফতে—দোষ থাকবে না কেন; যে জমিদার নিজে হাতে কলমে কাজ না করে, নিজ চোখে জমিদারী না দেখে, তার যথেষ্ট দোষ। আর সব চেয়ে বেশী দোষ সহরে গিয়ে বাস করা। এতে তার নিজের এবং দেশের প্রভূত অমঙ্গল হয়।

গঙ্গা—সহরে বাস ক'রলে তার নিজের বা দেশের অমঙ্গল হবে কেন?

ফতে—জমিদার দেশে বাস ক'রলে তাকে বাধ্য হ'য়ে রাস্তা ঘাটগুলো ঠিক রাখতে হয়, জলাশয় পুষ্করিণী ঝালাতে হয়, আর জরা ব্যাধির ভয়ে বন জঙ্গল সাফ্ রাখতে হয়—এতে তার নিজেরও উপকার হয় দেশের লোকেরও উপকার হয়; সহরে বাস ক'রলে এ কাজগুলো তো হয়ই না, তা ছাড়া তার নিজেরও সর্ব্বনাশ হয়, দিন দিন বিলাসী হ'য়ে পড়ে—দশগুণ খরচ বেড়ে যায় শেষে অবিরত প্রলোভনের মধ্যে ঘুরে একেবারে চরিত্রহীন হ'য়ে পড়ে। (হঠাৎ বাহিরের দিকে চাহিয়া) এখনই তোমাকে একটা দৃষ্টান্ত দেখাচ্চি: দেখে নিও আমার কথা বর্ণে বর্ণে ঠিক কি না।

(রাম চাঁদ বাবুর দুইটি বাইজীর সহিত প্রবেশ)

আসুন আসুন রামচাঁদ বাবু! আজ আমার ভারি সৌভাগ্য, একেবারে সদলবলে হাজির যে।

রাম—হ্যাঁ, ওরা আমার সঙ্গেই ছিল, মনে ক'রলুম যখন আমার সঙ্গেই আছে তখন একবার ফতেসিং বাবুকে দেখিয়েই দেওয়া যাক।

ফতে—তাতো বটেই। অন্য কিছু কি আজ দরকার আছে?

রাম—হ্যাঁ আছে। বাইজীদের পাশের ঘরে একটু ব'সতে দিন।

ফতে—গঙ্গাদত্ত! তুমি ওঁদের পাশের ঘরে বসিয়ে একটু যত্ন খাতির কর; (জনান্তিকে) আমার পূর্ব্ব কথা ঠিক কিনা তাও একটু লুকিয়ে দেখ।

(গঙ্গাদত্তের সহিত বাইজীদ্বয়ের প্রস্থান)

রাম—আজ আমাকে দশহাজার টাকা দিতে হবে।

ফতে—অত টাকা আজ আমার নিজের নেই, তবে একজন বন্ধু আমার কাছে সুদে খাটাবার জন্য ঠিক দশ হাজার টাকাই রেখে গ্যাছে।

রাম—তবে তাই দিন না।

ফতে—তা দিতে পারি কিন্তু তার সর্ত্ত ভারি কড়া।

রাম—কি রকম?

ফতে—যত টাকা নেবেন তার ডবল লিখে দিতে হবে আর শতকরা দুই টাকা হারে সুদ দিতে হবে।

রাম—আচ্ছা দেড়া লিখে দিলে হবে না?

ফতে—তাই ত, পরের টাকা, বলিই বা কি, আবার আপনার সঙ্গে অত দিনের আলাপ—আপনাকেই বা না বলি কেমন ক'রে! আপনার জন্য আমাকে একটু দায়িত্ব নিতেই হবে তা আর কি ক'রব! যাক আপনি তাই লিখে দিন।

রাম—(পকেট হইতে কাগজ কলম বাহির করিয়া লিখন ও প্রদান)

ফতে—(পকেট হইতে নোটের তাড়া বাহির করিয়া) যেমন রেখে গ্যাছে তেমনই আছে, এই নিন্। (প্রদান)

রাম—আপনার এই উপকারে বিশেষ বাধিত হলুম।

ফতে—এতে আর বাধিত হবার কি আছে? আপনি বন্ধুলোক আপনার একটু উপকার ক'রলুম তাতে আর এমন বিশেষ কি হ'ল। যাক, বাইজীদের একখানা নাচ গান শোনাবেন না?

রাম—এ আর বেশী কথা কি? বাইজীদের এবার এখানে আসতে বলুন।

ফতে—গঙ্গাদত্ত! বাইজীদের এখানে নিয়ে এস।

(গঙ্গাদত্ত সহ বাইজীদের প্রবেশ)

রাম—(বাইজীদের প্রতি) আমার বন্ধুকে একটু নাচগান শুনিয়ে দাও।

বাইজী—তা বেশ!

গীত।

আমরা কুসুম-সহচরী,
তার গন্ধ থাকে যতদিন আমরা ঘুরিফিরি ততদিন
সৌরভ ফুরিয়ে গেলে আস্তে সরি;
সকলে মোদের চায় ফিরাই মোরা আশায় আশায়
ধরা কভু দিইনা কারে শুধুই ধরি;
পরাই মোরা প্রেম-ফাঁসি নাচি গাই কত হাসি
পড়িনা প্রণয়ে কিন্তু প্রাণ চুরি করি;
আদর করি সোহাগ ভরে বসাই হৃদে যারে তারে
চিনেও চেনেনা মোদের এই বাহাদুরী।

রাম—তা হ'লে আজকের মত আসি।

ফতে—হ্যা আসুন।

(বাইজীদ্বয়ের সহিত রাম চাঁদ বাবুর প্রস্থান)

গঙ্গাদত্ত! যা বলেছিলুম তার প্রমাণ পেলে?

গঙ্গা—তা পেলুম বৈ কি।

ফতে—এই লোকটি বিজন গ্রামের জমিদার—অতি অমায়িক উচুদরের লোক—চরিত্রবান্‌ও ছিলেন কিন্তু এখানে এসে সহরের প্রলোভনের মধ্যে প'ড়ে একেবারে উচ্ছন্ন যেতে ব'সেছেন।

(ফতেসিং-গিন্নী রমা বাঈয়ের প্রবেশ)

রমা—(ফতেসিংএর প্রতি) ওগো আজ আবার সেই বৃন্দে ঘটকী এসেছে। সে এবার যে পাত্রটির খবর এনেছে তা বেশ পছন্দসই। পাত্রের বাপের অবস্থাও ভাল—আর সে নিজে চারটে পাশ—এ সম্বন্ধ কিছুতেই ছেড়ে দেওয়া হবে না।

ফতে—দাম কত?

রমা—সে আবার কি? ছেলে কি বিক্রী হচ্ছে নাকি?

ফতে—তা সেটা নেহাৎ মিছে কথা নয়। যাক্—তাদের দাবী কত?

রমা—যে রকম বাজার, সে হিসাবে খুব বেশী নয়। নগদে গহনায় পাঁচ হাজার টাকা।

ফতে—পাঁচ হাজার টাকা! এও বেশী নয়! ওরে বাপরে—আমার যে বুকে পিঠে খিল লাগ্‌ছে।

রমা—টাকা খরচের কথা শুন্‌লে আর কবে না তোমার বুকে পিঠে খিল ধরে! ও সব ন্যাকাম এখন রেখে দাও। মেয়ে সোমত্ত হয়েছে—এখন আর বিয়ে না দিয়ে রাখা কিছুতেই উচিত নয়।

ফতে—অত টাকা দিয়ে! ওরে বাপরে আমার যে বুক ফেটে যাবে রে। আহা বর্ম্মাদের গৌরী কি সতী লক্ষ্মী মেয়েই ছিল গা—আমার বিজলী কেন অমন হ'ল না।

রমা—ওরে পোড়ামুখো, হাড়হাবাতে মিন্‌সে, টাকা খরচ করতে হবে শুনে মেয়েকে মরতে বলচ? গৌরীর বাপের পয়সা কড়ি ছিল না—সে ঘরবাড়ী বিক্রী ক'রে সর্ব্বস্বান্ত হ'য়ে মেয়ের বিয়ের যোগাড় করছিল—সেই কথা শুনে বাপকে রক্ষা করার জন্যে সে আত্মহত্যা ক'রে মরেছে। আমার বিজলী মরতে যাবে কোন দুঃখে! তার বাপ মাকে তো আর যথাসর্ব্বস্ব খুইয়ে মেয়ের বিয়ে দিতে হবে না।

ফতে—মাগী বলে কি গো। যথাসর্ব্বস্ব খোয়ান কিরে—একেবারে পথের ভিখারী হব।

রমা—আমার বাপের সম্পত্তি পেয়েই এই—আর নিজের রোজগারের টাকা হ'লে না জানি কি করতে।

ফতে—টাকার মহিমা তুই কি বুঝবি রে মাগী—

গীত

টাকার মহিমা তুই কি বুঝিবি,
টাকা যে সর্ব্বস্ব ধন,
টাকাই সংসার পুত্র পরিবার
টাকাই আপন জন।
বিদ্যা বুদ্ধিবল টাকাই কেবল,
টাকাই সম্মান সম্ভ্রম,
টাকা বিনে আর এ তিন সংসার
নেহারি বিজন বন।

ওরে মাগী টাকা আছে বলেই তো আজ পাঁচজন ফতেসিংকে চেনে—সভায় আদর ক'রে বসায়—একজায়গায় বসে খায়—

বড় বড় পণ্ডিতদের চেয়ে আমার মতই মূল্যবান্ হয়। আরে মাগী! যখন আমি গরীব ছিলুম, যারা আজকাল আমাকে খাতির যত্ন করে, তারাই তখন আমার ছোঁয়া জলও খেত না। এক-সঙ্গে বসা পড়ে মরুক—কাছেও বস্‌তে দিত না—আমাকে একটা মানুষ বলেই মনে করত না। ওরে মাগী, সাধ ক'রে কি আর টাকা ভালবাসি—টাকাই সংসারের সার বস্তু।

রমা—তা বেশ, তুমি খুব টাকা জমাও—আর তাই দিয়ে আমার পিণ্ডি চটকাও।

ফতে—আমি এমনই বোকা আর কি? নদীতে অত বালি থাকতে টাকা দিয়ে ও'র পিণ্ডি চট্‌কাব? আমায় এত আহাম্মক মনে করিস্ নি। বালির পিণ্ডি ছাড়া তোর ভাগ্যে আর কিছু জুটছে না—এটা ঠিক জানিস্।

রমা—সে আমি অনেক দিন থেকে ঠিক করে বসে আছি। যাক্ শোন—ঘটকী সনতেরও—একটা সম্বন্ধ এনেছে। ঘরটা বনেদী, নামজাদা ঘর—আর মেয়েটী পরমা সুন্দরী।

ফতে—পাওনা থোওনা কত? দশ হাজার টাকার এক কড়ি কমে কিন্তু আমি রাজী নই।

রমা—নিজের বেলায় পাঁচটায় গণ্ডা, আর পরের বেলায় তিনটায়? চারটে পাশ করা অবস্থাপন্ন ছেলে, তার বেলায় পাঁচ হাজার টাকা শুনে বুক ফেটে গেল—আর নিজের কি গুণবান্ ছেলে! একটা পাশ করতে তিনবার ফেল হ'ল—আর তার বিয়েতে দশ হাজার টাকা চাই।

গঙ্গাদত্ত—নিজের ছেলের নিন্দা করছ কেন দিদি। সনৎ পাশ করতে পারে নি বটে কিন্তু সে বোনাইএর চেয়েও কারবারে পটু

হয়েছে! এখন কত চারটে-পাশআলা তার কাছে চাকরীর উমেদারী করছে। এই তোমাদেরই আফিসে তিন-চারটা-পাশ-আলা কত লোক ত্রিশ চল্লিশ টাকা মাইনেতে কাজ করছে। পাশ-করা ছেলেদের কথা আর বোল না দিদি—যারা বোঝে না তারাই পাশের গুমোর করে।

রমা—সে যাই হোক্—আমি এ দুটো বিয়েতেই রাজী হয়েছি। মেয়ের বাপ কিছু দিতে থুতে পারবে না—আর বিজলীর বিয়েতে আমি দশ হাজার টাকা খরচ করব বলেছি! চল্লুম।

(প্রস্থান)

ফতে—ওরে মাগী, কি সর্ব্বনাশ করলি রে। পাঁচ হাজার টাকা আজ ফাঁকি দিয়ে নিলুম—তার ডবল নষ্ট করলি। বেনোজল ঢোকালে ঘোরোজল যে বেরিয়ে যায় গো। হায় হায় মাগী করলি কি গো—ও মাগী, ওরে মাগী, একটু দাঁড়া—একটা কথাই শোন্।

(প্রস্থান এবং গঙ্গাদত্তেরও পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

দেবী পাঁড়ের কুটিরের সম্মুখ

(ছক্কন প্রসাদ, দেবী পাঁড়ে ও শ্যাম ক্ষেত্রী)

দেবী—তাইত ছক্কন! এখন করি কি, ব্যবসাতো আর চলে না দেখছি; যেখানে রোজ আট দশ টাকা বিক্রী হ'ত সেখানে দু' তিন টাকা বিক্রী হচ্ছে, খদ্দের অর্দ্ধেকের বেশী কমে গ্যাছে।

ছক্কন—খদ্দেরের আর দোষ দেব কি; জিনিষ পত্তর যে রকম মাগ্‌গি হয়েছে তাতে অনেকেরই দু-বেলা দুমুটো ভাতই জুটচে না; অন্যান্য জিনিষ আর কিনবে কোত্থেকে?

দেবী—তাইত আর কিছুদিন বাদে যে পেট চালান দায় হবে।

শ্যাম—তুমি পেট চালান দায় হবে ব'লচ আমি অনেকের খবর জানি যে তাদের এরি মধ্যে দু বেলা দুমুটো ভাতই জুটচে না।

(সুরয সাউ ও রামকিষণের প্রবেশ)

দেবী—মোড়ল নিজেই যে হাজির, খবর কি?

সুরয—বড় বিপদে প'ড়ে তোমাদের কাছে এসেছি। তোমরা যে সব এক জায়গায় আছ বড় ভাল হয়েছে।

দেবী—বল কি মোড়ল, তোমার কি বিপদ হ'ল?

সুরয—এই রামকিষণের যথাসর্ব্বস্ব ক্রোক ক'রে নিয়ে যাচ্চে, এমন কি এখনই পাঁচশো টাকা দিতে না পারলে ওকে শুদ্ধু ধরে নিয়ে গিয়ে জেলে দেবে।

দেবী—বড় বিপদের কথাতো দেখচি, তা কি ব্যবস্থা ক'রেচ?

স্বরয—ব্যবস্থা আর ক'রতে পেরেচি কই; আমি অনেক কষ্টে একশো টাকা যোগাড় করেছি—বাকী চারশ' টাকা কোথাও পেলুম না। বড় কর্ত্তাও বিদেশে, তা না হ'লে এক রকম ক'রে যোগাড় হ'ত।

দেবী—তা হ'লে উপায় ?

স্বরয—এখন উপায় তোমরা। বাকী টাকাগুলো যদি তোমরা দাও তবেই রক্ষে, তা নইলে আর কোন উপায় নেই।

দেবী—সময় মতই সব ঘটে। আমরা এই মাত্তরই আমাদের অবস্থার কথা বলাবলি ক'রছিলুম। আমাদেরও ঘরে কিছুই নেই।

স্বরয--দেখ' তোমরা সকলে মিলে রামকিষণকে রক্ষে কর, আমি নিজে খত লিখে দিচ্ছি।

শ্যাম—একি কথা মোড়ল! আমরা তোমার কাছ থেকে খত লিখে নিয়ে টাকা ধার দেব! তার আগে যেন আমরা ম'রে যাই। কত জায়গায় কত বিপদে আপদে তুমি নিজের গাঁট থেকে টাকা দিয়ে আমাদের বাঁচিয়েচ, সে সব কথা কি আমরা ভুলে গেছি ?

স্বরয—ওসব কথা থাক, এখন উপায় কি ?

শ্যাম—আমার কাছে তিন কুড়ি দশ টাকা আছে তাই নেও।

দেবী—আমার কাছে দুকুড়ি দশ টাকা আছে, বলতো এনে দি।

ছক্কন—আমার কাছে দুকুড়ি পনের টাকা আছে, এতে হয়তো নেও।

স্বরয—সমস্ত টাকা জড়িয়ে তো মোট একশো পঁচাত্তর টাকা হয়, এতে তো হবে না।

শ্যাম--তবে কি ক'রব বল ? যদি কালকের দিন সময় দাও তা হ'লে আমার বাড়ী বন্ধক দিয়ে এক রকম ক'রে যোগাড় ক'রে দিতে পারি।

সুরয—একদিনের সময় পেলেতো আমিও যোগাড় ক'রতে পারতেম। প্যায়দা ব'সে আছে. মোটে দু'ঘণ্টার সময় নিয়ে টাকার যোগাড়ে বেড়াচ্ছি—এখন করি কি? ভগবান! একটু মুখ তুলে চাইলে না! হায় হায়! বেচারা কি তবে সর্ব্বস্বান্ত হ'য়ে জেলে যাবে!

(রামকিষণের স্ত্রী লক্ষ্মী বাঈয়ের চেঁচাইতে চেঁচাইতে প্রবেশ এবং পশ্চাতে ফতেসিং, বরকন্দাজ ও পেয়াদার প্রবেশ)

লক্ষ্মী—ওগো! তোমরা কে আছগো আমাকে রক্ষে কর, আমাকে বেইজ্জত ক'রলে।

সুরয—কে তুমি? রামকিষণের স্ত্রী! তোমাকে বেইজ্জত ক'রছে? হা ভগবান! এও চোখে দেখতে হ'ল!

লক্ষ্মী বাঈ—হা ভগবান! এ কি ক'রলে!

ফতে—আরে মাগী! আর ছেনালি করিস্ নে। গহনাগুলো শীগ্‌গির খুলে দে।

সুরয—ফতেসিং! একটা দিনের সময় দাও, মেয়েছেলেকে বেইজ্জত ক'র না, ধর্ম্মে সইবে না।

ফতে—ধর্ম্ম-কর্ম্ম আমি বুঝি না, আমি বুঝি টাকা। টাকা চুকিয়ে দাও, বস্ সটান চ'লে যাব।

সুরয—আজ দুশো পঁচাত্তর টাকা নাও, বাকী টাকার জন্য মাত্র একটা দিনের সময় দাও। মনে ক'রে দেখ, অনেকদিন তোমার'তো অনেক উপকার করেচি—সেই কথা স্মরণ ক'রেই একটা দিনের সময় দাও।

ফতে—ওসব হবে টবে না। উপকার ক'রে মাথা কিনে নিয়েচ আর

কি! বরকন্দাজ! গয়নাগুলো জোর ক'রে মাগীর গা থেকে খুলে নে।

(বরকন্দাজের গহনা খুলিতে উদ্যত হওন)

লক্ষ্মী—ওগো! তোমরা আমায় রক্ষে কর, আমার ইজ্জৎ বাঁচাও।

ছক্কন—বরকন্দাজ! খবরদার! মেয়েমানুষের গায়ে হাত দিও না।

ফতে—তুমি বারণ কর্‌বার কেহে? ফের যদি কথা বল' তোমায় শুদ্ধ্ জেলে পাঠাবার ব্যবস্থা ক'রব।

ছক্কন—নরপিশাচ! তোর যা ক্ষ্যামতা থাকে তা করিস্ কিন্তু আমার সামনে যদি মেয়েমানুষের গায়ে হাত দিস্ তা হ'লে তোর বরকন্দাজ শুদ্ধ্ তোকে জাহান্নমে পাঠাব।

সুরয ছক্কন! মেজাজ গরম ক'র না, ওতে কোন লাভ নেই।

ফতে—কি আমায় অপমান? এর আমি ভাল ক'রে প্রতিশোধ নেব। বরকন্দাজ! শীগ্‌গির কাজ সেরে নে।

(বরকন্দাজের পুনরায় লক্ষ্মীর নিকট গমন)

লক্ষ্মী—হা ভগবান! গরীবের কি কেউ নেই?

(উদাসীনের প্রবেশ ও গীত)

গীত।

কে বলেরে কেউ নাই—
কাঙাল হরি কাঙাল তরে ঘুরচেরে সদাই ;
ডাকনা একবার প্রাণ খুলে ব্যথা তোর যাবে চ'লে
অমন ব্যথার ব্যথিত ত্রিসংসারে দুজন কেহ নাই ;

বিপত্তে মধুসূদন ডাকনারে তুই অনুক্ষণ
সকল জ্বালা দূরে যাবে শান্তি পাবি তায় ;
দয়াল হরি নামটি ব'লে নাচনা দুটী বাহু তুলে
দুঃখের ধারা যাবে ডুবে আনন্দ ধারায়।

উদাসীন—(ফতেসিংএর প্রতি) এই ব্যাটা ! এই তোর টাকা নে (টাকা প্রদান) বেটীকে কিছু বলিস্ নে—ওর ভারি কষ্ট হয়েছে।

ফতে—(অবাক হয়ে মুখের দিকে কিছুক্ষণ দেখিয়া) য়্যা ! তুমি কে ? তুমি কি যথার্থই পাগল ? এতগুলো টাকা অকাতরে পরের জন্য দিলে ?—না, আর আমি টাকা চাইনে, তোমার টাকা তুমি ফিরিয়ে নাও। আমার মোহ কেটেচে। (টাকা ফেরৎ প্রদান) প্যায়দা ! পরওয়ানা নিয়ে এস। (পেয়াদা কর্ত্তৃক পরওয়ানা প্রদান এবং ফতেসিং কর্ত্তৃক সমস্ত টাকা বুঝিয়া পাইলাম বলিয়া সহিকরণ) রামকিষণ ! এই নাও (রসিদ প্রদান) আজ থেকে তুমি আমার ঋণমুক্ত। (লক্ষ্মীর প্রতি) মা ! অজ্ঞান সন্তানকে ক্ষমা কর।

লক্ষ্মী ভগবান্ তোমাকে মাপ ক'রবেন বাবা !

সুরয—উদাসীন ! আজ তোমার দয়ায় একজন ঋণমুক্ত হ'ল, নারীর ইজ্জত বজায় থাকলো ! সব চেয়ে একজন চৈতন্যহীনের চেতনা হ'ল। উদাসীন তুমিই ধন্য। আমরা চাষা, কি ব'লে যে তোমার প্রশংসা ক'রব তা জানি না।

উদা—থাম্ ব্যাটা থাম্। ফের ব'লবি তো চ'লে যাব।

সুরয—আচ্ছা আর ব'লব না ; কিন্তু উদাসীন ! আজ তুমি তো একজনকে ঋণমুক্ত ক'রলে কিন্তু এ রকম যে শত শত ঋণগ্রস্ত লোক রয়েচে—অনেকের একদিন অন্তর একদিনও দুমুটো ভাত মুখে ওঠে না—তাদের দশা কি হবে ?

উদা—কাঙালের হরিকে ডাকনা সব সেরে যাবেরে বেটা সব সেরে যাবে। আয় সকলকে নিয়ে আমার সঙ্গে আয়—বিষ্ণুগ্রামে অনন্তদেব আছেন তাঁর কাছে আয়—তিনি যা বলেন তাই ক'রবি সব কষ্ট চ'লে যাবে।

সুরথ—চ'ল আমরা সকলেই তোমার সঙ্গে যাচ্ছি।

পেয়াদা—উদাসীন! আমিও তোমার সঙ্গে যাব—এ পাপ কাজ আর ক'রব না।

উদা—আচ্ছা আয়।

ফতে—উদাসীন! আমি এখন কি ক'রব?

উদা—আচ্ছা, তুইও আয়। [সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

জাতীয় সঙ্ঘের কার্য্যালয়

অনন্তদেব

অনন্ত—ঘোর বিভীষিকাময় দারুণ আঁধার
আচ্ছন্ন করিছে যেন ঘন ঘটা করি,
ক্ষণিক চপলা সম আশার আলোক
দেখা দিয়ে পুনরায় যাইছে চলিয়া ;
কালের প্রভাবে এবে কলি বলবান্,
পাপের প্রবল বন্যা উত্তাল তরঙ্গে
প্লাবিয়া নগর গ্রাম সৈকত পুলিন
বদন ব্যাদানি হায় ! ভীষণ আকারে
গ্রাসিতে উদ্যত আজি সমগ্র মেদিনী।
কি পারি করিতে আমি হেন অরিপাশে
তাড়ায়েছে ধর্ম্মে যারা স্বীয় শক্তিবলে ?
ধর্ম্ম-অভ্যুদয় বিনা নাহি অন্যোপায়,
বর্ণাশ্রম-সংস্থাপন পুনঃ প্রয়োজন।
কেমনে হইবে ইহা ! তবে কিগো হায় !
ধর্ম্মভূমি ধর্ম্মহীন রবে চিরতরে ?
প্রেম—প্রেম—প্রেম হেরি একমাত্র পথ,
প্রেমেতে ভাসিল শিলা সাগর-সলিলে,
প্রেমেতে বানরে নরে হইল প্রণয়,

প্রেমেতে চণ্ডাল হ'ল সম্রাট-বান্ধব ;
আবার প্রেমেতে হবে ধর্ম্ম-অভ্যুদয়,
বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম পুনঃ হবে সংস্থাপিত,
বিভিন্ন মানব মাঝে আসিবে একতা,
হাসিবে ধরিত্রী ধর্ম্ম পুলকে আবার।

(কিষণ ও হরিহরের প্রবেশ)

অনন্ত—তোমাদের খবর ভাল তো ?

কিষণ—আজ্ঞে হাঁ। এক কোটিরও অধিক লোক জাতীয় সভার সভ্য হয়েছে এবং কাজও বেশ চল্‌ছে।

অনন্ত—ভাল ; সুখী হলুম কিন্তু এতে তোমাদের কাজ শেষ হয় নি—এখনও আরো অন্ততঃ চার কোটী সভ্য বাড়াতে হবে এবং নিয়মিত ভাবে অর্থ সংগ্রহ করতে হবে। এ কাজ একা হবে না—সম্মিলিত শক্তির দরকার।

কিষণ—তা আপনার আশীর্ব্বাদে হয়ে যাবে।

(ছক্কন, দেবী, শ্যাম, সুরয, রামকিষণ, ফতেসিংএর সহিত উদাসীনের প্রবেশ)

উদাসীন—(ছক্কন প্রভৃতির প্রতি) ওরে ঐ অনন্তদেব, কিষণচাঁদ ও হরিহর রয়েছে—তোদের কথা ওদের বল্‌গে যা—সব জ্বালা জুড়িয়ে যাবে।

ছক্কন প্রভৃতি—পেরনাম হই। (দণ্ডবৎ প্রণাম)

হরিহর—কে ও, সুরযদাদা, তুমি ভাল আছ তো ? ছেলে মেয়েরা সব ভাল আছে ?

সুরয—হাঁ দাদা, সবাই ভাল আছে।

কিষণ—এখন এরা কি জন্য এসেছে শোনা যাক।

শ্যাম ক্ষেত্রী—আজ্ঞে আমরা বড় বিপদগ্রস্ত। কাজ-কারবার তো এক রকম বন্ধ বল্লেই হয়, জমিতে ত সে রকম ফসল নেই অথচ দিন দিন নতুন নতুন কর ব'সচে, জিনিষপত্তরও মাগ্‌গি হয়েছে, এখন নিজেরাই বা খাই কি আর খাজনা টেক্সই বা দিই কোত্থেকে?

দেবী—এরি মধ্যে অনেকেরই খাজনার দায়ে মালামাল নিলেম হ'য়ে গ্যাছে—খাজনা দেবে কোত্থেকে—প্রায় লোকেরই দিন দু' মুটো ভাতই জুটচে না।

শ্যাম ক্ষেত্রী—সে তো যা হবার তা হচ্চে—এখন উপায় কি?

কিষণ—উপায় নিজেদের হাতে—নিজেরা নিজের পায়ের উপর ভর দিয়ে দাঁড়াতে শেখ—দুঃখু কষ্ট আপনাআপনিই চ'লে যাবে।

দেবী—আমরা নিজের ছাড়া আর কার পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াই? আপনি কি ব'লচেন?

কিষণ—আমি যা ব'লচি তা ঠিক। এই দুঃখু কষ্টের সম্পূর্ণ দায়িক যে সরকার বাহাদুর তা নয়, আমরা নিজেরাই অনেকটা ডেকে আনি।

দেবী—দুঃখু কষ্ট কে আবার ইচ্ছে ক'রে ডেকে আনে—কিছুতো বুঝতে পারছি নে।

কিষণ—এই শোন; আগে আমাদের মেয়েরা সেমিজ জ্যাকেট কাকে বলে তা জানত না, সাবান মাখত' না বা পাউডার পমেটম কি রুস মেখে বিবি সাজতো না—এখন এগুলি দৈনিক দরকার—নিম্ন শ্রেণী কি উচ্চ শ্রেণী, ধনী বা গরীব, সকল ঘরেই এগুলির চ'লতি হয়েছে। এ ছাড়া আরও কত জিনিস যে চলেছে তার

ইয়ত্তা নেই—এতে হাজার হাজার টাকা নষ্ট হচ্চে, আর এই অবৈধ খরচ ক'রে নিজেরা অভাব ডেকে আনচি। এক্ষণে তোমাদের কি কর্ত্তব্য তা অনন্তদেবের মুখে শোন।

অনন্ত—এখন তোমাদের—শুধু তোমাদের কেন—সমস্ত দেশবাসীর নিজের পায়ে নির্ভর ক'রে জননী জন্মভূমির সেবা ব্যতীত আর দ্বিতীয় উপায় বা কর্ত্তব্য নাই। যে দেশের বস্ত্র সমগ্র পৃথিবীর লজ্জা নিবারণ ক'রত, যার শস্য ফসলে অপর দেশের অন্নসংস্থান হ'ত, আজ সেই স্বর্ণভূমি শ্মশানভূমিতে পরিণত; আজ সেই দেশ খাদ্যাভাবে কঙ্কালসার, বস্ত্রাভাবে লজ্জাগ্রস্ত, বিকট ব্যাধির লীলাভূমি।

শ্যাম ক্ষেত্রী—এ রকম হ'ল কেন?

অনন্ত—দেশের উৎপন্ন শস্যাদি অধিক পরিমাণে বিদেশে রপ্তানী হচ্ছে—দেশের জিনিস দেশে থাকচে না।

শ্যাম ক্ষেত্রী—আপনিই তো ব'ল্লেন এ দেশের শস্যে অপর দেশের অন্ন-সংস্থান হ'ত, তবে এখন বিদেশে গেলে ক্ষেতি হয় কেন?

অনন্ত—পূর্ব্বে দেশে এত ফসল উৎপন্ন হ'ত যে প্রচুর পরিমাণে বিদেশে রপ্তানী হ'য়েও যথেষ্ট থাকত'। এখন নদীর জলপথ প্রভৃতি বন্ধ হওয়ায় জমির উৎপাদিকা-শক্তি ক'মে গ্যাছে, পূর্ব্বের তুলনায় সিকি শস্যও জন্মাচ্চে না। শস্যশ্যামলা স্বর্ণভূমি মরু-ভূমিতে পরিণত হ'তে ব'সেছে; আর আমরা এমনই মূর্খ যে বিদেশ থেকে যে সব অসার দ্রব্য আমদানী হয় তাই সাদরে কিনি—তার চাকচিক্যে মোহিত হই। এরূপ ক'রে নিজের অভাব নিজে ডেকে আনি, ঋণগ্রস্ত ও অন্নহীন হ'য়ে প'ড়ি।

শ্যাম ক্ষেত্রী—এখন বেশ বুঝতে পারচি, কিন্তু এখন উদ্ধারের উপায় কি? নিরুপায় কাঙাল গরীবদের কি হবে?

অনন্ত—নিরুপায়ের উপায় ভগবান্। তাঁর উপর নির্ভর ক'রলে কোন ভাবনাই থাকবে না। তোমরা যে ভাই! মোহনিদ্রায় নিদ্রিত, কিছুই বুঝতে পারচ না; একবার জাগ—জ্ঞান-চক্ষে চেয়ে দেখ—সব বুঝতে পারবে। আর বুঝতে পারলেই পরমুখাপেক্ষী হ'তে হবে না। হতাশ হয়ো না—এখন' সময় আছে। নিজেদের ঘরোয়া বিবাদ মিটিয়ে ফেল—শুধু নিজের স্বার্থের দিকেই চেয়ে থেক না। তোমরা সকলেই একমায়ের ছেলে—ভাই ভাই—ভায়ে ভায়ে ভালবাসায় আবদ্ধ হও—সমস্ত জগতকে প্রেমে মুগ্ধ কর, জননী জন্মভূমিকে ভক্তিভরে প্রণাম কর, মাতৃভক্ত হও। আবার নিজ হাতে সূত কাট, প্রতি বাড়ীতে বাড়ীতে তুলোর গাছ কর, আর যার বেশী জমি আছে সে তুলোর আবাদ কর।

ছক্কন—তা হ'লে কি ধান-পাটের চাষ ক'রব না?

অনন্ত—ধানের চাষ খুব ক'রবে; তবে পাটের চাষ যত না ক'রে পার ততই ভাল।

ছক্কন—পাটে যে অনেক টাকা পাই।

অনন্ত—এই পাটেই কৃষিজীবীদের সর্ব্বনাশ করচে। পাটের চাষ আপাত-মধুর বটে কিন্তু শেষে অত্যন্ত তিক্ত।

সুরয—সে আবার কেমন?

অনন্ত—পাটের দর বেশী, চাষা পাট বেচে বেশী টাকা পায়, টাকা হাতে পেলেই মেয়ে ছেলেদের জন্য সেমিজ বডি কেনে, নিজেদের জুত জামা কেনে, আর তারা হাটে গেলে অপর সাধারণের মাচ-

তরকারী কিনতে সামর্থ্য হয় না—এই ক'রে ক্রমশঃ বাবু হয়, অকর্ম্মণ্য হয়ে পড়ে, অভাব ডেকে আনে।

সুরয—এই খাঁটি কথা; সত্যই তো অনেকের এমন হয়েছে; আমরা এখন সব বুঝতে পারচি—পাটের আবাদ আর ক'রব না—নিজেরা মাগী মদ্দে সুত কাটব, তুলোর চাষ ক'রব, পরের মুখের দিকে আর চেয়ে থাকব' না।

অনন্ত—যে দিন তোমাদের এই সুমতি হবে সে দিন দেশের অবস্থা আবার ফিরবে; শস্যশ্যামলা মা জননী আবার স্বর্ণকান্তি ধারণ ক'রে জগতকে চমকিত ক'রে তুলবেন।

সুরয—আপনার কথায় মনের অন্ধকার কেটে গ্যাছে; এক নতুন আশা প্রাণে জেগে উঠ্‌চে। আমরা মাতৃভূমির সেবা ক'রব—পরস্পর পরস্পরকে ভালবাসব, দ্বেষ-হিংসা ত্যাগ ক'রব। হরিহর দাদা! কিষণচাঁদ বাবু! আসুন আমাদের উপদেশ দিন—আমরা দেশের কাজে জীবন দিব।

শ্যাম ক্ষেত্রী প্রভৃতি—আমরাও এই প্রতিজ্ঞা ক'রলেম।

অনন্ত—বড় খুসী হলুম। ভগবান সকলের মঙ্গল করুন।

কিষণ—তবে এস আমরা কাজে অগ্রসর হই।

উদাসীন—(কিষণকে) তুই যাচ্ছিস্ তা যা, আমায় কিছু টাকা দিয়ে যা—পাঁচ হাজার টাকা—মধুগ্রামের লোকেদের দিতে হবে।

কিষণ—আমার কাছে তো অত টাকা নেই, মাত্র তিন হাজার টাকা আছে।

উদা—তবে কি আমার ভাই-বোনেরা খেতে পাবে না?

অনন্ত—ভাই উদাসীন! তুমি যাদের খাওয়াবার জন্য ব্যাকুল, তারা কি না খেয়ে থাকে ভাই!

ফতে—কখনই না। এস উদাসীন! তোমার পাঁচ হাজার টাকার দরকার? আমি ত্রিশ হাজার টাকা দিচ্ছি—তোমার ভাই-বোনদের খাওয়াবে চল।

উদা— তারপর রামকিষণের মত আমার হাতে দড়ি বেঁধে নিয়ে যাস্—তা নিস্ নিবি—এখন ভাই-বোনদের তো খাওয়াই গে।

ফতে—না উদাসীন! আমি আর সেই কৃপণ লোভী ফতে সিং নই। আমি আমার যথাসর্ব্বস্ব বহু লক্ষ টাকার সম্পত্তি অকাতরে তোমাকে দিচ্ছি—তুমি দশের কাজে মায়ের কাজে যথেচ্ছা খরচ কর।

উদা—আচ্ছা বেটা চল।

সকলে—জয় জয় মা জননী।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

রামকিঙ্করের বৈঠকখানা

(রামকিঙ্কর, অযোধ্যা পাড়ে, কৃষ্ণমূর্ত্তি ও সদাশিব)

কৃষ্ণ— পাড়েজি ! জাতীয় সঙ্ঘের বিরুদ্ধে আমরা আপনাদের সাহায্য চাই ; তারা আমাদের বড়ই অনিষ্ট ক'রচে।

অযোধ্যা—কি অনিষ্ট ক'রচে ?

কৃষ্ণ—আপনারা কি শোনেন নি ? আমাদের জাত ভাইদের নানা রকম ছল কৌশল ক'রে তাদের দলে টেনে নিচ্চে।

অযোধ্যা—আপনাদের জাত ভায়েরা যাচ্চে কেন ?

কৃষ্ণ—আরে মশায় ! সাধে কি আর যাচ্চে ! আগে তাদের জল আর্য্যেরা কেউ ছুঁতই না এখন, তাদের জল, ছোঁয়া প'ড়ে মরুক, খেতে সুরু ক'রে দিয়েছে। দেব-দেবী-মন্দিরে ঢুকতে পেত না এখন অবাধ গতি, একাসনে বসবার অধিকার পেয়েচে। ধোপা নাপিত পেত'না এখন আর্য্যদের ধোপা নাপিত নির্ব্বিঘ্নে তাদের কাজ ক'রচে—এই সব কারণেই যাচ্চে।

রাম—যা শুনলুম তাতে তো আপনাদেরই লাভ হয়েছে সুতরাং জাতীয় সঙ্ঘের বিরুদ্ধাচরণ ক'রবেন কেন ?

কৃষ্ণ—মশায় ! লাভের চেয়ে অলাভই বেশী। আমাদের দল দিন দিন ক'মে যাচ্চে—একতা নষ্ট হচ্চে, আমাদের সর্ব্বনাশ হচ্চে।

সদাশিব—জাতীয় সঙ্ঘ আরও কি ক'রচে শুনবেন ? আগে তো আপ-

নাদের মেয়েদের অনার্য্যেরা ছুঁলেই জাতিচ্যুত সমাজচ্যুত হ'ত, আর ধর্ষিতা হলে তো কথাই নাই, আর এখন কি হয়েছে জানেন ? ছুঁলে তো জাত যায়ই না এমন কি ধর্ষিতা হলেও সমাজে অবাধে গ্রহণ ক'রচে। বলুন দেখি, এতে আমাদের কত অনিষ্ট হচ্চে ? আরও শুনচি, আমাদের ঘরের ভাল মেয়ে পেলে তাও আর্য্যসমাজে গ্রহণ ক'রবে।

কৃষ্ণ—এখন আপনারা আমাদের সাহায্য ক'রবেন কিনা বলুন ?

রাম—আপনারা জাতীয় সঙ্ঘের বিরুদ্ধে কি ক'রতে চান ?

কৃষ্ণ—যে কোন উপায়ে তাদের অপদস্থ ক'রতে চাই এবং সুযোগ পেলে জেলেও দিতে চাই।

রাম— তাইত, তাদের তো বিশেষ কিছু দোষ দেখচি না।

কৃষ্ণ— তাহ'লে আমাদের সাহায্য ক'রবেন না ?

রাম—না—তাই বা বলি কি ক'রে। যখন আপনাদের সঙ্গে চুক্তি ক'রেচি তখন সাহায্য ক'রতে বাধ্য।

কৃষ্ণ—শুনে আশ্বস্ত হলাম।

অযোধ্যা—দেখুন, আমাদেরও একটা কথা আছে সেটা আপনাদের রাখতে হবে।

কৃষ্ণ—কি কথা আগে বলুন।

অযোধ্যা—কথা বিশেষ কিছু নয়। এই আবগারী বিভাগ যাতে ক্রমশঃ উঠে যায় আমরা সেই চেষ্টা ক'রব—আপনাদের সে বিষয়ে সাহায্য ক'রতে হবে।

কৃষ্ণ—আচ্ছা, এ বিষয়ে বিবেচনা করা যাবে।

অযোধ্যা—বলেন কি মশায় ! যে কাজে দেশের বিশেষ উপকার হবে, সে বিষয়েও বিবেচনা ক'রতে হবে ?

কৃষ্ণ—মশায়! দেশের অপকার উপকার বুঝি না. আমরা বিবেচনা না ক'রে উত্তর দিই না।

অযোধ্যা—আপনারাও তো আমাদের সঙ্গে চুক্তিতে আবদ্ধ।

কৃষ্ণ—মশায়! আমরা অত শত বুঝি না; যা বল্লাম শুনতে হয় শুনুন না হয় যা ইচ্ছে করুন।

অযোধ্যা—তবে আমরাই বা আপনাদের কথা শুনবো কেন?

কৃষ্ণ—বেশ—না শোনেন স্পষ্ট ক'রে বলুন।

রাম— আহা! এই সামান্য বিষয় নিয়ে অত বাগবিতণ্ডা কেন?

সদাশিব—পাড়েজি! চ'টবেন না। আমরা সাহায্য ক'রব না একথা তো বলি নি, বিবেচনা ক'রে উত্তর দেব, এতে চটার কিছু নেই।

রাম— তাত বটেই; আপনারা বিবেচনা ক'রেই উত্তর দেবেন।

কৃষ্ণ— আর আপনারা?

রাম— আমরা তো বলেই দিইচি যে সাহায্য ক'রব।

সদাশিব—তাহ'লে আমরা আজ আসি। নমস্কার।

কৃষ্ণ—নমস্কার। [কৃষ্ণ ও সদাশিবের প্রস্থান।

রাম—পাড়েজি! অনার্য্যনেতাদের দেখচি আঠার আনায় গণ্ডা পূরাবার মতলব, আর আমাদের বেলায় আট আনায় পোরে তাতেও ক্ষতি নাই।

অযোধ্যা—আমি তো একেবারে অবাক হয়ে গেছি।

(কিষণচাঁদ ও হরিহরের প্রবেশ)

রাম—আরে কিষণচাঁদ বাবু হরিহর বাবু যে! আসুন আসুন নমস্কার।

কিষণ ও হরি—নমস্কার।

রাম—আপনাদের জাতীয় সঙ্ঘের কাজকর্ম্ম চ'লচে কেমন ?

কিষণ—আমরা আর কি ব'লব; কেমন চ'লচে তাতো আপনারা দেখতেই পাচ্চেন।

রাম—এখন আপনাদের সঙ্ঘের প্রধান উদ্দেশ্য কি ?

কিষণ—পল্লীসংস্কার, গ্রাম হ'তে জরা-ব্যাধি দূরীকরণ, স্বাস্থ্যরক্ষা, ব্যায়ামচর্চ্চা, কৃষি উন্নতি, আত্মনির্ভরশীলতা, উচ্চ নিম্নশ্রেণীর মধ্যে ঐক্য ও সদ্ভাব স্থাপন এবং যুবকগণের চরিত্রগঠন।

রাম—কতদূর কৃতকার্য্য হয়েছেন ?

কিষণ—কার্য্য কিছু কিছু হয়েছে এবং ক্রমশঃ ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্চে। জমিদারেরা দেশত্যাগ ক'রে রাজধানীতে বাস ক'রে নিজেরাও সর্ব্বস্বান্ত হচ্ছিলেন এবং প্রজাদেরও সর্ব্বনাশ ক'রছিলেন, সঙ্ঘের চেষ্টায় সেটা কতক পরিমাণে নিবারিত হয়েছে।

রাম—হঠাৎ আজ এখানে শুভাগমনের কারণ কি ?

কিষণ—কারণ অন্য কিছু নয়; আপনারা আমাদের সঙ্ঘে যোগ দিন। আর দেখতেও পাচ্চি শুনতেও পাচ্চি অনার্য্যদের সঙ্গে চুক্তি ক'রে কেবল তাদেরি সুবিধে ক'রে দিচ্চেন, আর নিজেদের কোন দরকারের সময় তারা আপনাদের সাহায্য করা দূরে থাক একটু সহানুভূতিও দেখায় না।

রাম—তা কতক পরিমাণে ঠিক বটে; তবে কি জানেন, ওদের ছেড়ে দিলে কার্য্যোদ্ধার হবে না।

কিষণ—লোভ দেখিয়ে বা খোসামোদ ক'রে অনার্য্যনেতাদের বেশী দিন যে দলে রাখতে পারবেন সে বিশ্বাস আমাদের নাই। আর এটাও ঠিক যে চুক্তিপত্রের বাঁধন বড় শক্ত বাঁধন নয়, সামান্য একটু এদিক ওদিক হলেই সে বাঁধন খুলে যায়। যদি সম্ভব হয়

তাদের প্রেমে বা ভালবাসায় আবদ্ধ করুন—এ বাঁধন কখন শিথিল হয় না। আর যদি তা না পারেন সমস্ত আর্য্যশক্তি একত্রিত ক'রে সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়ান। এ যদি সম্ভবে পরিণত ক'রতে সক্ষম হন কার্য্যোদ্ধারে বিন্দুমাত্র বিলম্ব হবে না—যত প্রবল শক্তিই বাধা দিতে অগ্রসর হ'ক সঙ্ঘবদ্ধ শক্তির প্রচণ্ড আঘাতে চুরমার হ'য়ে স্রোতের বেগে ভেসে চলে যাবে; অনার্য্যদের বিনা সাহায্যেই গন্তব্য স্থানে উপস্থিত হ'তে সক্ষম হবেন এবং অনার্য্যেরাও ক্রমশঃ খোসামোদ ক'রে আপনাদের সঙ্গে যোগ দিতে লালায়িত হবে। আর আমার এই কথাগুলো যদি বাতুলের প্রলাপ ব'লে উড়িয়ে দেন তা হ'লে দেখবেন যে—তারা যতদিন না বুঝতে পারবে যে আপনাদের ছাড়লে তাদেরও ক্ষতি ততদিন তারা নিজেদের স্বার্থের দিকে ষোল আনার স্থলে আঠার আনা টানবে।

রাম—এখন করা যায় কি?

কিষণ—নিজেরা আমার শেষের যুক্তি গ্রহণ ক'রে একটু কড়া হয়ে দাঁড়ান আর আমাদের সঙ্ঘে যোগ দিন।

রাম—আপনাদের সঙ্ঘে যোগ দিই কেমন ক'রে? যদিও উভয় দলের লক্ষ্য এক, কিন্তু পন্থা বিভিন্ন।

কিষণ—দেখুন—যখন লক্ষ্য এক তখন উভয় দলের মন'মত একটা পন্থা খুঁজে বার করা অসম্ভব নয়।

রাম—তা নয় বটে, তবে বড় সহজও নয়। আচ্ছা, আর একদিন এ সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা হবে।

কিষণ—আচ্ছা, তা হ'লে আমরা আজকের মত বিদায় গ্রহণ করি।

[কিষণ ও হরিহরের নমস্কারান্তে প্রস্থান।

রাম—তাইত পাড়েজি ! অনার্য্যেরা নিজেদের কাজ আমাদের দিয়ে বেশ হাঁসিল ক'রে নিচ্চে, আর আমরা সাহায্য চাইলেই ইতস্ততঃ করে, এখন করা যায় কি ?

অযোধ্যা—তাইত মশায় ! দিন দিন বড় বাড়াবাড়ি ক'রে তুলেচে। দেখচি অবশেষে জাতীয় সঙ্ঘেই যোগ দিতে হবে।

(ছদ্মবেশী কলি ও পাপের প্রবেশ)

রাম—আরে এস বন্ধু এস, খবর ভালতো ?

কলি—খবর ভাল বৈকি, তোমরা জাতীয় সঙ্ঘে যোগ দেবে না কি ব'লছিলে না ?

রাম—হ্যাঁ, পাড়েজী অনার্য্য নেতাদের উপর বিরক্ত হয়ে ঐরূপ বল'ছিলেন।

কলি—অমন কাজ ক'রনা বন্ধু ! অমন কাজ ক'রনা ; ওই সঙ্ঘের ছায়া মাড়িও না। অনার্য্য নেতারা ঐ সঙ্ঘের সভ্যদের জেলে পাঠাবার ব্যবস্থা ক'রচে, ওতে যোগ দিলে তোমাদেরও কারা-বাস অনিবার্য্য।

রাম—বন্ধু ! আমরা কি এমনই কাঁচা যে অমনি ওরা বল্লে আর তাদের দলে যোগ দিলুম ? নেতাগিরী ক'রতে রাজী—তা ব'লে জেলে যেতে রাজী নই।

কলি—তাইত বলি, বন্ধু কি আর এমনই কাঁচা ছেলে !

রাম—আরে ভাই ! সংসারে আসা আমোদ আহ্লাদ স্ফূর্ত্তি ক'রতে, আর যদি সুবিধে হয় তো কোন রকমে নিজের নাম জাহির ক'রতে, কষ্ট ভোগ ক'রতে যাব কেন ?

কলি—তাতো বটেই ; আজ একটু স্ফূর্ত্তি চলুক। সুধার বোতল আনাও।

রাম—নিশ্চয়ই—তোমার সঙ্গিনীকে একখানা গাইতে বল বন্ধু! বোতল আমার সঙ্গেই আছে। (বোতল বাহির করণ)

কলি—(পাপকে) ওগো! বন্ধুদের একখানা গান শুনিয়ে দাও!

পাপের গীত

পাপ— (ওগো বঁধু) ধর সুধাধারা,
সোহাগে পিও সুধা মিটাও বঁধু প্রণয়-ক্ষুধা,
এমন সুধা ফুরিয়ে গেলে হবে দিশে হারা;
আমার এই সুধা খেলে সকল জ্বালা যাবে চ'লে
ছুটবে অঙ্গে ফুলের গন্ধ হবে মাতোয়ারা;
আমি কাম-সহচরী মত্ত অলি মধুকরী
আমার সুধা পান করিলে মিলে চাঁদের তারা;
আমি ওগো চাতকিনী মিটাও তৃষা গুণমণি
আদরিণী আমি আজি বিরহ-বিধুরা।

রাম—বহুত আচ্ছা; পাড়েজি! আসুন একগ্লাস হ'ক।

(সকলের মদ্য পান এবং পাপ ও কলির প্রস্থান)

রাম—য়্যাঃ! বন্ধু! সুধার সাগরে ডুবিয়ে স'রে প'ড়লে?

অযোধ্যা—এরা রসজ্ঞ নয়?

রাম—মোটেই না। তবে আজকের মত এখানেই ইতি দেওয়া যাক।

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

সাধারণ উদ্যান

(বিদ্যাদিগ্‌গজ ও অভ্রান্ত মিশ্র)

অভ্রান্ত—তাইত হে দিগ্‌গজ ! এখন করি কি ?—আমি যে নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মারলুম !

বিদ্যা—ভূমিকা বাদ দিয়ে একটু স্পষ্ট ক'রেই বল না ; আমিতো আর তোমাদের মত ল্যাজআলা দার্শনিক নই যে ভাবেই বুঝে নেব।

অভ্রান্ত—ভাই ! তোমার ঐ ব্যাঙ্গ এখন একটু ছাড়, আমি বড় যন্ত্রণায় প'ড়িচি—মনে একটুও শান্তি নেই।

বিদ্যা—য়্যাঃ ! বল কি ! তোমার মনে শান্তি নেই ?

অভ্রান্ত—সত্য কথা ভাই ! আমি সখ ক'রে অশান্তি ডেকে এনেচি।

বিদ্যা—অশান্তি আবার কেউ সখ ক'রে ডেকে আনে নাকি ? এ যে নতুন কথা শুনলুম। তবে কি না তুমি যাই কর তাইই নতুন সুতরাং এতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই। যা হ'ক এখন অন্তরাটা ভাঙ'।

অভ্রান্ত—তুমিত জান ! আমি সমাজসংস্কার ক'রব ব'লে প্রথমে স্ত্রী-সংস্কারে হস্তক্ষেপ করি ?

বিদ্যা—তা আর জানিনে ? খুব জানি। এই জন্যেই তো তোমার সভ্যের তালিকা থেকে আমার নাম কেটে দাও। যাক এখন ব্যাপারখানা বল।

অভ্রান্ত—তুমি যে একেবারে না জান তা নয়। আমি সংস্কারটা আমার বাড়ী থেকেই আরম্ভ করি, তাতো তুমি ভালই জান।

বিদ্যা—তা জানি বৈ কি।

অভ্রান্ত—এওতো তুমি জান যে মিসেস্ মিশ্র প্রথমে ঘরের বাহিরেই বেরোতে রাজি হয় না, আর এখন শুধু তিনি কেন—বাড়ীর সব মেয়েদেরই সকাল বিকেল ফাঁকায় হাওয়া না খেলে চলে না। এখন এমন হয়ে উঠেচে যে আমার জরুরি কাজে বেরুতে হ'লেও নিজের দু-দু'খানা মোটর গাড়ী থাকতেও গাড়ী ভাড়া ক'রে যেতে হয়।

বিদ্যা—এতে আর দোষ কি—হাওয়া না খেলে শরীর ভাল থাকবে কেন? আর মোটর গাড়ী চ'ড়ে চারিদিকে ঘুরে না বেড়ালে—পাঁচ রকমের লোক না দেখলে—মনের ভাবই বা ফুটবে কেন, আর প্রাণটাই বা প্রশস্ত হবে কেন?

অভ্রান্ত—শুধু কি এই? অনবরত গিন্নী আর তাঁর মেয়েদের বন্ধুবান্ধব আসার গুতোয় আমাকে একেবারে অস্থির ক'রে তুলেচে—তাদের চা-বিস্কুট আর জলখাবার যোগাতে যোগাতে হয়রাণ হয়ে পড়িচি—ঝি চাকরতো আর কেউ থাকতে চায় না।

বিদ্যা—আরে এতে অস্থির হ'লে চলবে কেন? বন্ধু বান্ধবেরা না এলে দুটো কথাবার্ত্তাই বা কার সঙ্গে হয়, আর তর্ক-বিতর্কই বা কার সঙ্গে চলে? আরে থুড়ি, তুমি একটা ভারি অন্যায় কাজ ক'রে ফেলেচ।

অভ্রান্ত—আবার অন্যায় কাজ কি ক'রলুম হে?

বিদ্যা—মিসেস্ মিশ্রকে তুমি গিন্নী বলেচ—এ প্রথা-বিরুদ্ধ, রুচি-বিরুদ্ধ

কাজ হয়েচে—তোমার নামে এতে ডিফামেসন্ চার্জ্জ আনা যেতে পারে।

অভ্রান্ত—ভাই! মরার উপর আর খাড়ার ঘা দিও না। দিন দিন মাগীদের ব্যাপার দেখে আমি অবাক হয়ে যাচ্চি। এখন কিনা গিন্নীর সঙ্গে দেখা ক'রতে গেলে বলে, সময় নেই অবসর মত এস; অথচ মিষ্টার খটান আসচেন, মিষ্টার টিন্‌ডন্ আসচেন, মিসেস্ প্যাটেল আসচেন—তাদের অবারিত দ্বার।

বিদ্যা—তুমি ঘরের লোক কি না—তোমার সঙ্গে দুদিন পরে দেখা হ'লেই বা দোষ্ কি? তাই ব'লে বাইরের লোক, বিশেষতঃ বন্ধুবান্ধব, তাদের সঙ্গে কি দেখা না করা চলে?

অভ্রান্ত—সে যাই বল ভাই! মাগীর ভারি বাড়াবাড়ি হয়েছে। আমাকে তো এখন গ্রাহ্যের মধ্যেই আনে না; ঘর-গৃহস্থালী তো শিকেয় উঠেচে; চাকর-বামনে যদি দয়া ক'রে একমুটো দেয় তবেই খাওয়া হয়।

বিদ্যা—তবে কি তুমি ব'লতে চাও অসভ্য মেয়েদের মত মিসেস্ মিশ্র এই দারুণ গরমের মধ্যে, আগুনের তাতে, নিজের শরীর ঝল্‌সিয়ে তোমাকে রেঁধে খাওয়াবে?

অভ্রান্ত—কেন তোমার ব্রাহ্মণী কি গরমের ভয়ে তোমাকে রেঁধে খাওয়ায় না?

বিদ্যা—সে খাওয়াবে না কেন। তবে তার সঙ্গে কি মিসেস্ মিশ্রের তুলনা হয়? সে বড়লোকের পরিবারও নয় বা সংস্কার পেয়ে আলোতেও আসেনি—অসভ্য হয়ে আঁধারেই আছে।

অভ্রান্ত—বড়লোকের পরিবারেরা কি স্বামী-পুত্রকে রেঁধে খাওয়ায় না?

বিদ্যা—ক্বচিৎ।

অভ্রান্ত—ও সব কথা যাক, এখন শোন ; মাগী শুধু যে এতেই নিরস্ত আছে তা নয়, আমাকে একেবারে সর্ব্বস্বান্ত ক'রে তোলার যোগাড় ক'রেচে। প্রতি সপ্তায় দুটো ক'রে পার্টি দেয় আর আমাকে বিনা বাক্য ব্যয়ে তার খরচ যোগাতে হয়—আর পোষাক-পরিচ্ছদের দাম দিতে দিতে অস্থির হয়ে পড়েচি—কিছু ব'লতে গেলেই বলে, আমিতো আর ইচ্ছে করে এ সব শিখতে যাইনি—তুমি শিখিয়েচ তাই শিখেচি। এখন দেখচি স্ত্রী-সংস্কার করতে গিয়ে নিজের সর্ব্বনাশ তো করিচিই এবং দেশেরও যথেষ্ট ক্ষতি করিচি।

বিদ্যা—আরে ছি! ওকথা কি মুখে আনতে আছে, স্ত্রী-সংস্কার না হ'লে কি দেশের উন্নতি হয়?

অভ্রান্ত—আর ভাই! টিট্‌কিরি দিও না। আমার যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে, আমার চমক ভেঙেচে, আর আমি স্ত্রী-সংস্কারের নামও ক'রব না।

বিদ্যা—উঃ হু! বিশ্বাস ক'রতে পারলুম না। যে কাজের দরুণ বড় বড় খেতাব পেলে, সরকারের কাছে এত সম্মান, রাজপ্রতিনিধিদের অন্তরঙ্গ বন্ধু, আর তারই নাম ক'রবে না?

(জনৈক চৌকিদারের প্রবেশ)

চৌকি—তুম্ লোক কাঁহে হিয়া বৈঠ্‌কে বাত্ কর্‌তে হো?

অভ্রান্ত—কেন দোষ হ'য়েছে কি?

চৌকি—দোষ এহি হ্যায় যো দেশী আদ্‌মিকো হিয়া বৈঠ্‌নেকো হুকুম নেহি হ্যায়।

অভ্রান্ত—দেশী লোকের কসুর কি?

চৌকি—কস্থর-অস্থর নেহি জান্তা, যো হুকুম হ্যায় বাৎলায়া, আভি উঠ্ যাও।

অভ্রান্ত—যদি না উঠি।

চৌকি—ডাণ্ডাকে ঠোকর্‌সে উঠায়েগা।

অভ্রান্ত—জান আমি কে ?

চৌকি—তোম যো হ্যায় সো হ্যায়, উসিমে মেরা কুচ্ দরকার নেহি।

অভ্রান্ত—দেখ, লোক চিনে কথা ব'ল। আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি, সেখানকার সভ্য, আইন পরিষদের সরকার-মনোনীত সভ্য, রাজপ্রতিনিধিদের অন্তরঙ্গ বন্ধু।

চৌকি—তু মেরা সার্ হ্যায়। জল্‌দি ইহাঁসে ভাগ্। ফিন বাত বোলেগা বেকুব ! তব জবরদস্তিসে ভাগায়েগা।

বিদ্যা—(বেঞ্চের পশ্চাতে লুকাইবার চেষ্টা করণ)

অভ্রান্ত—কি আমায় এত বড় অপমান ? এর প্রতিশোধ নোবই নোব !

চৌকি—তেরা যেত্যা তাগৎ হো মত্ ছোড়, আবি ইহাঁসে ভাগ্।
(রুলের গুতো দেওন)

বিদ্যা—(সভয়ে) চৌকিদার সাহেব ! আমি ওঁর মত হুমরো চুমরো নই—একটা যৎসামান্য নগণ্য বাহান্ন—তিপান্ন—আমার উপর যেন দয়া-টয়া ক'রনা—আমি আপনা আপনিই ভাগচি।

চৌকি—আচ্ছা বাবু ! তোম্ যাও।

অভ্রান্ত—আমিও যাচ্চি, কিন্তু তোমায় দেখে নোব, তুমি কেমন চৌকিদার।

চৌকি—কেয়া বদ্‌মাস, হাম্‌কো দেখ্ লেগা—আচ্ছা দেখ্ লেও।
(অভ্রান্তের দুই হস্ত বন্ধন করিয়া রুলের গুতো দেওন)

অভ্রান্ত—উঃ, এমন ক'রে অপমান !

চৌকি—চলিয়ে সার্ বাবু, জল্‌দি চলিয়ে। (রুলের গুতো দেওন)

অভ্রান্ত—উঃ! আর সহ্য হয় না—হা ভগবান্! এত অপমান! মান-সম্ভ্রম সব গেল।

(উদাসীনের প্রবেশ)

(গীত)

উদাসীন—মান সম্ভ্রম তোর আছে কোথায়?

তুই নিজের ঘরে পর হ'য়েছিস, বুঝেও রে তুই বুঝিস না তায়!
পথ চলিস তুই চোরের মত, নাকে খৎ তোর অবিরত,
পরে চলে বুক ফুলিয়ে, তোর দোষ কিন্তু পায় পায়।
পরের তরে ভিন্ন আসন, তোর কিন্তু ভাই দশের যেমন,
তুই খাস্‌রে ভেজাল বাসী, পরে মধু লুটে খায়।
দোষ ক'রে পর যায় ফাটকে, তোর ব্যবস্থা ফাঁসি-কাঠে,
তোর মানের ওই বালাই নিয়ে ইচ্ছে করে ম'রে যাই।

চৌকি—(উদাসীনের প্রতি) গোড় লাগে জী আপ্‌কা সব কুশল জী?

উদা—তোমাদের কুশলেই আমার কুশল।

চৌকি—আরে জী, হাম লোগোঁকো কুশল কাঁহাসে হোগা—দিনরাত তো হুকুম খাটতে খাটতে জান যাতা। যো আতা হ্যায়, ওহি মনিব। থোড়া কুচ্ কসুর হুয়া—বস্ জেল জরমানা হো চুকা। রুপিয়া যো মিল্‌তা হ্যায়, ওতো খানেমে লাগ্ যাতা। দেশমে ভি কেয়া ভেজে—আউর লেড়্‌কেবালে কেয়া খাকে জীয়ে।

উদা—আচ্ছা, আর একদিন তোমার সঙ্গে এ কথা হবে। এ লোকটিকে এমন ক'রে বেঁধে নিয়ে যাচ্ছ কেন?

চৌকি—এ বহুৎ বদ্‌মাস্ হ্যায়—রাস্তামে ভিড় কিয়া—হাম্‌কো দেখায়েগা বোলা।

উদা—আমি ওকে ভাল লোক বলে জানি—ওকে ছেড়ে দেবে?

চৌকি—আপ্ বোল্‌নেসে জরুর দেগা।

উদা—তবে দাও না।

চৌকি—(বন্ধন মুক্ত করিয়া) উদাসীজীকো বাৎসে তুম্‌কো ছোড়্ দেতা—লেকিন্ ফিন্ এস্যা কাম্ নেহি কর্‌না। গোড় লাগে উদাসীজী—হাম্ যাতে হেঁ।

[প্রস্থান।

অভ্রান্ত—উদাসীন, তোমার গানের প্রতি ছত্র আমার মর্ম্মে মর্ম্মে আঘাত ক'রেছে। আমি এখন সব বুঝতে পেরেছি। আমার চোখের পর্‌দা খুলে গেছে। আমি তোমার শরণাপন্ন হচ্ছি—আমি কি ক'রব ব'লে দাও। দারুণ অশান্তিতে আমার দেহ জ্বলে পুড়ে খাক্ হ'য়ে যাচ্ছে—আমায় বাঁচাও।

দিগ্‌গজ—(অভ্রান্তের প্রতি) আরে ক'রছ কি? তুমি এত বড় বড় পদবীধারী উচ্চশিক্ষিত সমাজ-সংস্কারক হ'য়ে একটা পাগলের শরণাপন্ন হচ্ছ—লোকে বল্‌বে কি? তোমার যে ইজ্জৎ নষ্ট হবে।

অভ্রান্ত—ভাই আর বিদ্রূপ ক'রোনা—আমার মোহ কেটেছে। ইজ্জতের কথা বল্‌ছ? ইজ্জৎ আমার কেন—আমাদের কারুরই কি সেটা আছে? এতদিন অন্ধ ছিলুম—তাই মানসম্ভ্রম, মানসম্ভ্রম ক'রে বেড়াতুম। আজ আমার সে ভ্রান্তি সম্পূর্ণ দূর হ'য়েছে।

দিগ্‌গজ—ভাই, এ কথা আমি যখন পূর্ব্বে বলেছিলুম, তখন ভারি

কড়া লেগেছিল—আমায় একেবারে দল থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলে।

অভ্রান্ত—ভাই, আমার যথেষ্ট শিক্ষা হ'য়েছে—আর লজ্জা দিও না—আমায় ক্ষমা কর। উদাসীন, আমার আর সহ্য হচ্ছে না—শীগ্‌গীর একটা উপায় ব'লে দাও।

উদা—আয় বেটা আমার সঙ্গে আয়। অনন্তদেবের কাছে চল্—ভাবিস্ নে, একটা উপায় হ'য়ে যাবে।

[সকলের প্রস্থান।

উপযুক্ত কিনা। আমি যতদূর জানি ও দেখতে পাচ্চি তাতে দেশের অধিকাংশ লোকই চায়না, কালও বিরোধী বলেই বোধ হয়, কারণ যে সমাজ থেকেই এ প্রথা উঠে গ্যাছে, সে সমাজেই স্ত্রীলোকেরা উচ্ছৃঙ্খলভাব ধারণ ক'রে প্রায়ই কলুষিতচরিত্রা হ'য়ে পড়চে; পাত্রও উপযুক্ত নয়, কারণ দেশে আর ধর্ম্মশিক্ষা নাই, স্বভাবতঃই মানুষ—কি পুরুষ কি স্ত্রী কামপরবশ। বাঁধাবাঁধির মধ্যে থাকলে কতক পরিমাণে সংযত থাকে, ধর্ম্মশিক্ষাতে এর চেয়েও বেশী কাজ হয়, কিন্তু এখন ধর্ম্মশিক্ষার অভাব; সুতরাং এ অবস্থায় বাঁধাবাঁধির মধ্যে রাখা ভিন্ন অন্য উপায় নাই। পাত্র উপযুক্ত ক'রতে হ'লে ধর্ম্মশিক্ষা প্রধান কর্ত্তব্য।

প্রশান্ত—আপনি কি ব'লতে চান, আধুনিক শিক্ষায় ধর্ম্মশিক্ষা হয় না বা এ শিক্ষা খারাপ?

অনন্ত—এতেও কি কিছু সন্দেহ আছে? আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষায় মানুষ তৈরীর পরিবর্ত্তে গোলামের সৃষ্টি হয়। এ শিক্ষায় নিজের দেশ ভুলিয়ে দেয়, নিজের ধর্ম্মে অনাস্থা জন্মায়, এমন কি নিজের অস্তিত্ব লোপ করে। এতে শেখায় কতকগুলি বুক্‌নি আর ফষ্টীনাষ্টি—কাজের বিষয় অতি কম। এই আধুনিক শিক্ষিত-শিক্ষিতারা ধর্ম্মের তো ধারই ধারে না, এমন কি নিজেরা যে মানুষ তাও ভুলে যায়। ভাবে পরের ভাষায়, লেখে পরের ভাষায়, এমন কি কথাও ব'ল্‌তে চায় পরের ভাষায়, নিজের জাতির অস্তিত্ব পর্য্যন্ত ভুলে যায়, স্বাধীন চিন্তাশক্তি হারিয়ে ফেলে। কোন তথ্য অনুসন্ধান ক'রতে গেলে—অমুক বিদেশী কি ব'লেছে, অমুক পরদেশী কি লিখে গ্যাছে শুধু, তারই

অবতারণা করে, নিজের বুদ্ধিবৃত্তি খাটিয়ে নিজের দেশে কি আছে না আছে তার পরিচয় দিয়ে নিজের একটা স্বাধীন মত প্রকাশ ক'রতে সাহস করে না, সুতরাং আধুনিক শিক্ষা খারাপ তো ভাল কথা, অতি কদর্য্য—অতি হীন।

প্রশান্ত—মেয়েছেলেদের নিজের পায়ে নিজে নির্ভর ক'রে দাঁড়ান কি খারাপ ?

অনন্ত—নিজের পায়ে নিজে নির্ভর ক'রে দাঁড়ান'র অর্থ তো নিজে উপায় ক'রে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করা ? আবহমান কাল কোন দেশেই তো মেয়েরা তা করেনি, আর তা ক'রলে যে ভাল হয় সে বিশ্বাস আমার নাই। যে দেশে এরূপ নিয়ম প্রচলিত হয়েছে সে দেশের স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতি, নিষ্কলঙ্ক-চরিত্র নয়। বিশেষতঃ আমরা এর সমর্থনই ক'রতে পারিনে—যেহেতু আমাদের আদ্যাশক্তিই নিজে পুরুষের অধীনতা গ্রহণ ক'রে জগতকে শিক্ষা দিচ্চেন যে স্ত্রী পুরুষের অধীন। সুতরাং ভাল বলি কি ক'রে ?

প্রশান্ত—যে ভগবান্ পুরুষের সৃষ্টি ক'রেছেন তিনিই স্ত্রী সৃষ্টি ক'রেচেন সুতরাং স্ত্রী, পুরুষের সমান অধিকার পাবে না কেন ?

অনন্ত—সৃষ্টিকর্ত্তা এইরূপ পার্থক্য ক'রেই সৃষ্টি ক'রেচেন যে স্ত্রী পুরুষের সমান অধিকার পেতে পারে না। পুরুষ প্রতিবৎসরে বহুসন্তানের জন্ম দিতে সক্ষম কিন্তু একজন স্ত্রী বৎসরে একটির বেশী সন্তান প্রসব ক'রতে পারে না। স্ত্রীজাতির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই অন্যভাবের এবং ভগবান্ তাদের পুরুষের অধীন ক'রেই সৃষ্টি ক'রেচেন। আমরা এর বিরুদ্ধাচরণ ক'রতে গেলেই ক্রমশঃ বিশৃঙ্খলা এসে প'ড়বে।

প্রশান্ত—তাহ'লে কি স্ত্রীজাতি শিক্ষালাভ ক'রবে না, অধীন হয়েই থাকবে ?

অনন্ত—আধুনিক ধর্ম্মহীন শিক্ষালাভ না করাই ভাল। তবে তাদের পূর্ব্বের মত ধর্ম্ম-সংযুক্ত শিক্ষা দাও, কোন আপত্তি নাই, তাদের সীতা-সাবিত্রী তৈরী কর, তখন তাদের অবরোধ-প্রথা বা পর্দ্দা তুলে দাও, কোন ক্ষতি হবে না। আর অধীনতার কথা ব'লচ ? তারা অধীন কার ? স্বামীর। এ তো তারা আনন্দের সঙ্গেই গ্রহণ করে, আর এতে অধীনতাই বা কোথায় ? স্ত্রীকে যত উচ্চ আসন আমরা দিইচি এত উচ্চ আসন কোন দেশে কোন জাতি দেয়নি। গৃহস্থ যেমন বাইরের কর্ত্তা, স্ত্রীও তেমনি অন্দর মহলের কর্ত্রী; তার হুকুম ব্যতীত অন্দর মহলের কোন কাজই হ'তে পারেনা, সেখানে গৃহস্থের কোন ক্ষমতা নাই। এই কাল্পনিক অধীনতা-স্বাধীনতা নিয়ে কেন সময় নষ্ট ক'রচ ? ভাল ক'রে ভেবে দেখ, সব বুঝতে পারবে। যারা নিজেরা প্রতিপদবিক্ষেপে অধীনতার প্রচণ্ডরশ্মিতে পুড়ে ছারখার হ'য়ে যাচ্ছে, তাদের মুখে স্ত্রীজাতি অধীন থাকবে কেন, এ কথা আদৌ শোভা পায় না।

প্রশান্ত—আপনাকে কোটী প্রণাম। আজ আমার বহুদিনের ভ্রান্তি দূর হ'ল।

উদাসীন—(অভ্রান্তের প্রতি) কিরে তুই বুঝ্‌লি ?

অভ্রান্ত—আমি হাড়ে হাড়ে বুঝিচি, আর যেটুকু সংশয়ছিল তা একেবারে দুর হ'য়ে গেল।

কিষণ—(অনন্তের প্রতি) এঁরা সকলে আপনার মুখ থেকে এঁদের কর্ত্তব্য কি শুনতে এসেছেন; আমাদের কাজ আপনার নির্দ্দেশ অনুসারেই সুচারুরূপে চ'লচে।

অনন্ত—এখন তোমাদের দেশ-মাতৃকা-পূজা ব্যতীত অন্য কর্ত্তব্য নাই। দেশের কাজে জীবন উৎসর্গ কর—স্বার্থ বলি দাও, দ্বেষ-হিংসা ভুলে যাও, মনে প্রাণে বিশ্বাস কর তোমরা এক মায়ের সন্তান—সহোদর ভাই। ভাই ভায়ে ভুলে থেক না—সুদৃঢ় প্রণয়-বন্ধনে আবদ্ধ হও—বিলাসিতা বর্জ্জন কর—পরের মুখের দিকে চেয়ে থেক না। নিজ হাতে সূত কাট, চাষ আবাদ কর, বিভীষিকা বা উৎপীড়নে ভয় পেয়ো না—ক্ষুদ্র স্বার্থে বড় স্বার্থ হারিয়ো না—প্রলোভনে প্রলুব্ধ হয়ো না—নশ্বর শরীর যদি বিনষ্টও হয় তথাপি কর্ত্তব্যপথ চ্যুত হ'ও না—ভগবান্ নিজেই ব'লেচেন :—

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা-
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥

যেদিন সমস্ত দেশবাসী এই ভাবে বিভোর হ'য়ে মাতৃসেবায় নিযুক্ত হ'বে, সে দিন দেশের দৈন্যদশা কাটবে—কেউ আর না খেয়ে ম'রবে না—ব্যাধির করাল মূর্ত্তি আর লোল-রসনায় সতৃষ্ণ নয়নে চেয়ে থাকবে না। সুজলা সুফলা মা আবার শ্যামল শস্যে পরিপূর্ণা হ'য়ে, রাজরাজেশ্বরীবেশে পরিশোভিতা হবেন।

প্রশান্ত—দেব! মুখে আর কি ব'লব? কাজে পরিচয় পাবেন। এখন চ'ল ভাই! সকলে কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হই।

সকলে—জয়, জয় মা জননী। জয় অনন্তদেব। (প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

উজ্জয়িনী রাজকক্ষ

(শিলাদিত্য, বিমলাচার্য্য, বিদূষক, পাপ ও কলি)

শিলা—মন্ত্রী! বিজয়নগরের প্রজাদের উপর নাকি বড়ই অত্যাচার হচ্ছে? তারা নাকি সে জন্য উত্তেজিতও হয়েছে? আমার কাছে অনেকগুলো দরখাস্ত এসেছে।

বিমলা—না সম্রাট্! সমস্ত কথা ঠিক নয়, তবে প্রজারা একটু উত্তেজিত হয়েছিল সত্য, তা আমরা প্রায় ঠাণ্ডা ক'রে এনেচি।

শিলা—কি উপায়ে ঠাণ্ডা ক'রলেন?

বিমলা—প্রজাদের মধ্যে দলাদলি বাধিয়ে দিলুম, একদল অপর দলের বিরুদ্ধে দাঁড়াল এবং নানারকম মামলা মকর্দ্দমা হ'ল।

শিলা—ফল কি হ'ল?

বিমলা—জাতীয় দলের নেতারা এবং সভ্যদের মধ্যে কেউ কেউ কারারুদ্ধ হ'ল।

শিলা—উত্তেজনা তাহ'লে এখন থেমেচে?

বিমলা—প্রায়ই থেমেচে আর যে টুকু আছে অতি অল্পদিনের মধ্যেই থেমে যাবে।

শিলা—আচ্ছা এদের উত্তেজিত হবার কারণ কি?

বিমলা—কারণ তারা এ দেশের প্রজাদের তুল্য অধিকার চায়

শিলা—এতে আর দোষের কারণ কি হ'ল? তারাও প্রজা, এরাও প্রজা সুতরাং তুল্য অধিকার চাওয়াই তো স্বাভাবিক।

বিমলা—তাকি কখন হয় মহারাজ! এ দেশের প্রজাদের সঙ্গে তাদের তুলনা হ'তে পারে না ; তাদের পক্ষে এরা শাসক, আর তারা প্রজা।

শিলা—রাজার কাছে প্রজা সবই সমান তা তারা এদেশেরই হ'ক আর বিজয়নগরেরই হ'ক।

বিমলা—তা বটে। তবে কি জানেন—উজ্জয়িনীর প্রজার খাতির বিজয়নগরের প্রজার চেয়ে কিছু বেশী।

শিলা—সে রাজা স্বীকার করে না।

বিমলা—তা না করুন কিন্তু এরূপ ব্যবস্থাই সর্ব্বস্থানে দেখা যায়।

শিলা—এই অন্যায় ব্যবস্থার দরুণই পৃথিবী অশান্তিময়।

বিমলা—সর্ব্ব স্থানেই তো এইরূপ ব্যবস্থা চ'লে আসচে।

শিলা—তা আসুক—এ অত্যন্ত অন্যায়।

বিমলা—এরূপ না হ'লে বিজিত রাজ্য শাসন করা যায় না।

বিদূষক—তাত বটেই। এরূপ না হ'লে বিজিত রাজ্য শাসন হ'তেই পারে না। বিজিত ব্যাটাদের প্রতিকথায় জেলে পুরে, করের গুঁতোয় ভিটে-মাটী উচ্ছন্ন ক'রে, মান-সম্ভ্রম নষ্ট ক'রে শ্যাল-কুকুরে পরিণত না ক'রলে কিছুতেই শাসনাধীন রাখা যেতে পারে না, এ অবশ্য কর্ত্তব্য।

শিলা—ভালবেসে সুব্যবস্থা ক'রে কি শাসন করা যায় না?

বিদূ—ভালবেসে কি তাদের আপন ক'রে নেওয়া যায় না?

বিমলা—যাবে না কেন? কিন্তু যদি শাসক-প্রজার একটু সুবিধে না হবে, তারা যদি অধীন দেশের উপর একটু প্রভুত্ব না দেখাবে, সে দেশের টাকায় একটু আমোদ প্রমোদ না ক'রবে, তবে সে দেশ জয়ই বা ক'রবে কেন, আর শাসনই বা ক'রতে যাবে কেন?

বিদূ—সে তো ঠিক। আমাদের যদি সুবিধেই না হবে, তারা যদি খেলার পুতুল না হবে, তাদের মাথায় যদি কাঁঠাল ভেঙ্গে না খাব, তাদের চামড়ায় যদি ডুগডুগি না বাজাব, তবে সে দেশ জয়ই বা ক'রতে যাব কেন, আর শাসনই বা ক'রব কেন?

শিলা—বিচার-ব্যবস্থারও নাকি তারতম্য আছে?

বিমলা—সেটা তো স্বাভাবিক; শাসক-প্রজা শাসিত-প্রজার বিচার-পদ্ধতি এক রকম হ'তেই পারে না।

শিলা—চলা-ফেরারও নাকি স্বতন্ত্র ব্যবস্থা?

বিমলা—আজ্ঞে হ্যা।

বিদূ—এ তো হ'তেই হবে, তা না হ'লে আমরা শাসক-প্রজা কেন?

শিলা—এবারকার দুর্ভিক্ষে ও জলপ্লাবনে সরকার থেকে নাকি যৎসামান্য সাহায্য করা হয়েছে এবং জাতীয় সঙ্ঘের সভ্যেরা দলে দলে ঘটনাস্থলে গিয়ে অর্থ ও খাদ্য দিয়ে এবং চিকিৎসার ব্যবস্থা ক'রে দুঃস্থ লোকেদের রক্ষা ক'রেচে?

বিমলা—এইরূপই সংবাদ পাওয়া গ্যাছে।

শিলা—সরকার থেকে রীতিমত সাহায্য না করার কারণ কি?

(কলি ও পাপের প্রবেশ)

কলি—মহারাজ! মন্ত্রী মশায়ের উপর হঠাৎ এত গরম হ'য়েছেন কেন?

শিলা—আরে এস এস; বিজয় নগরের প্রজাদের উপর অমানুষিক অত্যাচার হচ্ছে তাই ব'লছিলুম।

বিদূ—মন্ত্রী মশায়! নিশ্চিন্ত হ'ন, মহারাজ আর কিছু ব'লবেন না, ওষুধ এসে উপস্থিত হয়েছে।

কলি—কই এমন কিছু অত্যাচার তো দেখলুম না বরং সেখানকার লোকেরাই অন্যায় হৈ চৈ ক'রচে। আমার মতে আরও কড়া শাসন দরকার, আর হৈ চৈ এর ধাড়ীপাণ্ডা অনন্তদেবটাকে কিছু দিনের জন্য সরান।

বিদূ—সে জন্যে তুমি ভেব না। মন্ত্রী মশায়ের কানে যখন ঢুকেচে তখন শুধু ধাড়ী কেন, আণ্ডা বাচ্চা ধাড়ী সব এক গোড়ে যাবে।

বিমলা—(কলির প্রতি) তোমার সংবাদে বাধিত হলুম, শীঘ্রই ব্যবস্থা হবে। মহারাজ! এখন আমি আসি!

(অভিবাদনান্তে প্রস্থান)

শিলা—(কলির প্রতি) আজ একখানা গান শোনাও।

কলি—সেই জন্যই তো এসেছি। (পাপকে) ওগো মহারাজকে একখানা গান শুনিয়ে দাও।

গীত।

পাপ— আমরা তোমায় ভালবাসি—

যাইনা কেন যেথা সেথা পুনঃ ফিরে আসি ;
চাঁদের কিরণ মেখে থাকি ঋতুরাজ সনে বা কি
তোমার কথা মনে প'লে হইগো উদাসী ;
তুমি মোদের তৃষার বারি প্রেমোদ্যানে জল-ঝারি,
তোমার তরেই স্বর্গ ত্যজি মর্ত্ত্যনিবাসী ;
তুমি যেগো চাঁদের সুধা, হেরে তোমায় মিটে ক্ষুধা ;
হৃদিমাঝে তাই তোমারে রাখি দিবানিশি।

কলি—আজ অনেক কাজ আছে, চল্লুম, আর একদিন হবে।

(সকলের প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

নদীতীর

অনন্তদেব

অনন্ত—দিন দিন মর্ম্মভেদী ভীষণ পীড়ন—
দলিত বালক বৃদ্ধ যুবক রমণী,
নির্দ্দোষ বিশুদ্ধ চিত্ত জননী-সেবক,
সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় নির্ম্মল প্রকৃতি।
অন্ন বস্ত্র কষ্টে জীর্ণ মজ্জাগত প্রাণ
সরল স্বভাব চাষা দেশমাতৃ হিতে
ধাইচে পুলকচিতে নির্ভীক অন্তরে
পারে যদি কণামাত্র সেবিতে জননী।
চারিদিকে হাহাকার ভীম কলরব,
ধর্ষিত প্রকৃতি-পুঞ্জ, লুণ্ঠিত ভাণ্ডার,
ব্যাধির করালমূর্ত্তি লোলরসনায়
ধাইছে গ্রাসিতে যেন সমগ্র মেদিনী।
গুরু হ'তে গুরুতর পরীক্ষা আবার
কর মাগো, নাহি ডরি হ'লে গুরুতম,
কর্ম্মী আমি কর্ম্মত্যাগ করিব না কভু
যাবৎ রহিবে শ্বাস এ নশ্বর দেহে।

(কলি ও পাপের প্রবেশ)

কলি— কেন বৃথা ভুঞ্জ এই অশান্তি বিশাল,
কেন বা একাকী বসি বিজন কান্তারে,

করিছ সুকান্তি কেন লাবণ্য বিহীন
দিবা রাতি ক্ষুব্ধচিত্তে অসার চিন্তায় ?
এস সখে, চল যাই কুসুম-কাননে
মধুর প্রেমের স্রোতে দিইগে সাঁতার।

অনন্ত--কেন বন্ধু ! প্রলোভন দেখাও আবার !
লোভ মোহ বহুদিন ত্যজেছে আমারে।
ফুলের সৌরভ কিংবা মলয় বাতাস
মম অঙ্গ স্পর্শ করি সুখ নাহি পায় ;
নীরস পাদপ আমি প্রেম-মধুবনে
শুষ্ক তরু নাহি সখে কুসুম মুঞ্জরে।

কলি—জ্ঞানবান্ গুণবান্ বুদ্ধিমান্ হয়ে
সংসারের সুখরাশি ত্যজিছ হেলায় ?
দুর্লভ মানবজন্ম লভি ধরাতলে
সুধার আস্বাদ নাহি করিলে গ্রহণ ?
ত্যজ বন্ধু, অচিরায় অসার ভাবনা
বসাব তোমারে আমি উচ্চ সিংহাসনে ;
যারা আজি দেয় তোমা লাঞ্ছনা গঞ্জনা
তারাই লুটাবে কালি শির তব পদে।

অনন্ত—বড় আপ্যায়িত হনু আশ্বাসে তোমার ;
কিন্তু কি করিব বন্ধু ! অক্ষম অজ্ঞান
অসাড় পদার্থ আমি চেতনা-বিহীন,
ক্ষোভ দুঃখ নাহি মোর উচ্চ অভিলাষ,
লাঞ্ছনা গঞ্জনা মোর অঙ্গের ভূষণ,
পরিতৃপ্ত আমি সখে, জননী-সেবায় ;

নাহি বাঞ্ছি কেহ মোর পদে লুটে শির,
অতি হীন অতি দীন আমি এ ধরায়।

পাপ — কেনহে পুরুষবর এত উদাসীন,
স্ব-ইচ্ছায় কেন সাজ দীন-হীন ভবে ?
তুমি হে সুন্দরকান্তি পুরুষ সুন্দর
রূপের সৌন্দর্য্যে তব কামিনী চঞ্চল ;
এস এস প্রাণবঁধু রমণীরঞ্জন,
আমার প্রেমের উৎসে পিও প্রাণ ভরি
প্রেমের অমিয় সুধা অতি সুমধুর ;
নবীন-যৌবনা আমি সুচারু-হাসিনী,
ফুটন্ত গোলাপ মোর অঙ্গের বরণ,
শিখিনী গমনে মোর মানে পরাজয়,
শারদ চন্দ্রমা ধরে কলঙ্ক অখ্যাতি,
খঞ্জন অঞ্জন হেরি গহনে লুকায়,
খগরাজ পায় লাজ নাসিকা নেহারি,
জগৎ-মোহিনী আমি ইন্দু-নিভাননা।

(উদাসীনের প্রবেশ ও গীত)

ওরে ভোলাস্‌রে তুই কারে ?
সুখ-দুঃখ ওর সমান জ্ঞান, যম ডরে ওরে ;
কাম ক্রোধ লোভ মদমাৎসর্য্য, ওরে দেখে সব হয় আশ্চর্য্য,
ওযে প্রেমিক পুরুষ প্রেমে পাগল প্রেম বিলোয় নরে ;
দিবা-রাতি ও চিন্তামগ্ন, ভাবছে বসে দেশের জন্য,
ওর কাছে নাই রূপের গরব, নারীর ধার না ধারে;

টাকা পয়সা চায়না কভু, খায়নারে ভাই সুধা মধু,
ও এক ভাবের পাগল বোল, হরিব'ল, সবুনা ত্বরা ক'রে।

কলি—আবার ও পোড়ানাম উদাসীন গায়,
হইল বধির কর্ণ হারাই চেতনা,
তিষ্ঠিতে না পারি হেথা ক্ষণতরে আর,
এস পাপ ! চল ত্বরা ত্যজি এই স্থান।

(পাপ ও কলির প্রস্থান)

অনন্ত—এস ভাই উদাসীন কাঙাল বান্ধব !
নির্জ্জনে বসিয়া উভে পূজি জননীরে ;
তোমার বিমল প্রেমে গলিবে পাষাণী
পূতবারি বহি ধরা করিবে নির্ম্মল।

উদাসীন— গীত।

আপনারে কেউ চেনে না ভাই !
যার প্রেমেরে জগত ভোলে, সে আমারে প্রেমিক কয় ;
তুই যেরে আদর্শ প্রেমিক, দ্বিতীয় তোর কেউ নাই,
তোর প্রেমেরে সবাই পাগল ধনী গরীব এক ঠাঁই ;
তুই প্রেমে ভাই পূজ্‌লে মায়ে, উঠ্‌বে জেগে পাগলী মেয়ে,
জগৎবাসীর ঘুম ভাঙ্‌বে, জাগ্‌বেরে সবাই ;
আমার কাছে ছল-চাতুরী খাটবে না তোর লুকোচুরি,
আমি পাগল ঢাকের বাঁয়া যেমন বাজাস্ বাজি তায়।

অনন্ত—ধীরে ধীরে যায় বেলা জীবন-সূর্য্যের,
সন্ধ্যার আরক্ত রেখা ওই দেখা যায় ;

বিলম্ব না কর আর চল ত্বরা করি
পূজার সময় বুঝি অতিক্রম হয় ;
প্রেম-পুষ্পদলে আর ভক্তি-গঙ্গাজলে
পূজিতে বাসনা মোর জননী-চরণ ;
এক মাত্র সাথী ভাই তুমি এ পূজার
নিঃস্বার্থ অক্লান্ত কর্ম্মী প্রেমিক পাগল।

উদা—চল।

(উভয়ের প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য

কারাগার

(কারাধ্যক্ষ ও জমাদার)

কারা—কয়েদীদের ঠিক আদেশ অনুযায়ী খেতে দেওয়া হচ্ছে তো?

জমা—হ্যা হুজুর, ঠিক আদেশ মতই হচ্ছে।

কারা—সকলে বেশ ভাল খাচ্ছে তো ?

জমা—বেশ আর খাবে কি ক'রে হুজুর? তবে ক্ষুধার জ্বালায় একটু আধটু খাচ্ছে। বেশীর ভাগই তো ভদ্রলোকের ছেলে—আবার কয়েকজন দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লোকও আছেন।

কারা—আচ্ছা অনন্তদেবের খবর কি ?

জমা—সেই একই ভাব—সকল সময়েই কি ভাবচেন। খেতে দাও আর নাই দাও—ভালই দাও আর মন্দই দাও, কোন অনুযোগ-অভিযোগ নেই।

কারা—সকলের সঙ্গে ব্যবহার কেমন ?

জমা—ব্যবহার অতি সরল—রূঢ় কর্কশ কথা বল্লেও রাগ নেই, দ্বেষ-হিংসা-শূন্য—সর্ব্বদাই প্রসন্নভাব, অতি অমায়িক।

কারা—কারানিয়মের কিছু ব্যতিক্রম করেন কি?

জমা—বিন্দু মাত্রও না—যখন যে নিয়ম চালান হয় তখনই তা প্রতি বর্ণে বর্ণে প্রতিপালন করেন।

কারা—মানুষ বটে!

জমা—আজ্ঞে হ্যা; এঁর জোড়া কোথাও দেখিনি।

কারা—তুমি তো তুমি—সারা পৃথিবীও দেখেচে কিনা সন্দেহ। যাক্ যে কথা হচ্ছিল এখন তাই বল। লোকজনের এই মিশ্রিত খাদ্য খাওয়ায় কোন অসুখ হচ্ছে কি ?

জমা—তা আর না হয়ে যায় কি ক'রে। কাঁকর মিশ্রিত চাল ডাল আর পাথর গুঁড় কাটের গুঁড় মিশ্রিত আটা ময়দা, এ খেয়ে কি ভদ্রলোকের শরীর ভাল থাকে ? প্রায় কয়েদীই হয় পেটের অসুখ নয় পেটে বেদনা হয়ে হাঁসপাতালে আছে।

কারা—যাক, একবার ১।২ নং কয়েদীদের এখানে আনতে বল।

জমা—যথা আজ্ঞা হুজুর! সেপাই! এক দো নম্বর কয়েদী হিঁয়া লেয়াও।

(নেপথ্যে সিপাই—যো হুকুম)

কারা—তা হ'লে এ খাবার জিনিস থেকে কত টাকা বাঁচে ?

জমা—দৈনিক দুশো থেকে আড়াইশো পর্য্যন্ত।

কারা—তবে নিহাত মন্দ নয়। তা দেখ, এ থেকে তুমি দৈনিক দশ টাকা পাবে।

জমা—আজ্ঞে আমি এত খেটে এত দায়িত্ব নিয়ে ক'রচি আর মোটে দৈনিক দশ টাকা পাব ?

কারা—কি ক'রব বল! জান তো, আরও পাঁচজনকে বখরা দিতে হবে, তা না হ'লে তো আর হজম করা যাবে না।

জমা—আর কি ব'লব হুজুর! আপনি যা ক'রবেন তাই হবে।

কারা—যা হ'ক, সরকারের মাথায় হাত বুলিয়ে বেশ দু'টাকা রোজগার হচ্ছে।

জমা—আজ্ঞে হ্যা—এ রকম চ'ললে আর বেশী দিন আমাদের চাকরি করবার দরকার হবে না।

(সেপাইয়ের সঙ্গে কয়েদীবেশে কিষণচাঁদ ও হরিহরের প্রবেশ এবং কারাধ্যক্ষকে অভিবাদন)

কারা— আপনারা বেশ ভাল আছেন তো ?

কিষণ—কারাগারে আছি, তখন আর ভাল মন্দ কি ?

কারা—আপনারা ইচ্ছা ক'রলেই তো কারাগার থেকে অব্যাহতি লাভ ক'রতে পারেন। দেখুন, আপনারা বিশিষ্ট লোক মানসম্ভ্রম-বিদ্যাবুদ্ধি-ধন-সম্পত্তি সব বিষয়েই শ্রেষ্ঠ, আপনারা দেশের মাথা ; আপনাদের মত লোকের কি এই সাধারণ লোকের সঙ্গে এই জঘন্য খাদ্য খেয়ে কারাবাস করা উচিত ? এতে আপনাদের সম্মানেরও হানি হচ্চে, আর শরীরই বা কদিন টেঁকবে ?

হরি—অধ্যক্ষজি ! এত অতি ছোট কারাগার, বাহিরে থাকলে যে অতি প্রকাণ্ড কারাগারে গিয়ে পড়'ব—বাইরের কারাগারের তুলনায় এ কারাগার অতি তুচ্ছ—এ কারাগারে শরীরে ক্লেশ পাচ্চি আর বাইরের কারাগারে অনন্ত ক্লেশ—মর্ম্ম দগ্ধ হয়ে যায়, যাতনায় অস্থির ক'রে তোলে, সর্ব্বদাই সহস্র বৃশ্চিক দংশন করে। সম্মানের কথা ব'লচেন ? ওকথা আর না তোলাই ভাল—যাদের প্রতিপদবিক্ষেপ অতি সন্তর্পণে ক'রতে হয়, অধীনতার তুষানল যাদের দণ্ডে দণ্ডে ছারখার ক'রচে, তাদের আবার সম্মান ! শরীরের কথা ব'লছেন ? এ শরীর যায় নূতন শরীর হবে—শরীরের ভয়ে কখনই মাতৃ-সেবা ত্যাগ ক'রব না।

কারা—তবে আর কি ব'লব—আপনারা যেতে পারেন।

[প্রহরীর সহিত কিষণচাঁদ ও হরিহরের প্রস্থান।

কারা—জমাদার! ৩নং কয়েদীকে আনতে বল।

জমা—সেপাই! ৩নং কয়েদী।

(নেপথ্যে সেপাই—যো হুকুম হুজুর)

কারা—জমাদার! দেখ্‌লে এদের বুকের বল। এদের স্বার্থত্যাগ দেখে চমৎকৃত হ'তে হয়। এরা ইচ্ছা ক'রলেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চাকরি নিতে পারে কিন্তু এমনই স্বার্থশূন্য যে সেদিকে ভ্রূক্ষেপও করে না। এরা যথার্থই প্রকৃত দেশভক্ত।

জমা—আমি তো হুজুর! অবাক হ'য়ে গেছি।

(ছক্কনকে লইয়া সেপাইয়ের প্রবেশ)

কারা—(ছক্কনের প্রতি) কিহে! বড় বড় নেতাদের দশা তো দেখচ? কেউ ঘানি টান্‌চেন, কেউ জাঁতা পিষচেন, কেউ বা দড়ি পাকাচ্চেন, এ সব দেখেও কি তোমার চৈতন্য হয়নি? আমার পরামর্শ শোন, সরকারের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা কর, জাতীয় সভার সংস্রব ত্যাগ কর, এখনই খালাস পাবে এবং দারোগাগিরি চাকরিও পাবে।

ছক্কন—মশায়! আমার এক বাপ। আমি যে কড়ার করিচি তার এক চুলও এদিক ওদিক হবে না। আমি ক্ষমাই বা চাইতে যাব কেন? আমি তো সরকারের কাছে কোন অন্যায় করিনি। আর দারোগাগিরি কেন, যদি হাকিমিও দেন তাও আমি চাইনে—ও কুকুর-বৃত্তিতে আমার প্রবৃত্তি নেই।

কারা—আমার পরামর্শ যদি না শোন, তা হ'লে এই কারাগারে পচে গ'লে ম'রবে।

ছক্কন—শিয়াল-কুকুরের মত বেঁচে থাকার চেয়ে কারাগারে পচে গ'লে মরা ত সহস্র গুণে ভাল। আমরা তো মরার জন্যে প্রস্তুত হ'য়েই আছি, ওর জন্যে আর ভয় কি; আমি জাতীয় সভা প্রাণ থাকতে ত্যাগ ক'রব না।

কারা—তবে তোমার ব্যবস্থা রোজ ২০ ঘা বেত আর ঘানিটানা।

ছক্কন—আপনার যা খুসী।

কারা—তবে তাই। সেপাই! ইস্কো লে যাও, আউর ৪নং কয়েদীকো লেয়াও। [সেপাই সহ ছক্কনের প্রস্থান।

কারা—জমাদার! এই সামান্য চাষা, এও এত স্বার্থত্যাগী, এত নির্ভীক?

জমা—তাই তো হুজুর! দেখে দেখে আমি যে একেবারে অবাক হ'য়ে প'ড়চি।

(সিপাই সহ বিদ্যাদিগ্‌গজের বন্ধন অবস্থায় প্রবেশ)

কারা—পণ্ডিত! তুমি ভারি আচ্ছা লোক।

বিদ্যা—সত্যি? আমি ভারি? তা তো হতেই পারে। রোজ অন্ততঃ একপো ক'রে পাথরের গুঁড়া ডাল-চালের সঙ্গে খাওয়াচ্চ এতেও ভারি হব না? তা হতেই পারে না।

কারা—পণ্ডিতের হাত বেঁধে এনেচ? এ তোমার ভারি অন্যায়। শীগ্‌গির খুলে দাও।

বিদ্যা—আহাহা! অধ্যক্ষজি! এতটা দয়ায় কাজ কি? ও তো সারাদিনই আছে, কিছুক্ষণের জন্যে খুলে দিয়ে অভ্যাসটা নাই বা নষ্ট করালে?

কারা—না জমাদার! শীগ্‌গির খোল—এ কাজটা ভারি অন্যায় হয়েছে।

বিদ্যা—হুজুরদের কোন অন্যায় হয়নি। হুজুররা সাক্ষাৎ ন্যায়ের

অবতার, হুজুরদের অন্যায় হ'তেই পারে না। বাঁধা কেন, যদি দুটো হাত উড়িয়েও দাও তাহাতেও অন্যায় হ'তে পারে না।

(জমাদার বন্ধন খুলিতে উদ্যত হওন)

বিদ্যা—আরে জমাদারজি! কর কি? ভগবান্ এমন জন্মই দিয়েছেন যে সাধ ক'রে দুটো গহনা প'রব সে যো নেই—তা তোমাদের কৃপায় সে সাধটা কতক পরিমাণে মিটবার মত হয়েছে তা আর সাধে বাদ সাধচ কেন?

জমা—পণ্ডিতজি! আপনার কথা রাখতে পারব না; হুজুরের হুকুম তামিল করতেই হবে।

বিদ্যা—যখন শুনবেই না, তখন কর।

(জমাদার কর্ত্তৃক বন্ধনমোচন)

কারা—পণ্ডিত! তোমার ব্রাহ্মণী বড় কাঁদাকাটি ক'রচে।

বিদ্যা—তবে আমিও কাঁদব নাকি? আচ্ছা লাগে (ক্রন্দন স্বরে) ওগো ব্রাহ্মণি গো! আমিও তোমার জন্যে কাঁদচি গো! তোমার নিমঝোল আর স্থক্ত অনেক দিন আমার পেটে পড়েনি গো!

কারা—আরে তুমি সত্যিই কাঁদচ যে। আমি ব'লছিলুম তোমার ব্রাহ্মণী তোমার জন্যে ভারি কাঁদাকাটি ক'রচে—তাই দেখে আমার ভারি সহানুভূতি হয়েছে।

বিদ্যা—(ক্রন্দন স্বরে) ওগো ব্রাহ্মণি গো! তোমার কান্নায় অধ্যক্ষজীর ভারি অর্থাৎ দু'মণ দশ সের সহানুভূতি হয়েছে গো!

কারা—আর কেঁদ না। এখন শোন তুমি কি বরাবরই কারাগারে থাকবে?

বিদ্যা—না থাকলে যে তোমার কারাগার আঁধার হয়ে যাবে।

কারা—তা বটে। তোমার মত দিগ্‌গজ পণ্ডিত যেখানে থাকে সে স্থান যে আলোকিত হয়ে থাকে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

বিদ্যা—আমি কি আর মিথ্যে বলচি! আর তোমরা অত খরচ-পত্তর ক'রে হাওয়া গাড়ী ক'রে নেমন্তন্ন করে এনেচ—এত মধুর আলাপ অভ্যর্থনা ক'রচ, পিঠটা-কাণটার ব্যায়াম করাচ্চ—এক পোয়া পরিমাণ কাঁকর খাইয়ে পাহাড় খাঁ করার যোগাড় করেচ—এ সব ছেড়ে আর কোথায় থাকবো? আর তোমরা থাকতেই বা দেবে কেন?

কারা—আমরা খুব থাকতে দেব, তুমি ইচ্ছে ক'রলেই হয়।

বিদ্যা—তা হ'লে আমার অনিচ্ছের জন্যেই বাড়ী থাকিনে?

কারা—তা কতক পরিমাণে বৈকি?

বিদ্যা—কি রকম?

কারা—এই তুমি জাতীয় সভার সভ্যগিরি ছেড়ে দাও—সরকারের কাছে মাপ চাও—তা হলেই এখুনি খালাস পাবে এবং বাড়ীতে থাকতে পাবে।

বিদ্যা—এই কথা! তা এত ভূমিকা না ক'রে আগে ব'লে ফেল্লে তোমারও এতটা সময় নষ্ট হ'ত না, আর আমাকেও পায়ের ব্যায়াম দেখাতে হ'ত না। তা দেখ, তোমার কথা রাখতে পারলুম না। জানতো, আমরা বামন-পণ্ডিত মানুষ—কথাটা একবার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেলে, তা আর গলাধঃকরণ ক'রতে পারিনে।

কারা—তা হ'লে তুমি কারাগারেই প'চবে?

বিদ্যা—আর উপায় কি বল?

কারা—তোমার জন্যে ভারি কষ্ট হয়।

বিদ্যা—সেটা তোমার দয়া।

গীত।

তোমার দয়ায় বুক ফেটে যায়
পিলে মশায় উঠেন চমকি ;
(আবার) গর্জ্জন শুনে তালা লাগে কাণে
থরথরি উঠি কম্পি ;
ডালে চালে ঝিলে খাইয়ে সকলে
সরকারে দিতেছ ফাঁকি ;
ওগো তোমার সমান নাহি বুদ্ধিমান্
তুমি কলি অবতার কল্কি।

কারা—তুমি আর একটু বিবেচনা ক'রে দেখগে, এখন যাও।

[দিগ্‌গজের কুর্ণিশ করিতে করিতে সেপাইয়ের সহিত প্রস্থান।

[চিন্তান্বিত অনন্তদেবের প্রবেশ]

অনন্ত—পরীক্ষার প্রায় অবসান, ধীরে ধীরে
প্রগাঢ় আঁধার মিশিতেছে পুনর্ব্বার
কালের আঁধারে, হীনবল পাপ কলি
প্রতিদিন, পূরব গগনে দিনমণি
ঈষৎ রক্তিম আভা প্রকাশি বিমল
উদিছে মধুর হাসি উষারাণী পাশে ;
পুঞ্জীভূত মেঘমালা উড়িছে ক্রমশঃ
সঙ্ঘবদ্ধ প্রলয়ের প্রবল হিল্লোলে,

বহিছে মানব মাঝে প্রেমের কল্লোল,
অচিরে মোহের বাঁধ যাইবে ভাঙ্গিয়া,
উদিবে উজ্জ্বল রবি মধ্যাহ্ন আকাশে
বিনাশি তমসারাশি জগতে আবার ;
বিষাদিনী মা জননী রাজরাজেশ্বরী
খেলে ওই ধর্ম্মসাথে মধুর মূরতি।

কারা—দেব ! আপনার শরীর ভাল তো ?

অনন্ত—কেও অধ্যক্ষজি, জমাদারজি ! আমি একটু অন্যমনস্ক ছিলুম আপনাদের দেখতে পাই নি, কিছু মনে ক'রবেন না—এ শরীর ভাল আছে।

কারা—আমরা কিছু মনে করিনি। আপনি অন্যমনস্ক ছিলেন তা আমরা বুঝতে পেরেচি। আচ্ছা ! আপনার প্রবর্ত্তিত কাজে কি দেশের মঙ্গল হবে ?

অনন্ত—এ প্রশ্নের উত্তর তো মানুষে দিতে পারবে না অধ্যক্ষজি ! মানুষ কর্ম্মী, তার কর্ম্মে অধিকার, ফলাফল কি হবে না হবে তা তার দেখবার ক্ষমতাও নেই, প্রয়োজনও নেই।

কারা—আপনি আর কতকাল কারারুদ্ধ থাকবেন ?

অনন্ত—আর বেশী দিন নয়, সময় ফিরচে—ধর্ম্মের জয় অনিবার্য্য।

কারা—তা হ'লে চলুন আপনার সঙ্গে ধর্ম্ম সম্বন্ধে একটু আলাপ ক'রব।

অনন্ত—চলুন।

(সকলের প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য।

প্রমোদ উদ্যান

(সঙ্গিনীগণ সহ রাজা ও রাণী বেশে কলি ও পাপ)

কলি—দেখ্‌রে জগতবাসী কলির প্রতাপ,
শস্যপূর্ণা বসুন্ধরা শ্যামল-সুন্দরী
স্বর্ণকান্তি পরিহরি কালিমা-বরণ
ছিন্নবাস পরি ভ্রমে ভিখারিণী সম ;
এখন' হয়নি শেষ, এবে প্রবেশিয়া,
প্রতি রন্ধ্রে রন্ধ্রে তার, করি পরিণত
বালুময় মরুভূমে লব প্রতিশোধ,
দেখিব দাম্ভিকা নারী কত তেজস্বিনী।
হের ধর্ম্মরাজে ওই—নবীন তাপস
ভ্রমিছে বসুধা সাথে প্রতি গৃহে গৃহে
ভিক্ষা পাত্র হাতে করি ভিক্ষুক যেমন,
বিনষ্ট করিতে মোর ক্ষমতা ধরায় ;
উপযুক্ত প্রতিফল পাবে ধর্ম্ম এবে,
সবে মাত্র সাজিয়াছে তপস্বী ভিক্ষুক
এবে স্থান নাহি পাবে সারা ভূমণ্ডলে—
বিলুপ্ত হইবে দুষ্ট চিরকাল তরে।

পাপ— গাওরে সঙ্গিনীগণ গাও মহোল্লাসে ;
বিদীর্ণ করিয়া ফেল সমগ্র মেদিনী—

উচ্চ হ'তে উচ্চতর গম্ভীর নিনাদে
কীর্ত্তন করিয়া কলি-পাপ-জয়গান।
শিখাও জগৎজনে পূজিতে মোদের
আমরাই জগতের সুখ-মোক্ষদাতা,
প্রণয়-স্ফূর্ত্তির মোরা মূর্ত্তিমান্ ছবি,
সুধার ফোয়ারা ছোটে মোদের পরশে।

গীত

সঙ্গিনীগণ—আয়লো সখি আয়না দেখি আজি কি বাহার,
কলি রাজা পাপ রাণী বেহদ্দ মজার।
কামের স্রোত বইছে প্রবল, আবেগে জগৎ বিহ্বল,
লোভ-মদিরায় নরনারী দিচ্চেলো সাঁতার ;
আহা মরি কি মাধুরী দেখ রে জগৎ নয়ন ভরি,
কলি পাপ মোক্ষদাতা অদ্ভুত ব্যাপার ;
ছুটচে প্রবল স্ফূর্ত্তিধারা সুধা পিয়ে মাতোয়ারা,
পাপ কলি জয় গাওলো ভরি নিখিল সংসার।

(ধরিত্রী ও ধর্ম্মের প্রবেশ)

কলি—এস হে ভিক্ষুকবর তপস্বী নবীন !
এস এস তপস্বিনী গৈরিকবসনা !
ধর্ম্ম—কেন হে বিদ্রূপ এত, এত পরিহাস,
পেয়েছ সময় তাই এত অহঙ্কার ?
ভেবেছ কি চিরকাল রবে কালপতি,
সম্পদ বৈভব তব থাকিবে সমান ?

হেন আশা কভু নাহি দিও মনে স্থান,
চঞ্চলা কমলা কভু নাহি রহে স্থির ;
বিশেষতঃ অহঙ্কারী হীনমতি তুমি,
অহঙ্কার চূর্ণ তব হইবে অচিরে ;
বিষয়-বৈভব তব বালুচর সম
ভেসে যাবে প্রবর্ত্তিত স্রোতের সলিলে।

কলি—কে ভাসাবে স্রোতোজলে বৈভব আমার ?
তুমি ধর্ম্ম—তুমি ধরা, শুনে হাসি পায়,
যার তেজে দোঁহে এবে গৈরিক বসনে
ভ্রমিছ ভিক্ষুক বেশে, ভিখারিণী সাজি,
তাহার সম্পদ্ নাশ করিবে তোমরা ?
নির্লজ্জ বাতুল মূর্খে কি বলিব আর !

ধর্ম্ম—(শোন কলি) যার কর্ম্ম সেই নিজে করিবে সাধন ;
বৃথা কেন গালি দেও মোদের উভয়ে ?
বার বার উপহাস করিছ বিদ্রূপ
সমুচিত প্রতিফল পাবে অচিরায়।
সাজিবে ভিক্ষুক তুমি পাপ ভিখারিণী
অনন্ত আঁধারে বাস হবে পুনর্ব্বার।

কলি—যার তেজে সসাগরা ধরণী কম্পিত,
সম্রাট্ সম্রাজ্ঞী যার পদেতে লুটায়,
সারা বিশ্ববাসী সেবে নফর সমান,
তব বাক্যে হবে সেই ভিখারী তাপস ?
যার মায়া-মোহ-জালে মোহিত জগৎ,
সংযম লয়েছে স্থান বিজন বিপিনে,

বহিছে কামের স্রোত প্রবল তরঙ্গে
সেই পাপ তব বাক্যে হবে ভিখারিণী ?
শোন ধর্ম্ম, আমাদের শক্তির কাহিনী—
তোমারে ত্যজেছে যত বিশ্ববাসী জীব,
মোদের শরণাগত সবাই অধুনা,
পূজার্চ্চনা দেব-ভক্তি প্রায় লুপ্ত ভবে,
বয়োজ্যেষ্ঠে কিংবা বৃদ্ধে সম্মান-সম্ভ্রম
কেহ আর নাহি করে মোদের কৃপায় ;
ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই, পিতা পুত্র মাঝে
স্নেহ ভক্তি অন্তর্হিত সম্বন্ধ স্বার্থের ;
সেবে পরনারী ত্যজি আপন বনিতা ;
অনশনে পিতা মাতা অস্থিচর্ম্মসার
ফিরেও দেখে না চেয়ে, সেবে বারনারী,
সাজায় তাহারে স্বর্ণ-রত্ন-অলঙ্কারে।
গম্যাগম্য নাহি জ্ঞান, প্রবৃত্তির দাস,
কামের সেবায় রত ইষ্টচিন্তা ছাড়ি !

ধর্ম্ম—এতেই কি শক্তি তব হইয়াছে শেষ ?
কিংবা কিছু আছে বাকী কহ মহাবীর !

কলি—এখন' যথেষ্ট বাকী শোন আর কিছু—
করেছি অর্থের দাস সমস্ত মানবে,
সামান্য অর্থের লোভে সাজে হত্যাকারী ;
কেহ বা বিক্রয় করে সতীত্ব-রতন
দুহিতা-পত্নীর নিজ নির্ব্বিকার চিতে ;
ফাঁকি দিয়ে লয় কেহ সম্পত্তি পরের,

গচ্ছিত বিভব কেহ লয় ছলে হরি ;
জাতি ধর্ম্ম মান খ্যাতি ত্যজে অকাতরে ;
নিজ মাতৃ-সেবা ছাড়ি পর-মাতৃ সেবে ;
মিথ্যা সাক্ষী দেয় করি বিনষ্ট অপরে ;
চূড়ান্ত বিলাস করে কোন সহোদর
গাড়ী যুড়ী হাওয়াগাড়ী চড়ি হাওয়া খায়,
চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় যায় গড়াগড়ি
কিন্তু অন্য সহোদর পেটের জ্বালায়
ছটফট করি ভ্রমে দুয়ারে দুয়ারে,
ভায়ের নিকটে কিছু যাচ্ঞা করিলে
কহে মোর টানাটানি সুবিধা হবে না,
কেহ বা দর্‌ওয়ান ডাকি দেয় তাড়াইয়ে।
ধর্ম্ম—আরও কি কহিবে কিছু কহ কাল-পতি !
তোমার শক্তির সীমা এখন' কি বাকী ?
কলি—অসীম আমার শক্তি অফুরন্ত তাহা
কহিব কিঞ্চিৎ আর শোন ধর্ম্মপতি—
আমার প্রতাপে প্রেম স্নেহ ভালবাসা
ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়ি চাহে পলাইতে।
পত্নীর স্বামীর প্রতি সেই ভালবাসা
এখন' প্রোজ্জ্বল ছবি ভাতিছে যাহার
লুপ্ত প্রায় এবে ধর্ম্ম আমার শাসনে,
অধুনা পত্নীর প্রেম টাকার তোড়ায় ;
অর্থহীন পতি-প্রতি পত্নীর প্রণয়
নাহি বড় দেখা যায় আর এ জগতে।

আরও অনেক আছে, কহিতে সকল
কেটে যাবে দিবা রাতি মাস সম্বৎসর,
হেন শক্তিমান্ আমি শক্তিময়ী পাপ।
আমরা করিব বাস অনন্ত আঁধারে
সাজিব ভিক্ষুক আমি পাপ ভিখারিণী!
এ দুরাশা পরিত্যাগ কর ধর্ম্ম ধরা,
নহি মোরা পরসেবী তোমাদের সম।

ধর্ম্ম—সত্য পরসেবী। কিন্তু জান কিহে তুমি
কোন্ পরে সেবি মোরা? মোরা সেবা করি
পরম আপন যিনি দেব পরাৎপরে,
যাঁর ইচ্ছাক্রমে তুমি এত বলবান্
ভুঞ্জিছ এই রাজসুখ পাপের সহিত।
শোন কলি! শোন পাপ! পরামর্শ মোর
এখন' অন্যায় কর্ম্ম কর পরিত্যাগ;
নতুবা কাটিলে কাল পশিবে আবার
গাঢ়তম অন্ধকারে চিরকাল তরে।

কলি—পর সেবা কলি পাপ করিবে না কভু
হ'ন তিনি বিশ্বপিতা বিশ্বের পালক;
নিজ শক্তিবলে মোরা ভুঞ্জিব মেদিনী
পরাধীন নাহি হব তোমা দোঁহা সম,
যদি তাহে হয় বাস অনন্ত আঁধারে
সেও শ্রেয় পরসেবি-স্বর্গবাস হতে।

ধর্ম্ম—যাহা খুসী কর, তবে চলিনু আমরা
ধর্ম্ম কভু ন্যায় ছাড়া করেনা অন্যায়। (সকলের প্রস্থান)

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

নদীর তীর

(রামকিঙ্কর সিং, অযোধ্যা পাড়ে)

রাম—তাইত পাড়েজি! অনার্য্য-নেতাদের সব কাজেই আমরা সাহায্য করে আস্‌চি কিন্তু তারা আমাদের একটা কাজেও সাহায্য করে না, কেবল চোখরাঙিয়েই সারে। ওদের সঙ্গে চুক্তি ক'রে বড় অন্যায়ই করা হয়েছে।

অযোধ্যা—মহাশয়! ও সব চুক্তিটুক্তি ছেড়ে দিন। এবার ওদের সাহায্য না করে যেমন অপদস্থ করা গ্যাছে, এখন থেকে এইরূপই চালান যাক্।

রাম—এ ছাড়া আর অন্য উপায় তো কিছু দেখি না।

অযোধ্যা—অন্য উপায় জাতীয় সঙ্ঘে যোগ দেওয়া।

রাম—সে কথা মন্দ নয়। দেশের অধিকাংশ লোকই যখন ঐ দলভুক্ত তখন আমরাই বা স্বশ্রেণী ছেড়ে অন্যের শ্রেণীতে থাকি কেন?

অযোধ্যা—তাত বটেই। এখন চলুন এই যুক্তিমতই কাজ করা যাক।

(প্রস্থান)

(অনার্য্যনেতা কৃষ্ণমূর্ত্তি ও সদাশিবের প্রবেশ)

কৃষ্ণ—তাইত হে সদাশিব! এরূপ অপদস্থ হয়ে তো আর কাজ করা চলে না।

সদা—কেবল নিজেদের স্বার্থ বজায় রাখ্‌তে গেলে এই রকমই হয়।

আর্য্য-নেতাদের একটা বিষয়েও সাহায্য ক'রলে না তারাই বা তোমাদের অন্ধের মত অনুসরণ করে যাবে কেন ?

কৃষ্ণ—তা ঠিক্ বটে—কিন্তু এখন উপায় কি? ওদের আর ফিরোনো যায় না ?

সদা—আর কি ফেরে—এখন তারা নিশ্চয়ই জাতীয় সঙ্ঘে যোগ দেবে। আর এটাও ঠিক যে এদেশে জাতীয় দল আর সরকারের দল, এ ভিন্ন তৃতীয় দল হতেই পারে না, আর হওয়াও উচিত নয়।

কৃষ্ণ—তবে আমাদেরও জাতীয় দলে যোগ দিতে হবে নাকি ?

সদা—তা ছাড়া তো দ্বিতীয় পন্থা দেখি না।

কৃষ্ণ—জাতীয় দলের বড় বড় নেতাদের আমরাই চেষ্টা করে কৃত্রিম অভিযোগ এনে জেলে পাঠালেম, এখন সেই দলে যোগ দি' কোন্ মুখ নিয়ে ?

সদা—জাতীয় দলের নেতাদের মন আমাদের মত সঙ্কীর্ণ নয়, তারা উদারচেতা। যোগ দিলে তারা আমাদের আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ ক'রবে।

কৃষ্ণ—এরূপ পদে পদে অপদস্থ হওয়ার চেয়ে এই যুক্তিই ভাল। এখন চল কি ভাবে যোগ দেওয়া যায় সেই পরামর্শ করা যাক্।

(সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

নিভৃত পথ

(এক দিক দিয়া মিসেস্ মিশ্রের প্রবেশ এবং অপর দিক দিয়া রামচাঁদ বাবুর প্রবেশ)

রাম—আরে কেও ? মিসেস্ মিশ্র যে—গুড্ মর্ণিং ; ভাল আছেন তো ?

মিসেস্ মিশ্র—প্রাণগতিক—মানসিক নয়।

রাম— কেন হঠাৎ হ'ল কি ?

মিসেস্ মিশ্র—হ'ল আমার মাথা আর মুণ্ড।

রাম—একটু স্পষ্ট করেই বলুন না ?

মিসেস্ মিশ্র—না আমার কথা আর কাউকে বল্‌ব না।

রাম—আমার মত বন্ধুকেও বলবেন না ?

মিসেস্ মিশ্র—আর ব'লে হবে কি ?

রাম—হ'ক না হ'ক বলুনই না।

মিসেস্ মিশ্র— একান্তই যখন ছাড়বেন না তখন শুনুন—প্রথম আমি স্বামীর তাড়নায় পর্দ্দা ত্যাগ করে ঘরের বার হলুম—পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিতা হলুম—বিবি সাজলুম—মাঠে বাগানে বেড়াতে আরম্ভ ক'রলুম—দোকান হাট ক'রতে সুরু ক'রলুম, সভা সমিতিতে বক্তৃতা দিতে লাগলুম।

রাম—ওসব জানা কথা—আসল কথাটা কি বলুন না ?

মিসেস্ মিশ্র—ক্রমশঃ ব'লচি শুনে যান ; পরপুরুষের সঙ্গে মিশে মিশে মনের ভাব খারাপ হ'তে লাগল ; স্বামীর প্রতি আর পূর্ব্ব ভক্তি-ভালবাসা রইল না ; স্বাধীন হবার আকাঙ্ক্ষা হ'তে লাগ্‌ল—

স্বামীকে হুকুমের চাকর ক'রবার ইচ্ছা হ'ল। অসম্ভব খরচা আরম্ভ ক'রলুম, অখাদ্যকুখাদ্য খেতে আরম্ভ ক'রলুম—উচুঁদরের বিলাসিনী সাজলুম—নিজের সর্ব্বনাশ নিজেই করলুম।

রাম—তার পর ?

মিসেস্ মিশ্র—তারপর নিজের সর্ব্বনাশ নিজে তো ক'রলুমই—মেয়ে দুটীরও ইহকাল পরকাল খেলুম। তারা আমার সব গুণই পেলে—পুরুষের সঙ্গে বেড়িয়ে বেড়িয়ে চরিত্রহীনা হ'ল—বিজাতি বিবাহ করলে—কিছুদিন বাদে পরিত্যক্তা হ'ল ; এখন একরকম বারবিলাসিনীতে পরিণতা হবার উপক্রম হয়েছে।

রাম—এরূপ শিক্ষিতা রমণীর এরকম শোচনীয় পরিণাম বড়ই আশ্চর্য্য-জনক !

মিসেস্ মিশ্র—এই শিক্ষাই প্রধান অনিষ্টের মূল। এতে মনে কুপ্রবৃত্তি আনে, ধর্ম্মভাব ভুলিয়ে দেয়, বিলাসিনী করে, স্বামিভক্তি নষ্ট করে।

রাম—যাক্, এখন আসল ব্যাপারটা কি বলুন।

মিসেস্ মিশ্র—স্বামী ক্রমশঃ আমাদের জ্বালায় অস্থির হ'য়ে, আমাদের ত্যাগ ক'রে জাতীয় সভায় যোগ দিলেন। আমাদের খোরপোষ চলে এমন কিছু সম্পত্তি দিয়ে বাকী সব জাতীয় সভায় দান ক'রলেন।

রাম—যে সম্পত্তি দিয়েছেন তাতে তো আপনার বেশ চ'লচে ?

মিসেস্ মিশ্র—অতি কষ্টে, তবে যদি আমি পূর্ব্বেকার মত থাক্‌তুম তা হ'লে খুব সুখ-স্বচ্ছন্দেই চ'লত।

রাম—কেন এখন না চলার কারণ কি ?

মিসেস্ মিশ্র—কারণ—বিলাসিতা।

রাম—যাক্ এখন আপনার অবস্থাই বা কেমন আর নারীসঙ্ঘই বা চ'লচে কেমন ?

মিসেস্—খাওয়া পরা এক রকম চ'লে যাচ্চে বটে, কিন্তু আর কিছু করবার উপায় নাই। নারীসঙ্ঘ ভেঙে যাবার মত হয়েছে। আপনার সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে ভালই হয়েছে। আপনি তো আমার একজন বিশিষ্ট বন্ধু—মস্তবড় জমিদার—তা আপনি অনুগ্রহ করে একটু সাহায্য করুন না।

রাম—এইবার যা ব'লেচেন! আমার দশাও অভ্যভক্ষ্য ধনুর্গুণ। দেনায় পথ চলার উপায় নেই—এই নির্জ্জন পথে লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়াচ্ছি—আমার সাহায্য করার দিন কেটে গ্যাছে।

মিসেস্মিশ্র—তা হ'লে এখন থেকে আমাদের দুজনের মধ্যে জোর বন্ধুত্ব হবে ?

(বিদ্যাদিগ্গজের প্রবেশ)

বিদ্যা—বলিহারি আমার বরাত। একেবারে মাণিকজোড় দর্শন। গুড্মর্ণিং মিসেস্ মিশ্র, গুড্মর্ণিং মিষ্টার রামচাঁদ।

মিসেস্ মিশ্র—মরার উপর আর খাড়ার ঘা দেবেন না, আমার প্রণাম গ্রহণ করুন। (প্রণাম)।

রাম—প্রণাম খুড় ঠাকুর!

বিদ্যা—য়্যাঃ! তোমরা কর কি? সুসভ্য তোমরা একেবারে অসভ্য হয়ে প'ড়লে যে!

রাম—আপনি জেল থেকে খালাস হলেন কবে? এখন তো সময় পূর্ণ হয়নি ?

বিদ্যা—মাস দুই আগে। কারাধ্যক্ষের হঠাৎ আমার উপর নেকনজর প'ড়ল, আর সেই কৃপাতেই সময়ের পূর্ব্বেই মুক্তিলাভ।

রাম—তা বেশ হয়েছে, এখন যাচ্ছেন কোথায় ?

বিদ্যা—এই কৃতী ভাইপোকে খুঁজতে।

রাম—আমায় খুঁজতে !

বিদ্যা—হ্যাঁ, সেই রকমই তো বোধ হচ্ছে।

রাম—আমায় কি এখনও কেউ খোঁজে ?

বিদ্যা—কেউ খোঁজে বই কি।

রাম—কে সে ? আপনি কি ?

বিদ্যা—আমার না খুঁজলে আর পেটের ভাত হজম হবে কেন ?

রাম—তবে আপনি খুঁজচেন কেন ?

বিদ্যা—আমি কি আর নিজ ইচ্ছেয় খুঁজচি।

রাম—তবে কার ইচ্ছেয় ?

বিদ্যা—যার ইচ্ছের হাত এড়াতে পারিনে।

রাম—সে কে এমন ভাগ্যবান্ যে আপনাকে বিচলিত ক'রতে পেরেচে ?

বিদ্যা—ভাগ্যবান্ নয়—ভাগ্যবতী। তবে তোমার মত গুণধরের হাতে প'ড়ে সতী সাধ্বী পতিব্রতা মা আমার দুর্ভাগিনীতে পরিণতা ; তারই হাত এড়াতে পারিনি রে হতভাগা !

রাম—কে ? আমার স্ত্রীর কথা ব'লচেন ?

বিদ্যা—তা নয়তো কি তোমার জল-পাত্রীর কথা ব'লচি ?

রাম—য়্যাঃ ! সে কি এখনও আমার কথা মনে করে ?

বিদ্যা—না, সে ক'রবে কেন ? করে তোমার নারী-সঙ্ঘের সঙ্গিনীরা।

রাম—আমি তার উপর অমানুষিক অত্যাচার করেচি, সে আমার পায়ে ধরে কত কেঁদেচে—আমি ভ্রূক্ষেপও করিনি—লাথি মেরে ফেলে দিয়ে এসেছি। এত সত্ত্বেও সে আমায় খোঁজে ? খুড়ঠাকুর ! এ মুখ আর আমি তাকে দেখাব না—এ মহাপাতকীর মুখ দেখলে

তার অকলঙ্ক দেহে কলঙ্ক ধরবে, তার নিষ্পাপ শরীরে পাপ প্রবেশ ক'রবে, তার শরীর পুড়ে কালিমা বরণ ধারণ ক'রবে।

বিদ্যা—ওরে মুখ্যু! সতীর নিষ্পাপ দেহে পাপ প্রবেশ করে এমন ক্ষমতা পাপের নেই—তবে তার শরীর পুড়ে কালি হওয়া কি এখনও বাকী আছে? তোমার জন্য দিন রাত ভেবে ভেবে অকলঙ্কা সুন্দরী মা আমার কালিমা বরণ ধারণ করেচে।

রাম—খুড়ঠাকুর! আর ব'লবেন না; আমার মোহ ভেঙ্গেচে, লোক-সমাজে এ কালামুখ আর দেখাব না। পতিব্রতা সুন্দরী স্ত্রী ত্যাগ করেছি—প্রজাপুঞ্জের কাতর প্রার্থনা গ্রাহ্য করিনি, প্রকৃত বন্ধু-বান্ধবের কথা উড়িয়ে দিইচি—পাপের স্রোতে গা ঢেলে দিইচি। (মিসেস্ মিশ্রকে দেখাইয়া) এই পাপীয়সী কুহকিনীদের মায়ায় মুগ্ধ হয়ে কলঙ্ক-পশরা মাথায় নিইচি—জমিদারের ছেলে জমিদার হয়ে ঋণের দায়ে পথে পথে লুকিয়ে বেড়াচ্চি—পেয়াদা আমায় খুঁজে বেড়াচ্চে, ধরলেই জেলে দেবে। আমি সাধ্বীর বুকে আর আঘাত দিতে চাইনে—আমাকে আর খুঁজবেন না; আমার খোঁজ পেয়েছেন, এ খবর আর তাকে দেবেন না। খুড়ঠাকুর! আপনার দু'খানা পায়ে ধরি আমার এ অনুরোধ রক্ষা করুন।

বিদ্যা—দিগ্‌গজ কারো অনুরোধ রাখে না—তোমায় দেখা ক'রতেই হবে।

রাম—আর তার সামনে যদি পেয়াদা আমায় গ্রেপ্তার করে?

বিদ্যা—সে আশঙ্কা আর নেই। মা সাধ্বী সতী তার সমস্ত গহনাপত্র বিক্রী ক'রে আমার হাত দিয়ে তোমার সমস্ত ঋণ পরিশোধ করেচে—তুমি এখন নির্দ্দায়।

রাম—খুড়ঠাকুর, খুড়ঠাকুর! আমি জেগে আছি না ঘুমুচ্চি? আমি

পশু—নরকের কীট—আমি তার অযোগ্য। আমি সোনা ফেলে কাঁচে আদর করেছি—আমি তার কাছে সহস্র অপরাধে অপরাধী।

(বেগে রামচাঁদের স্ত্রী মীরাবাঈয়ের প্রবেশ এবং রামচাঁদের পদধারণ)

মীরা—স্বামিন্! আরাধ্যদেবতা! আপনি অপরাধী হ'তে যাবেন কেন আমিই আপনার অযোগ্যা—আমায় ক্ষমা করুন।

রাম—ক্ষমা তুমি ক'রবে, না আমি ক'রব তা বেশ!

বিদ্যা—এই পথে দাঁড়িয়ে আর বেশী কথায় কাজ নেই, এখন আমার বাসায় যাও, আমি একটু পরে যাচ্চি।

(রামচাঁদ ও মীরাবাঈয়ের প্রস্থান)

(বনবীর ও কমলবীরের প্রবেশ)

বন—কমল! সুরয সাউয়ের উপর আমরা যথার্থই বড় অন্যায় ব্যবহার করেছি; এবার দেখা হ'লে হাতে ধরে ক্ষমা চাইব—কি বল?

কমল—নিশ্চয়ই। সুরয আমাদের এত হিতৈষী তা জানতুম না। সে আমাদের যথার্থই ভালবাসে। আমরা এত অপমান করা সত্ত্বেও বাবার হাতে পায়ে ধরে বিষয়ের অংশ আমাদের পাইয়ে দিলে।

বন—না ভাই! আজ কালকার দিনে এরূপ লোক অতি দুর্লভ। তবে শুনেচি জাতীয় সভার সভ্যেরা এইরূপ নিস্বার্থ পরোপকারী।

কমল—হ্যা মেজদা: আমিও তাই শুনেচি। তা যদি না হ'তো তা হ'লে কি বড় দাদা, যাকে দেবতা বল্লেও বেশী বলা হয় না—তিনি কি ঐ সভার সম্পাদক হ'তেন?

বন—সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই। আমিও এবার এই কুকুরবৃত্তি ত্যাগ করে জাতীয় সভায় যোগ দেব ঠিক করেচি।

কমল—সরকারী চাকরির সুখসম্মান তা হাড়ে হাড়ে টের পেইচি—যে

যে পদে দেশীলোক চাকরি ক'রলে ৫০০৲ টাকা পায় সেই পদে বিদেশী চাকরি ক'রলে অন্ততঃ সাড়ে বারশো টাকা পায়। তাদের দোষ ত্রুটী হ'ক ক্রমশঃই উচ্চপদ পায়, আর আমাদের দোষ ত্রুটি না পেলেও কল্পিত দোষ সাব্যস্ত ক'রে নীচপদে নামিয়ে দেয়; পাহারওয়ালার হুকুমও তামিল ক'রতে হয়, আর বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম হ'লে জঘন্য স্থানে বদলি করে। আমিও হরিহর দাদার দলে মিশব মনস্থ করেচি।

বন—সেই বেশ, চল এখন বাড়ী যাই।

মিসেস্ মিশ্র—নমস্কার বনবীর কমলবীর বাবু।

বন—কে আপনি?

মিসেস্ মিশ্র—আমায় চিনতে পার্চ্চেন না? আমি মিসেস্‌মিশ্র—নারী-সঙ্ঘের সম্পাদক।

বন—মিসেস্ মিশ্র—হ্যা চেনা চেনা বোধ হচ্চে, তা কি চান?

মিসেস্ মিশ্র—আপনাদের সঙ্গে অত আলাপ আর আপনারা চিনতেই পারচেন না?

বন—নারীসঙ্ঘের স্ত্রীলোকের সঙ্গে আলাপ না থাকাই ভাল—আমরা চল্লুম।

(বনবীর ও কমলবীরের প্রস্থান)

মিসেস্ মিশ্র—উঃ! কেউই আর এখন আমায় চিনতেই পারে না, আমি এত অধঃপতিত হয়েছি। দিগ্‌গজ! আপনি আমার স্বামীর খবর কিছু জানেন?

বিদ্যা—এই এতদিন একসঙ্গে শ্বশুর-বাড়ীর অন্নধ্বংস ক'রলুম আর তার খবর জানিনে?

মিসেস্ মিশ্র—শ্বশুর-বাড়ী একসঙ্গে থাকলেন কি রকম?

বিদ্যা—এটা আর বুঝলে না? এই সরকার বাহাদুর আমাদের প্রতি প্রসন্ন হয়ে উচ্চ প্রাচীর দিয়ে ঘিরে একখানি সুন্দর বাড়ী তৈরী করে রেখেচেন—সেখানে জাতীয় সভার সভ্যদের মাঝে মাঝে হাওয়া গাড়ী চড়িয়ে নিয়ে যেয়ে বিশ্রাম করান। তোমার স্বামী ও আমি জাতীয় সভার সভ্য কিনা—তাই আমাদের ঐ বাড়ীতে কিছুদিনের জন্য বিশ্রাম ক'রতে নিয়ে গেছিলেন। হঠাৎ আমার উপর শুভদৃষ্টিটা কেটে যাওয়ায় ছেড়ে দিয়েছেন, তোমার স্বামীর উপর শুভদৃষ্টিটা এখনও কাটেনি, তাই তিনি এখনও বিশ্রাম লাভ কর্চ্চেন।

মিসেস্ মিশ্র—য়্যাঃ! তিনি জেলে? আপনি খালাস হয়ে এলেন, আর তিনি খালাস হ'লেন না? দিগ্‌গজ! তাকে খালাস করুন—তিনি বড় সুখী লোক, একদিনও কষ্ট ভোগ করেন নি—জেলের কষ্ট সইতে পারবেন না!

বিদ্যা—আজ যে হঠাৎ ভালবাসা উথলিয়ে উঠ্‌ল—পতিব্রতা হয়ে উঠ্‌লে যে?

মিসেস্ মিশ্র—তা যা ইচ্ছে বলুন কিন্তু তাঁকে খালাস করুন।

বিদ্যা—আমার দ্বারা কোন সম্ভাবনা নেই। জাতীয় সভার শরণাপন্ন হ'তে পার' তো সভা চেষ্টা ক'রতে পারে।

মিসেস্ মিশ্র—তবে সেখানে আমায় নিয়ে চলুন।

বিদ্যা—যখন পতিভক্তি উথলিয়ে উঠেচে, তখন চল।

(উভয়ের প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

জাতীয় সঙ্ঘের কার্য্যালয়

(সুরথ, শ্যাম, দেবী ও ছক্কন)

শ্যাম ক্ষেত্রী— গীত

আশা ফুরাল—

বোধনের ঘট বোধনের আগে বুঝি বা দানব ভাঙ্গিল !
মায়ের অর্চ্চনা কুসুম চন্দনে আর বুঝি না হইল ;
পূরব আকাশে রাঙ্গা রবি-ছবি উদিয়া আবার মিশাল !
শ্যাম তরুবর ফলফুলে শোভি অকালে শুকায়ে গেল ;
একে একে সবে মিশায় আঁধারে গভীর তমসা বেড়িল,
জ্যোৎস্নার আলো প্রকাশি অম্বরে জলদে আবার ঢাকিল ;
আশা তরঙ্গিণী উর্ম্মিমালা তুলি বিরুদ্ধ বাতাসে থামিল,
দুঃখের রজনী সুখ আশা দিয়ে আর না প্রভাত হইল ।

দেবী—যথার্থ গেয়েছ ভাই ! মায়ের পূজা আর বুঝি হয় না । হরিহর বাবু, কিষণ চাঁদ বাবু, অনন্তদেব একে একে সবাই আবদ্ধ হলেন ; ফতেসিং, অভ্রান্ত বাবু, প্রভৃতি সবাই আবদ্ধ—এখন জাতীয় সভা আর কে চালাবে ? কে কাঙ্গাল গরীবদের মুখের দিকে চেয়ে দেখবে ? কার মুখ চেয়ে দেশবাসী মায়ের মন্দির গ'ড়বে ?

ছক্কন—সত্যি কথা । আর কেমন ক'রে সভা চ'লবে ? জাতীয় মিলন-

মন্দিরের থাম ভেঙ্গে গেছে—অসার খুঁটি আর কতদিন সে ভার সইতে সক্ষম হবে ?

সুরয—যা ব'ল্‌চ মিথ্যা নয়। কিন্তু ভাই ! অনন্ত দেবের কথা ভুল' না। তিনি বার বার বলেচেন, মাতৃপূজায় বহুবিঘ্ন—বিপদের উপর বিপদ আসবে—কষ্টের উপর কষ্ট আসবে—নির্য্যাতনের উপর নির্য্যাতন হবে কিন্তু সব অবাধে সহ্য ক'রতে হবে, ধৈর্য্য ধারণ ক'রতে হবে, দ্বিগুণ উৎসাহে কাজ ক'রে যেতে হবে।

ছক্কন—কিন্তু আমরা সামান্য লোক, চাষা, আমাদের চালিয়ে নিয়ে যাবে কে ? আমরা দাঁড় বেয়ে যেতে পারি, হাল ধরতে তো জানিনে—আমাদের চালাবার জন্য হালী চাই।

(অলকা বাঈয়ের ব্রহ্মচারিণীবেশে প্রবেশ)

অলকা—চালাবার লোক কেউ না থাকে আমি চালিয়ে নিয়ে যাব। এর জন্য ভয় কি ? অনন্তদেবের মুঞ্জরিত তরুকে কাটতে দিও না। তোমরা এতদিন ধরে কি শিখলে ? এ ঘটনা যে ঘ'টবে অনন্তদেব পূর্ব্বেই তোমাদের ব'লেছিলেন। তিনি তো সকলকেই হালী হ'তে শিক্ষা দিয়েছেন, এখন পিছুলে চ'লবে কেন ? হতাশ হ'য়ো না, নিজের পায়ে নির্ভর ক'রে দাঁড়াও—নিজের ক্ষমতায় বিশ্বাস কর, বিপদে বুক পেতে দাও—কিন্তু যে কাজে প্রবৃত্ত হয়েছ, তা হ'তে পদভূমি বিচ্যুত হয়ো না।

দেবী—কে মা তুই দেবীরূপিণী ! হতাশের প্রাণে আশা এনে দিলি ? না না ! আর আমরা পিছুব না। তুই আমাদের মহাশক্তি—তোর কথায় আমাদের দুর্ব্বল দেহে আবার শক্তির সঞ্চার হয়েছে। মোড়ল ! তুমি থাক, বন্দোবস্ত কর, আমাদের

বাহুতে আবার শতগুণ বল হয়েছে, আমরা আর এখানে অপেক্ষা ক'রব না।

(শ্যাম, দেবী ও ছক্কণের প্রস্থান)

(বনবীর ও কমলবীরের প্রবেশ)

বন—সুরয দাদা! আমাদের ক্ষমা কর!

সুরয—তোদের ক্ষমা ক'রব কিরে? তোরা যে আমার ছোট ভাই—তোদের যে বুকে পিঠে ক'রে মানুষ করিচি—তোদের উপর কি আমার রাগ হয়! তোরা আমাকে চাষা বলেছিলি—ঘর থেকে বার ক'রে দিতে চেয়েছিলি, তা আমি তো যথার্থই চাষা। চাষাকে চাষা বল্লি তাতে দোষ কি হ'ল? তোরা আর দশবার চাষা বল্—ঘর থেকে সত্যি সত্যিই বার ক'রে দে, আমি তোদের উপর একটুও রাগ ক'রব না।

বন—দাদা! তুমি চাষা, না আমরা চাষা? যাদের এত উদার প্রাণ, এত উচ্চ অন্তঃকরণ—এমন অকৃত্রিম ভালবাসা—সে কখনই চাষা নয়। চাষা গায়ে লেখা থাকে না, জন্মে চাষা হয় না, কর্ম্মেই চাষা ভদ্র হয়। তুমি চাষার ঘরে জন্মেছ সত্য, কিন্তু তুমি চাষা নও, তুমি ভদ্রলোকের অনেক উচ্চে, তুমিই ভদ্র, তুমিই প্রকৃত মানুষ।

সুরয—এখন বল্, তোরা এখানে এসেছিস্ কেন?

বন—আমরা তোমাদের জাতীয় সভায় মিশতে এসেছি।

সুরয—বলিস্ কি? তোরা যে সরকারী কর্ম্মচারী, তোদের চাকরি যাবে যে?

বন—ঐ কুকুরবৃত্তি ছেড়ে দিইচি দাদা! আর এখন আমরা কারো চাকর নই।

স্বরথ—তবে আয় ভাই! এই আমাদের শূন্য আসন গ্রহণ কর্—মাঝি-হীন নৌকায় মাঝি হ'—আমাদের বেয়ে নিয়ে চল্। ভগবান্! তুমি যথার্থই অকূলের কাণ্ডারী! তোমাকে কোটি প্রণাম।

(মিসেস্ মিশ্রের প্রবেশ)

মিসেস্ মিশ্র—ওগো! তোমরা আমায় একটু আশ্রয় দেবে? আমি স্বামি-পরিত্যক্তা আশ্রয়হীনা কাঙ্গালিনী।

স্বরথ—তুমি তো দেখচি মা! অভ্রান্ত বাবুর স্ত্রী। তুমি আশ্রয়হীনা কাঙ্গালিনী হ'তে যাবে কেন মা! তোমাকে তো আমি খুব জানি মা! তোমার স্বামী যে দেশের বিখ্যাত ধনী।

মিসেস্ মিশ্র—হাঁ বাবা! তুমি যা ব'লচ সব সত্যি। কিন্তু আমার স্বামী সর্ব্বস্ব জাতীয় সভায় দান ক'রে আমায় ত্যাগ ক'রেছেন, তাই আমি আশ্রয়হীনা কাঙ্গালিনী। আমায় জাতীয় সভায় একটু আশ্রয় দাও।

(হরিহর, কিষণ চাঁদ, ফতেসিং, অভ্রান্ত মিশ্রের প্রবেশ)

হরি—জাতীয় সভা আশ্রয় প্রার্থীকে কখন' নিরাশ করে না, কিন্তু মিসেস্ মিশ্র! তুমি আর আশ্রয়হীনা কাঙ্গালিনী নও। তোমার শতদোষ আছে সত্য কিন্তু তুমি চরিত্রহীনা নও। তোমার স্বামী তোমায় আবার গ্রহণ ক'রবে। তোমার স্বামী যে ক্রোড়পতি আবার সেই ক্রোড়পতি। জাতীয় সভা তাঁর সমস্ত বিষয় তাঁকে ফিরিয়ে দিয়েছে।

মিসেস্ মিশ্র—ভগবান্! একি স্বপ্ন? যদি স্বপ্নই হয় আমার এই সোনার স্বপ্ন যেন ভেঙ্গনা—এই স্বপ্নই যেন আমার চিরস্বপ্নে পরিণত হয়।

অভ্রান্ত—এ স্বপ্ন নয়—যথার্থ।

মিসেস্ মিশ্র—স্বামী! ইষ্টদেব! আমায় ক্ষমা কর। আমি তোমার পদে শত অপরাধে অপরাধিনী; আমি তোমার পায়ে ধরে মার্জ্জনা ভিক্ষা ক'রচি।

অভ্রান্ত—অনন্ত দেবের আদেশে পূর্ব্বেই তোমাকে ক্ষমা করেচি, আর নতুন ক'রে ক্ষমা করার কিছু নেই। এখন প্রাণপনে দেশ-মাতৃকা-পূজায় রত হও। সমস্ত পাপ মনস্তাপে কেটে যাবে।

মিসেস্ মিশ্র—আজ হ'তে আমি মাতৃ-পূজা-ব্রত গ্রহণ ক'রলুম।

বন—(হরিহরের প্রতি) দাদা! দাদা! তুমি ফিরে এসেছ? তোমার কাজ তুমি গ্রহণ কর—আমাদের শক্তিতে এ গুরু কাজের ভার সম্ভবপর নয়।

হরি—তোরা কোত্থেকে এলি ভাই! আর এ জাতীয় সভায় যোগ দিলি কি ক'রে?

বন—আমি আর কমল—আমাদের দুজনেরই চোখ ফুটেচে। আমরা সরকারের চাকরি ছেড়ে দিয়ে এই সভায় যোগ দিয়েছি।

হরি—বড় খুসী হলুম। ভগবান্ যে তোদের এ সুমতি দিয়েছেন সে জন্য তাঁকে সহস্র ধন্যবাদ।

সুরয—ভাই হরিহর! তোমরা সবাই ফিরে এলে, অনন্তদেব এলেন না?

হরি—আমাদের নির্দ্দিষ্ট সময় হয়ে গেছে আমরা খালাস পেইচি; অনন্তদেবের এখন সময় পূর্ণ হয় নি তাই তিনি এখনও আবদ্ধ আছেন। তবে তিনি ব'লে দিয়েছেন, দেশের সুসময় শীঘ্রই ফিরবে—তিনিও বেশীদিন আবদ্ধ থাকবেন না। সকলকেই তিনি দ্বিগুণ উৎসাহে মাতৃসেবায় নিযুক্ত হ'তে ব'লেচেন।

সুরয—সেজন্যে আমরা সবাই প্রস্তুত। কিষণচাঁদ বাবু, হরিহর, তোমরা

দুজনে থাক, কাজের বন্দোবস্ত কর—আমরা সকলে কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হই।

[কিষণচাঁদ ও হরিহর ব্যতীত সকলের প্রস্থান]

(রামকিঙ্কর ও অযোধ্যার প্রবেশ)

রামকিঙ্কর—কিষণচাঁদ বাবু! আমাদের ভুল ভেঙেচে। এখন দয়া ক'রে আপনাদের সঙ্ঘে আমাদের সভ্য ক'রে নেবেন?

কিষণ—সঙ্ঘ তো আপনাদেরই; দয়া ক'রে আপনারা যদি এতে যোগ দেন তার জন্য অনুমতির আবশ্যক করে না; সঙ্ঘের দ্বার আপনাদের গ্রহণ করার জন্য সর্ব্বদাই উন্মুক্ত।

রামকিঙ্কর—তবে দয়া ক'রে আমাদের দুজনকে সভ্যশ্রেণী ভুক্ত করুন।

কিষণ—বেশ; সঙ্ঘের আজ পরম সৌভাগ্য।

(কৃষ্ণমূর্ত্তি ও সদাশিবের প্রবেশ)

কৃষ্ণ—কিষণচাঁদ বাবু! আমরা আপনাদের নিকট বহু অপরাধে অপরাধী, আপনাদের নিকট আমাদের মুখ দেখান উচিত নয়। কিন্তু এক্ষণে আমরা আমাদের ভুল বুঝতে পেরেছি এবং সেজন্য ক্ষমা প্রার্থনা ক'রে জাতীয় সঙ্ঘে যোগ দিতে এসেছি।

কিষণ—আজ দেখছি ভগবান্ সত্যই দেশ-মাতৃকার প্রতি সদয় হয়েছেন। আমাদের নিকট আপনাদের ক্ষমা প্রার্থনার কিছু নাই। ভুল সকলেরই হয়ে থাকে, তাই ব'লে ভায়ে ভায়ে বিচ্ছেদ থাকবে কেন? আপনারা আমাদের বড় আদরের, বড় নিজের। এতদিন যে আমাদের ছেড়ে ছিলেন, এই আমাদের দুঃখ, অন্য কোন দুঃখ নাই।

সদা—আমি যা ব'লেছিলুম এখন মিলিয়ে দেখ—জাতীয় সঙ্ঘের সভ্যেরা কত উদারহৃদয়।

কৃষ্ণ—এস ভাই! আজ প্রাণখুলে মনের সমস্ত ময়লা মুছে ফেলে জাতীয় সঙ্ঘে যোগ দি। কিষণচাঁদ বাবু! আমাদের সমস্ত দোষ মার্জ্জনা ক'রে জাতীয় সঙ্ঘের সভ্য ক'রে নিন্।

কিষণ—আজ দেশ-মাতৃকার যথার্থই সুদিন। কৃষ্ণমূর্ত্তিজী! আজ থেকে আপনারা সকলেই জাতীয় সঙ্ঘের সভ্য। অনন্তদেবের ভবিষ্যৎ বাণী আজ বর্ণে বর্ণে সত্যে পরিণত হ'ল। আজ বড় সুখের দিন, বহুদিন বাদে আমরা ভাই ভাই মিলেচি—এখন সকলে মিলে উচ্চৈঃস্বরে বল—জয় জয় মা জননী!

সকলে—জয় জয় মা জননী।

(উদাসীনের প্রবেশ ও গীত)

উদাসীন—মায়ের আহ্বানে আজি পুত্রগণে সুখের তরঙ্গে ভাসিল,
ভায়ে ভায়ে মিলি আত্মপর ভুলি জননীর ক্রোড়ে বসিল;
প্রভাতী-গগনে মধুর তপন, লোহিত বরণে মোহিল ভুবন,
আনন্দে মাতিল নরনারীগণ, দুঃখ-বিভাবরী প্রভাত হইল;
বহিল সুরভি মলয় পবন, হাসিল কুসুম মোহিয়া কানন,
কূজিল মধুর বিহঙ্গমগণ, আনন্দ লহরী ছুটিল;
হাসিল মধুর প্রকৃতি সুন্দরী, মধুর চন্দ্রমা ছড়ায় মাধুরী,
হাসিল জননী পুলকেতে ভরি রাজরাজেশ্বরী সাজিল।

কিষণ—যথার্থই উদাসীন! আমিও যেন মানস চক্ষে দেখতে পাচ্ছি মা আমার রাজরাজেশ্বরীবেশে শোভা পাচ্চেন—মার বিষাদ-চিহ্ন কেটে গেছে—কালিমাবরণ মুছে গেছে—কাতর ক্রন্দন বন্ধ

হয়েছে—সোনার বরণী মা আমার আবার সোনার বরণ ধারণ করেচে—এস ভাই! সকলে মিলে আবার বল জয়জয় মা জননী।

সকলে—জয়জয় মা জননী।

উদা—হ্যারে! তোদের সবাইকে দেখচি—আমার সেই পাগলা ভাই অনন্তদেবকে দেখচি না কেন?

কিষণ—অনন্তদেব এখনও কারারুদ্ধ—তবে তিনি বলেছেন আর বেশী দিন আবদ্ধ থাকবেন না।

উদা—অনন্তদেব এখনও কারাগারে? তবে এ পাগলের কাজ এখনও শেষ হয় নি। চল পাগল! আবার চল—ভাল ক'রে পাগলামি ক'রবি চল। তোর কাজ অফুরন্ত—তুই পাগল—তোর আবার বিশ্রাম কি, আর সুখ দুঃখই বা কি? চল শীগ্‌গির চল—অনন্ত-দেব যে এখনও কারাগারে—তুই দাঁড়িয়ে থাকলে চ'লবে না—দৌড়ে চল।

কিষণ—চল উদাসীন! আমরাও তোমার পিছনে যাচ্চি। কর্ম্মক্ষেত্রে কারুরই বিশ্রামের অবসর নেই। অনন্তদেবের আদেশ দ্বিগুণ উৎসাহে কাজ ক'রে যেতে। চল ভাই! অদম্য উৎসাহে কাজে অগ্রসর হই—অনন্তদেবের কারামুক্তির পূর্ব্বেই মায়ের মন্দির সম্পূর্ণ গ'ড়ে তুলি।

হরি—চলুন আর বিলম্বে কাজ নেই।

কৃষ্ণ—মশায়! এ পাগলটী কে? দেখতে পাগল বটে কিন্তু কথাবার্ত্তা অতি উচুদরের।

কিষণ—ও যে সে পাগল নয়—ঐ পাগলের পাগলামিতে আজ দেশশুদ্ধ লোক পাগল। ও পাগল নিজের সুখ কাকে বলে জানে না, স্বার্থ চেনে না, কামিনী-কাঞ্চনের ধার ধারে না, ও এক অদ্ভুত

অদ্বিতীয় পাগল। এখন চলুন আর দেরী ক'রে কাজ নেই—এখনও ঢের কাজ বাকী।

(অনন্তদেবের প্রবেশ)

অনন্ত—আর তোমাদের কাউকে কোথাও যেতে হবে না, আমি নিজেই এসেছি। মায়ের প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়েছে—এখন সকলে প্রাণখুলে ভক্তিকুসুম-চন্দনে মায়ের পূজায় প্রবৃত্ত হও। মাতৃসুসন্তান! অক্লান্ত-নিঃস্বার্থ-কর্ম্মিগণ! এবার মহোল্লাসে চতুর্গুণ উৎসাহে কর্ম্মে মনপ্রাণ নিবেশ কর—বাধা-বিঘ্ন কেটে গেছে, কলির বল ক্ষয় হয়েছে—আর ভয় নেই। মাতৃপূজার সমস্ত আয়োজন প্রস্তুত—পূজা আরম্ভ কর, আর ক্ষণমাত্র বিলম্ব ক'রনা। এখন সকলে মিলে গগনভেদী স্বরে বল জয়-জয় মা জননী।

সকলে—জয়-জয় মা জননী।

উদাসীন— গীত।

আমার পাগল কানাই ওই এসেছে,
আরতো আমি যাবনা ভাই আমার কাজ ফুরিয়ে গেছে;
যার কাজ তার হাতে দিয়ে, নাচব এবার ধিয়ে ধিয়ে,
গাইব প্রেমে মিলন গাঁথা সবাই জেগেছে;
মাতৃমন্দির খোল্‌না ত্বরা, দেনা অগুরুর ধারা,
মা আমার আনন্দময়ী কেমন সেজেছে;
পাগলা এবার চ'লল ছুটে, চাঁদের সুধা খেতে লুটে;
মা জননী বাবার সাথে ওই যে আসিছে।

অনন্ত—উদাসীন! আমিও তোমার সঙ্গে যাব ভাই! আমায় ফেলে যেও না—আমিও যে পাগল—পিতা মাতার চরণ দর্শন! আকাঙ্ক্ষায় আমিও যে আকুল হয়ে আছি ভাই!

উদা—যাবি ? তবে আয়। আর দেরি করিসনে—সময় কেটে যাবে। মায়ের মন্দির গ'ড়ে দিইছিস্—পূজার সমস্ত আয়োজন ক'রে দিইছিস্—মাকে সাজিয়ে দিইছিস্—এখন পূজার কাজ ওরা সেরে নিক্—আমরা দুই পাগল পাগলামি করিগে চল্।

অনন্ত—হ্যা উদাসীন ! চল। আমাদের কাজ শেষ হয়ে গেছে—এখন আমরা যেতে পারি।

কিষণ—আপনি মন্দির গ'ড়ে প্রতিমা সাজিয়ে—পূজার আয়োজন ক'রে চ'লে যাবেন ? পূজা কেমন হয় একবার দেখবেন না ?

অনন্ত—না, কিষণ !—আমার সময় হ'য়ে গেছে। তোমাদের পূজায় মা অসন্তুষ্ট হবেন না—তোমরা মায়ের সুযোগ্য সন্তান। আর আমায় বাধা দিও না।

কিষণ—যখন একান্তই যাবেন, তখন যান। কিন্তু এই হতভাগাদের মনে রাখবেন—তা না হ'লে গড়া-মন্দির ভেঙে প'ড়ে যাবে।

অনন্ত—সে আশঙ্কা আমার নেই কিষণচাঁদ ! আমি উপযুক্ত কর্ম্মীর হাতেই রক্ষার ভার দিয়ে যাচ্ছি—আর মন্দিরের ভিত্তি পাকা-করেই নির্ম্মিত হয়েছে—ভেঙে পড়ার কোন সম্ভাবনা নেই—আমি নিশ্চিন্ত মনে যাচ্চি। এস উদাসীন !

(উদাসীন ও অনন্তের প্রস্থান)

কিষণ—চল ভাইসকল ! আমরাও আমাদের কাজে অগ্রসর হই। সকলে একবার প্রাণভরে বল—জয়-জয় মা জননী—জয় অনন্ত-দেব।

সকলে—জয়-জয় মা জননী—জয় অনন্তদেব।

(সকলের প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য

উজ্জয়িনী-রাজকক্ষ

(শিলাদিত্য ও বিদূষক)

[বিদূষকের ইতস্ততঃ গমনাগমন]

শিলা—তুমি অমন ক'রে ছুটোছুটী ক'রচ কেন? এটা ঘোড়দৌড়ের মাঠ নাকি?

বিদূ—আমি ছুটো-ছুটী ক'রছি কোথায়, এযে ছট্‌ফট্ ক'রচি।

শিলা—তা হ'লে তো আরও এক্‌কাটি সরেস—তা অমন করে ছট্‌ফট্ ক'রচ কেন? তোমার হ'ল কি?

বিদূ—আর আমার হ'ল কি—আমার শ্রাদ্ধ হয়েছে।

শিলা—তুমি এই জলজীয়ন্ত ঘোড়দৌড় ক'রচ, আর তোমার শ্রাদ্ধ হয়েছে বল কি?

বিদূ—আর বলি কি—আমার মহাসর্ব্বনাশ হয়েছে।

শিলা—গৃহিণীর কিছু এদিক ওদিক হয়েছে নাকি?

বিদূ—মহারাজ! ভাগ্যহীনের কি তাই হয়—সে ভাগ্যবানের কপালেই ঘটে; তা যদি ঘ'টত তা হ'লে তো আর একটা টাকা-কড়িআলা গৃহিণী ক'রে ফেলতুম।

শিলা—তোমার এই নধর কান্তি দেখে যুবতীরা কি পছন্দ ক'রবে?

বিদূ—যুবতীরা না করুক আমার মত কন্দর্প-কান্তি যাদের তারাও কি ক'রবে না? আমার দরকার টাকার—রূপ-যৌবনে আমার কাজ কি?

শিলা—তোমার তো যথেষ্ট টাকাকড়ি আছে, হঠাৎ আবার এত টাকার লোভী হ'লে কেন ?

বিদূ—মহারাজ ! আমি চির কালই তো টাকা ভালবাসি।

গীত।

আমি টাকার প্রয়াসী টাকা ভালবাসি
টাকা বই কিছু জানি না,
আমার, টাকাই আপন বন্ধু পরিজন
টাকা বই কিছু বুঝি না ;
ওগো টাকা না থাকিলে ভোলে মাগ-ছেলে
ম'লেও তাকিয়ে দেখে না,
ওগো টাকা ধন-জন জীবন-যৌবন
টাকার অনন্ত মহিমা।

শিলা—তুমি খুব টাকা ভালবাস তা বুঝলুম—এখন তোমার কি সর্ব্বনাশ হ'ল ভাল ক'রে বল।

বিদূ—আর ব'লব কি মহারাজ ! মন্ত্রী মশাইদের দয়ায় আমি সর্ব্বস্বান্ত হইচি।

শিলা—মন্ত্রী মশায়দের দয়ায় সর্ব্বস্বান্ত হ'লে কি রকম ?

বিদূ—আর রকম ! বহু অর্থব্যয় ক'রে কাপড়ের কলের অংশ কিনেছিলুম, তা এখন প্রায় যায় যায় হয়েছে ; কলগুলো সব বন্ধ হবার মত হয়েছে, আর কয়েকটা এর মধ্যেই বন্ধ হয়ে গেছে।

শিলা—কল বন্ধ হয়েছে বা হবার উপক্রম হয়েছে তাতে মন্ত্রীদের দোষ কি ?

বিদূ—দোষ আর কিছু নয়—কলের কাপড় বিজয়নগরের লোকেরা আর কিনচে না।

শিলা—কিনচে না কেন ?

বিদূ—মন্ত্রী মশায়দের কাছে তারা নানারূপ অভাব-অভিযোগ জানিয়ে কত দরখাস্ত করেচে কিন্তু মন্ত্রী মশায়রা তাতে কর্ণপাতই করেন নি—কাজেই লোকেরা হতাশ হয়ে আর কোন উপায় না দেখে নিজেদের অভাব-অভিযোগ নিজেরাই প্রতিকার করবার সঙ্কল্প ক'রে কলের কাপড় কেনা প্রায় বন্ধ ক'রে দিয়েচে—সঙ্গে সঙ্গে কলগুলো বন্ধ হ'বার উপক্রম হয়েছে—আর এ গরীবের সর্ব্বস্বান্ত হচ্চে।

(বিমলাচার্য্যের প্রবেশ)

বিদূ—মন্ত্রী মশায়! এখন দয়া ক'রে আমার 'অংশ' খরিদের টাকা কটী দিয়ে দিন।

বিমল—আমি আপনার টাকা দিতে যাব কেন ?

বিদূ—তখন আপনি এক লাঠিতে সাপ ও মারছিলেন, লাঠি ও রক্ষা ক'রছিলেন, এখন দেখচি লাঠি এই অভাগার মাথায়ই ভাঙলেন।

শিলা—কি মন্ত্রী মশায়! কল বন্ধ সম্বন্ধে বিদূষক যা ব'লচে তা কি সত্য ?

বিমল—হ্যাঁ মহারাজ! সত্য; সেই কথা জানাতেই আমি এসেছি।

শিলা—সত্য ? তা হ'লে সমস্ত বিজয়নগরবাসী এক সঙ্গে মিলেচে ?

বিমল—আজ্ঞে হ্যাঁ।

শিলা—তা হ'লে আপনারা তাদের উপর অসম্ভব অত্যাচার ক'রেচেন ?

বিমল—একটু অত্যাচার হয়েছে।

শিলা—আমার নিষেধ সত্ত্বেও আপনারা প্রজাদের উপর ভীষণ অত্যাচার করেছেন? আপনারা কি জানেন না যে প্রজারা আমার নিজ পুত্রের সমান প্রিয়—তাদের উপর অত্যাচার ক'রলে আমার নিজের বুকে আঘাত লাগে। উঃ আপনারা কি হৃদয়হীন! আপনাদের হিতাহিত জ্ঞান নেই—আপনারা রাজনীতি-জ্ঞানশূন্য—মন্ত্রী-পদের সম্পূর্ণ অযোগ্য।

বিমল—মহারাজ! আমরা নীতি অনুযায়ীই কাজ করেছি।

শিলা—আমার পিণ্ডি চট্‌কিয়েছেন। যাক্, আমার আদেশ শুনুন—আজই ঘোষণা করুন যে বিজয়নগরবাসীদের সম্পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন প্রদান করা হ'ল।

(বেগে পাপ ও কলির প্রবেশ)

কলি—মহারাজ! ক'রচেন কি, একটু বিবেচনা ক'রে হুকুম দিন—হঠাৎ কিছু ক'রবেন না।

শিলা—কে তোরা?

কলি—আমাদের চিনতে পারচেন না? আমরা আহ্লাদ-আটখানা।

শিলা—তোরা সেই মায়াবী মায়াবিনী? তোদের তখন চিনতে পারিনি, এখন খুব চিনিচি, তোরা অবিলম্বে আমার সম্মুখ হ'তে দূরহ।

পাপ—কাদের কি ব'লচেন মহারাজ?

শিলা—তোদেরই ব'লচি পাপীয়সী—শীঘ্র দূরহ।

পাপ—য়্যাঃ আমরা দূর হ'ব!

শিলা—হ্যাঁ, তোরা। দূরহ, এখনই দূরহ।

কলি—শেষে আমাদের এই পরিণাম! আমাদের মান-সম্ভ্রম সহায়-সম্পদ সব গেল। (কলি ও পাপের প্রস্থান)

শিলা—মন্ত্রী মশাই! অনতিবিলম্বে আমার আদেশ প্রতিপালন করুন।

বিমল—যথা আজ্ঞা মহারাজ!

(শিলাদিত্যের প্রস্থান)

বিদূ—কি মন্ত্রী মশায়! আর লাঠি-শোঠা আছে নাকি?

বিমল—কাটা ঘায়ে আর নুনের ছিটে দেবেন না; এখন চলুন রাজাদেশ পালন করা যাক।

(সকলের প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য

ধর্ম্ম-ক্ষেত্র

(সঙ্গিনীগণ সহ রাজরাজেশ্বরী বেশে ধরিত্রী ও রাজবেশে ধর্ম্ম)

গীত

সঙ্গিনীগণ—

দেখরে নয়ন নয়ন ভরি আজি কি বাহার
বিশ্বমাঝে সুখের ধারা বহিছে আবার,
কলি-পাপ লয় পেয়েছে, ধর্ম্ম-ধরা ওই জেগেছে,
জগতবাসী সুখের স্রোতে দিতেছে সাঁতার ;
নহে তাপস তপস্বিনী, ভিখারী ভিখারিণী,
বিষাদ-কালিমা গেছে—গেছে অশ্রুধার ;
বসুধা রাজরাজেশ্বরী, ধর্ম্মরাজ রাজা মরি
শস্যপূর্ণা বসুন্ধরা ধর্ম্মের সংসার ।

ধর্ম্ম— আজি মোরা জয়ী রণে কলি-পাপ সাথে,
বহিছে ধর্ম্মের স্রোত জগতে আবার,
বিশুষ্ক ধরণী পুনঃ সুজলা সুফলা
হেমকান্তি পুনরায় এসেছে ফিরিয়া !

ধরিত্রী—পুনঃ শুভদিন ধর্ম্ম ! হয়েছে উদয়,
এস পুজি ভক্তি-পুষ্পে শ্রীরাধামাধব,

জনক-জননী যাঁরা জগৎ-জনার,
যাঁদের কৃপায় আজি জয়ী মোরা রণে।

(কলি ও পাপের বিমর্ষচিত্তে প্রবেশ

ধর্ম্ম—এস পাপ, এস কলি! কেন আজি হেরি
বিষাদ-কালিমা-মাখা বদন দোঁহার?
সময়ের সনে শক্তি হ্রাস বৃদ্ধি পায়,
উত্থান পতন ধর্ম্ম জগৎ জীবের।
কালি উঠেছিলে তুমি বৃক্ষের চূড়ায়
আজি পড়িয়াছ নিম্নে কালের শাসনে;
ছিলে কাল কালপতি, ডরিত তোমায়,
আজ আমি কালপতি ডরিছে আমারে;
এই ত জগৎ-গতি কেন কর খেদ?
পূজ ভক্তিভরে পুনঃ জগৎ পিতায়,
পাইবে বিমল সুখ, যাবে খেদজ্বালা,
শ্রীরাধামাধব-পদে পাইবে আশ্রয়।

কলি—চূর্ণ অহঙ্কার আজি পরাজিত মোরা
জানাতে এসেছি তাই শোন ধর্ম্ম-ধরা,
ঠেকিয়া শিখিনু এবে কাল বলবান্
মোর শক্তি শক্তি নয় শক্তিমান্ পর;
দর্পহারী নারায়ণ বুঝিনু এবার
অহঙ্কার নাহি তিনি সহেন কাহার;
পূজিব শ্রীজগন্নাথে আদ্যাশক্তি মায়ে
তোমার বচনে ধর্ম্ম ভক্তি-বিল্বদলে।

(শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার প্রবেশ)

(ধরিত্রী ও ধর্ম্মের সিংহাসন হ'তে অবতরণ ও
উভয়কে দণ্ডবৎ প্রণাম)

ধরা—পূর্ণ মনস্কাম আজি শ্রীরাধামাধব
নমিছে নন্দিনী পদে কর আশীর্ব্বাদ।

ধর্ম্ম—আজি ধর্ম্ম জয়ী ভবে বিশ্ব-পিতা-মাতা
আশীষ করগো পুত্রে নমিছে চরণে।

কলি—করিছে প্রণাম পদে অভাগা সন্তান
শ্রীচরণে দেহ স্থান শ্রীরাধামাধব!

পাপ—পাপীয়সী পাপ নাশি দেহ পদে স্থান
জগৎ-জনক দেব জগৎ-জননী।

শ্রীকৃষ্ণ—এস বৎস! এস বৎসে! আমা দোঁহা সাথে
হেরিবে অপূর্ব্ব লীলা চিদানন্দ ধামে—
কেমনে ঘুরিচে চক্র দিবা-নিশি ধরি
উঠিয়া নামিয়া কভু হেলিয়া দুলিয়া—
ভাঙ্গিছে গড়িছে কত সোনার সংসার,
কত পাপ-কলি তাহে হয় সৃষ্টি লয়,
কত ধর্ম্ম-ধরা ভ্রমে চতুর্দ্দিকে তার,
কত শিব ব্রহ্মা জন্মি পুনঃ লয় পায়।

(অনন্তদেব ও উদাসীনের প্রবেশ)

উদাসীন— গীত

আমরা কি তোর কেউ নয়?
সকলেরে নিচ্ছিস্ সাথে মোদের বুঝি জায়গা নাই;

আমরা কি তোর পুষ্যি ছেলে, তাইতে মোদের যাচ্চিস্ ফেলে,
সঙ্গে নিলে মোদের কি তোর গোলক হবে ক্ষয় ?
আমরা গাইব এবার উচ্চৈঃস্বরে, মায়ের ছেলে এ সুর ধরে
তোর নাম ডুবিয়ে দিয়ে গাইব মায়ের জয়,
(আমরা) মায়ের কোলে উঠব' বসে (তোর) ছল চাতুরী যাবে খসে
তোর ঐ চক্র নিয়ে ঘুরিয়ে বেড়া মোদের কিসের ভয়।

শ্রীরাধা—আয় আয় উদাসীন অনন্ত আমার !
কে দোঁহে ফেলিয়ে যাবে আমা বিদ্যমানে ?
আমিরে জগৎ-মাতা জননী তোদের
আমি সাথে নিয়ে যাব চিদানন্দ ধামে,
কর্ম্মক্ষেত্রে মহাকর্ম্ম সেধেছিস্ তোরা
সুকর্ম্মী সন্তান মোর পরম স্নেহের !
আয় আয় আয় বৎস ! জননীর কোলে
আদরে বক্ষেতে ধরি রাখিব যতনে।

শ্রীকৃষ্ণ—সদা অপরাধী আমি শ্রীমতী-সদনে,
কি দোষ করিনু আমি কহ রাসেশ্বরি !
বলেছি কি কভু আমি লইব না সাথে
স্নেহের সন্তানে তব গোলক-আলয়ে ?
যেমন জননী তার সন্তান তেমন
বিনা দোষে দোষী আমি সকলের পাশে।
বল উদাসীন ! বলহে অনন্তদেব !
যাবে কি গোলকধামে শ্রীব্রজমণ্ডলে ?

উদাসীন—　　　　　　　গীত

আমরা নই গোলক-প্রয়াসী—
আমরা চাইনা মুক্তি চাইনা শক্তি প্রেমের পিয়াসী ;
আমরা চাইনা যেতে বৃন্দাবন, গোকুল তোমার কুঞ্জকানন
আমরা পূজব' যুগল রাঙা চরণ এই অভিলাষী ;
আমরা চাইনা মধু, চাইনা সুধা, দাও শুধুগো ভক্তি-ক্ষুধা,
আমরা দেখতে চাই ওই যুগল-মিলন যুগল ভালবাসি,
অন্য কিছু চাইনা মোরা আমরা উদাসী।

শ্রীকৃষ্ণ—বৎস ! ভক্তকে অদেয় আমাদের কিছুই নেই—তোমাদের বাসনা পূর্ণ হবে। এস শ্রীমতী ! ভক্তের বাঞ্ছা পূর্ণ করি।

(শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধার যুগল-মিলন)

অনন্ত—দেখ্‌রে জগৎবাসী ! নয়ন ভরিয়া
কেমন মধুর শোভে মাধবী-মাধব :—
সহস্র-মার্ত্তণ্ড-দীপ্তি ভাতিছে বদনে,
শারদ-চন্দ্রমা কোটী চরণে লুটায়,
মলয় মারুত বয় সুরভি নিশ্বাসে,
কোটী কোটী পিকস্বর ঝঙ্কারে কথায়।
যুগল মাধুরী হেরি শেখ বিশ্ববাসী !
মিলন বিহনে কভু কর্ম্ম নাহি হয় ;
মিলনে সৃজন হয় মিলনে সংসার,
মিলনেই শক্তিশালী প্রকৃতি-পুরুষ—
মিলনে গোলকধাম চিদানন্দ-পুরী—
মিলন জগৎ মাঝে সর্ব্বোচ্চ প্রধান।

সঙ্গিনীগণ—

গীত

দেখরে জগৎ নয়ন ভরি কি মধুর শোভিল
মাধবী মাধব-বামে কিবা শোভা ধরিল ;
গোলকের শোভা আজি, চিদানন্দধাম ত্যজি,
ভক্তের ভক্তির ডোরে মর্ত্ত্যে বাঁধা পড়িল ;
হাসিল প্রকৃতিরাণী, দেখা দিল দিনমণি ;
শরতের পূর্ণশশী আবার নভে উদিল ;
কর্ম্মশ্রেষ্ঠ কর্ম্মক্ষেত্রে, জগৎ বাঁধা কর্ম্ম-সূত্রে,
কর্ম্মের রহস্যে রাধাকৃষ্ণ ধরায় মিলিল।

যবনিকা পতন

সমাপ্ত

সরকার-গ্রন্থমালা

শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ সরকার মহাশয়ের পুস্তকাবলী :—

৯। **আসলে মেকী** :—মূল্য ।৴০ আনা। তিন অঙ্কের প্রহসন। কি পড়িতে, কি অভিনয় দেখিতে হাসি সামলান দায়।

১৪। **রাজসিংহ** :—মূল্য ৸০ আনা। তিন অঙ্কের ঐতিহাসিক নাটক।

১৫ **কুরুপাণ্ডবের গুরুদক্ষিণা** :—মূল্য ॥৴০ আনা। তিন অঙ্কের পৌরাণিক নাটক।

১৬। **মহারাষ্ট্র-জাগরণ** :—মূল্য ১।০ আনা।
পঞ্চম অঙ্কের ঐতিহাসিক নাটক।

শ্রীগণপতি সরকার বিদ্যারত্ন মহাশয়ের পুস্তকাবলী :—

৩। **জ্যোতিষ-যোগতত্ত্ব** (২য় সংস্করণ মূল্য ১॥০ টাকা)
ইহাতে "দুর্যোগ" (accident), "কুযোগ" (misfortune) ও "সুযোগ" (good luck) এই তিনটি অধ্যায় আছে। বহু নূতন যোগ বাড়িয়াছে।

সংস্কৃত কলেজের ভুতপূর্ব্ব প্রিন্সিপাল মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী **M.A., C.I.E., F.A.S.B., F.R.A.S., F.H.U., D Lt.**

"* * * সকল বাঙ্গালীর পক্ষেই এই উপাদেয় গ্রন্থখানি বাটিতে রাখা আবশ্যক মনে করি।"—১৪ই ফাল্গুন, সন ১৩২৫ সাল।

"দৈনিক বসুমতী":—"* * * এই পুস্তকের সাহায্যে অতি সহজে জ্যোতিষের গণনায় তাহার অদৃষ্ট ফলজানিতে পারা যায়।"—১লাআষাঢ়২৮

"নায়ক":—"জ্যোতিষ শাস্ত্রের শুভাশুভ অসংখ্য যোগ সাধনা সংগ্রহ করিয়া তাঁহার নির্ণয়-পদ্ধতি আভিধানিক হিসাবে সম্বন্ধ করিয়া দিয়াছেন।"

১০। **কামন্দকীয় নীতিসার**ঃ—মূল্য এক টাকা—বোর্ড বাঁধাই। বাঙ্গালা ভাষায় এই একমাত্র রাজনীতির পুস্তক।

Amrita Bazar Partrika :—"...This Bengali version of Kamandaka will also interest our University students with whom Politics and Sociology are subject of study ......" (Dec. 25, 1924).

Forward :—"Those who want to know something of Hindu polity will be simply benefited by perusal of this Bengali translation." (Jan. 22, 1925.)

"হিতাবাদী":—"......যাঁহারা এমন জ্ঞানপ্রদ গ্রন্থের উপদেশাবলীর আস্বাদন গ্রহণে বঞ্চিত ছিলেন.........অনুবাদ পাঠে তাঁহারা অনায়াসেই উক্ত গ্রন্থের মর্ম্ম অবগত হইতে পারিবেন। অনুবাদের ভাষাটিও বেশ হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে।..." ৯ই আশ্বিন ১৩৩২)।

দৈনিক বসুমতী :— "...নীতিসারের বাঙ্গালা সংস্করণ প্রকাশ করিয়া বাঙ্গালী সমাজের বিশেষ উপকার করিলেন।"

"নায়ক"—..."হিন্দু রাজত্বে রাজনীতি কিরূপ ছিল, তাহার পরিচয় এই গ্রন্থখানি।...গ্রন্থখানির সমাদর অভ্যর্থনা করিতেছি।" (১৪ই মাঘ ১৩৩১)

৬। **উপনয়ন-সন্ধ্যা-তর্পণ-পূজা-প্রয়োগ** :—মূল্য ।৵০ আনা। ইহা ধর্ম্ম-কর্ম্মের Hand book.

৭। **যজুঃ-সংস্কার-পদ্ধতি**ঃ—মূল্য ১৲ টাকা।

৮। **দুর্গাপূজা-পদ্ধতি**ঃ—মূল্য ১৲ টাকা।

১২। **শ্রাদ্ধ-পদ্ধতি**ঃ—মূল্য ॥৵০ আনা।

১১। **রসনির্ঝর**ঃ—মূল্য ।৵০ আনা—দুই রং এ ছাপা, সুন্দর বাঁধান।

নায়কঃ—"ইহা কতকগুলি সরল সংস্কৃত কবিতা ও পদ্যে বঙ্গানুবাদ। এক...একটি কবিতা এক একটি রসকরা।..."(১৪ই মাঘ ১৩৩১।)

১৩। **মধ্যম-রহস্য**ঃ—মূল্য ৵০ আনা। দৃশ্যকাব্য।

প্রাপ্তিস্থান :—সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটারি ৩০নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট; গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট; কমলা বুক ডিপো ১৫নং কলেজ স্কোয়ার; ডি. এম, লাইব্রেরী, কিশোর লাইব্রেরী, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট; হিতবাদী বুক ডিপো, ৭০নং কলুটোলা ষ্ট্রীট; বসুমতী সাহিত্য মন্দির, বহুবাজার ষ্ট্রীট; নির্ম্মলা সাহিতাশ্রম, ২৬নং ষষ্ঠীতলা রোড নারিকেলডাঙ্গা; প্রকাশক—৬৯নং বেলেঘাটা মেন রোড, কলিকাতা।